প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা।

M.Phil.

ফরিদা রহমান

RB
B
372.1
RAP DU

383061

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"ক"

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা।

এম, এড (থিসিস ভিত্তিক) কোর্সের জন্য দাখিলকৃত গবেষণা পত্র।

M.Phil.

383061

গবেষক :

ফরিদা রহমান

শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৫ - ৮৬

১৯৮৬ - ৮৭

১৯৮৭ - ৮৮

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,

ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library

383061

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

বিষয় : "প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা" ।

অনুমোদিত :

383061

অধ্যক্ষ,
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
ও
ডীন
শিক্ষা অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা,
শিক্ষা গবেষণা বিষয় ,
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

====

বাবা ও মাকে , যাঁদের শুভাশিষ জীবনের
প্রতি ক্ষণে বিরাজমান এবং বাংলাদেশের
আগামী দিনের নাগরিকদের তরে উৎসর্গীকৃত ।

===========

383061

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রাথমিক পর্যায় থেকে যাতে শিশুরা সুষ্ঠুভাবে মাতৃভাষার শিক্ষা লাভ করে তাই আমাদের কাম্য। উল্লেখিত কারনেই প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়াস।

"প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শিক্ষার সহজতার পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা" শীর্ষক গবেষণা পত্রটি পরম শ্রদ্ধেয় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষা, মিসেস রাশিদা বেগমের সহায়তা ও অনুমতি ব্যতীত সম্ভব হতোনা। গবেষকের প্রাথমিক সঙ্কোচ ও দ্বিধা বিরসনে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও উৎসাহ যথেষ্ট সহায়ক ছিল। তাঁর উৎসাহ বানী গবেষকের অন্তরে চির জাগরূপ থাকবে।

এই গবেষণা কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে যিনি অকুণ্ঠ অনুপ্রেরনা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও সক্রিয় পথ প্রদর্শন করেছেন, তিনি হচ্ছেন গবেষনা বিষয়ের আনুঃ তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা মিসেস শামসুন নাহার ইসলাম। তাঁর ব্যস্ততম মুহূর্তেও তিনি উপযুক্ত নির্দেশনা দান করতে কার্পণ্য করেননি। এ অবদানের জন্য গবেষকের নিকট তিনি চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন।

গবেষণা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব বজলুর রহমান সাহেবের সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য গবেষক তাঁর কাছে ঋনী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল আলম সাহেব, তাঁর সহযোগিতার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

বাবু সুভাষ কান্তি দাশ গুপ্ত এবং জনাব আদম আলী এই অভিসন্দর্ভ মুদ্রনে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্য তাদের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ। আরো অনেকে যারা বেশথ্যে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে জানাই ধন্য বাদ।

আর যাঁর প্রেরণা এবং সর্বাত্মক সহায়তা ব্যতীত এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতোনা তিনি হলেন ডঃ শফিকুর রহমান। তাঁর কাছে চিরঋণী রইলাম।

পরিশেষে চট্টগ্রামের কুসুম কুমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুবাগ কিন্ডার গার্টেন স্কুল, কৃষ্ণচূড়া স্কুল ও ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল সমুহের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাগন ও ছাত্র ছাত্রীগণের সহায়তার জন্য তাদের প্রতি রইলো গবেষকের আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারমর্ম

একটি জাতির এবং একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষার উপর। আমাদের আগামীদিনের ভবিষ্যত হচ্ছে আমাদের শিশু সমাজ।

যে ভাষাতে শিশু প্রথম 'মা' ডাকে - সে ভাষাই শিশুর মাতৃভাষা। "মায়ের দুধের যেমন বিকল্প নেই মাতৃভাষারও তেমনি বিকল্প নেই"। তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাতৃভাষায় সুষ্ঠু শিক্ষাদান গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষায় উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারলেই, অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ সহজতর হয়।

যা জটিল যা আনন্দহীন শিশু তা পরিহার করতে চায়। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীর বহুল অংশ নানা কারণে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষা পরিহার করে।

গবেষকের দৃষ্টি এ বিষয়ে নিবদ্ধ হয়। গবেষক তাই মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ে আরো সহজীকরণ ও আনন্দপূর্ণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকষ্ট বুক বোর্ডের প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট আমার বই - প্রথম ভাগ, মাতৃভাষার পাঠ্য বইটির উপর ভিত্তি করে এই গবেষণা কার্য চালানো হয়।

উপাত্ত সংগ্রহ কালে শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগের কারণ, উচ্চারণ অশুদ্ধি ইত্যাদির কারণ সমূহ অনুসন্ধান করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতি সহজ ও আনন্দদায়ক করার প্রচেষ্টা চালানে - লক্ষ্য করা যায় যে শিক্ষার মান বাড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক তার শিক্ষা পদ্ধতির প্রক্রিয়াগুলি কতটুকু যুক্তিপূর্ণ তা বিচার করার জন্য একটি বিশেষ প্রশ্নমালার সাহায্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃভাষার শিক্ষকগণের এবং অভিভাবকগণের মতামত গ্রহণ করে।

এই গবেষণা কার্য চালনার সময় - সময় সংকীর্ণতা এবং অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণার সীমাবদ্ধতায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে গবেষক প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার শিক্ষাদান পদ্ধতি আরো উন্নয়নের জন্য গবেষণার প্রস্তাব রেখে বিষয়ের উপসংহার টানে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	গবেষণার বিষয়	ক
	অনুমোদন পত্র	খ
	উৎসর্গ	গ
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঘ
	গবেষণার সারমর্ম	ঙ
	সূচীপত্র	চ
প্রথম	১°০ ভূমিকা	১
	১°১ শিক্ষার সংজ্ঞা	১
	১°২ প্রাক - প্রাথমিক স্তর	২
	১°৩ প্রাথমিক স্তর	৩
	১°৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	৮
	১°৫ শিক্ষা - পরিকল্পনা	১৩
	১°৬ শিক্ষা - পরিকল্পনা ও মনোবিজ্ঞান	১৪
	১°৭ ভাষা	১৪
	১°৮ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা	১৫
	১°৯ মাতৃভাষার সংজ্ঞা	১৬
	১°১০ বাংলা ভাষার দু'টি রূপ	১৭
	১°১১ বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা	১৯
	১°১২ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য	২০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
দ্বিতীয়	২.০	পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা	২৩
	২.১	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য সূচী বোর্ডের সুপারিশ	২৩
	২.২	বর্তমান গবেষণার পদ্ধতি	২৪
	২.৩	বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৮
তৃতীয়	৩.০	উপাত্ত সংগ্রহ, ফলাফল ও বিশ্লেষণ	২৯
	৩.১	উপাত্ত সংগ্রহ	২৯
	৩.২	ফলাফল ও বিশ্লেষণ	৪০
চতুর্থ	৪.০	উপসংহার ও প্রস্তাব	৫৬
	৪.১	উপসংহার	৫৬
	৪.২	প্রস্তাব	৫৮
		সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা	৬০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ : শিক্ষা :- " মানুষকে বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য সুচিন্তিত ও সংঘবদ্ধ ভাবে সাহায্য করার প্রচেষ্টাকে ' শিক্ষা ' বলে অভিহিত করা হয়েছে " (১) ।

" আধুনিক সকল রাষ্ট্রই শিক্ষাকে জাতির প্রতিশ্রুতি হিসাবে বিবেচনা করে । শিক্ষা জাতির প্রগতি ও সভ্যতার নির্দেশক " (২) ।

শিশুর শিক্ষার্জন সম্পর্কিত শব্দ হচ্ছে শিক্ষাদান।" শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা গ্রহনযোগ্য ধারনা গড়ে তোলার আগে আমাদের কে 'শিক্ষা' সম্পর্কে একটি নির্ভুল ধারনা গড়ে তুলতে হবে । কারন 'শিক্ষাদান' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমেই ' শিক্ষাদান' ও শিক্ষার মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের রূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব " (৩ক) ।

শিক্ষা অভিধানে, শিক্ষাদানকে সংকীর্ন ও ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে । সংকীর্ন অর্থে শিক্ষাদানকে কোন বিদ্যা-নিকেতনে পড়ানোর সংগে তুলনা করা হয় । ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদানকে এমন একটা প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ সাবলীল ও ত্বরান্বিত করা যায় ।

---

(১) মূল : রর্বাট এম হাট কিনস্

অনুবাদ : রাহাত খান - শিক্ষাও সমাজ - পৃষ্ঠা - ১ ।

(২) ডঃ শরীফা খাতুন - তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব (প্রথম খন্ড) বাংলা একাডেমী ১৩৯৩, পৃ - ২৯৩ ।

(৩ক) মোহাম্মদ আযহার আলী - পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ১৩৮৮ পৃ - ১ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ইংরেজী প্রতি শব্দ Education এর বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষাকে পথ নির্দেশনা হিসাবে গণ্য করা হয়। "The word Education has been derieved from the Latin word, 'Educare' which means to lead out'(৩খ) শিক্ষাবিদ Edward L.Thorndike and Arther I.Gates এর মতে Education's business is to make the best possible specimen of humanity out of each man.(৪)

মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ও তাই। মানুষ যে সকল ভাল গুনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে তার যথাযথ বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা।

সোক্রেটিস ও প্লেটো ও একমত হয়ে বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ, যাতে সে তার অর্ন্তচক্ষু দ্বারা সব জিনিস সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। আর শিক্ষার সাক্ষাত প্রকাশ ঘটে শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সোপান গড়ে উঠেছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর।

১°২ ঃ প্রাক - প্রাথমিক স্তর ঃ- বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী, জন্ম থেকে প্রথম পাঁচ বছর যাদের বয়স' তারাই প্রাক-প্রাথমিক স্তর'। শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য কোনো সুপারিশ নেই। কারন প্রাক- প্রাথমিক স্তরের শিশুরা সাধারনতঃ গৃহেই শিক্ষালাভ করে।

পাঁচ বছরের পূর্বে শিশুদের বৌদ্ধিক গঠন ততখানি বাড়ে না এবং বৌদ্ধিক গঠনের তারতম্য অনেক সময় বেশী থাকে কিন্তু পঞ্চম বয়সের বৌদ্ধিক গঠন দ্রুত বেড়ে যায়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রাথমিক স্তরের ভিত্তি প্রাক-প্রাথমিক স্তরের উপরই বিন্যস্ত।

(৩খ) Idem; Ibid; P-2

(৪) Edward L.Thorndike and Arthur I. Gates : Elementary Principles of Education, The Machmillan Company, New York, 1931, P-4 & 7.

Dhaka University Institutional Repository

১°৩ ঃ প্রাথমিক স্তর ঃ- বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী পঞ্চোর্ধ (৫ +) বৎসর যাদের বয়স তারাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক স্তরের জন্য ৫+ বয়স নির্দ্ধারনের কারন রয়েছে - দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুর শিক্ষা শুরুর এটাই উপযুক্ত বয়স। Foster & Headley এর মতে "The five-year old is at the end of a period of very rapid growth, known in the language of physical development as early childhood".(৫ক)

পাঁচ বছরের শিশুর শারীরিক গঠন সম্পর্কে Richard E. Scammon এর মতে " At the age of five the body has attained about 38 percent of its mature development, though different parts of the body are developing at defferent rates."(৬ক) The brain has developed so rapidly that by five or six it is almost as large as it will ever be."(৫খ)

পাঁচ, ছয় বছরের শিশুদের বৌদ্ধিক গঠন সম্পর্কে Foster and Headley আরও লক্ষ্য করেছেন। "It is not until the five-year level that we begin to get a significant correlation between scores on mental tests given at this age with scores on tests given at a higher age level."(৫গ)

(৫ক) Foster and Headley-Education in the kinder garten(Third Edition), American Book Company, New York, Page - 1.

(৫খ) Idem, Ibid, P-6

(৫গ) Idem, Ibid, P - 7.

(৬ক) Richard E. Scammon The growth of the body in childhood, measurement of Man; Minneapolis, University of Minnesota Press, 1930, P-193.

Dhaka University Institutional Repository

G.G. Thompson এর মতে "Scores on mental tests given at two years of age have a low correlation only 46, three years -56, four years-66, five years-75, six years-81,(৭) শিশুর বৌদ্ধিক গঠনের মান ১ নং চিত্রে দেখানো হলো।

তবে এ কথা ঠিক যে শিশুর বৌদ্ধিক গঠন পরিবেশ গত প্রভাবের তারতম্যের উপর ও নির্ভর করে। এ প্রসংগে B.Kuppussany তার বুকে Baroda Study এবং Pan-Indian Study র যে ফলাফল দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, "The Baroda study as well as the Pan-Indian Study show clearly the influence of environment on the development of intelligence in the first five years. When the same test items are used on all the three groups namely urban upper, urban lower and the rural, the results show that in general the mean scores are in the order, the urban upper getting higher mean scores, the rural getting the lowest mean scores and the urban lower coming in between."(৮)

শিশুর ভাষা - জ্ঞান পাচ বছরের পর থেকে দ্রুত বেড়ে যায়। " যে শিশু জীবনের প্রথম বছর মাত্র কয়েকটি শব্দ দিয়ে শুরু করে দু'বছরে তার শব্দ কোষ দাঁড়ায় ২৭২ আর পাঁচ বছরে তা ২০০০ শব্দ কোষ ছাড়িয়ে যায় "। (৯) পাঁচ বছরের শিশুর ভাষাজ্ঞান সর্ম্পকে Florence L.Goodenough বলেন ".The Child's speech has shown a somewhat amazing increase from an average of 3 words at one year to 272, 896 and 1504 words for the successive years. At five he may be expected to have an average vocabulary of 2,072 words.

---

(৭) G.G. Thompson-The meaning and measurement of Intellectural Development, P-586.

(৮) B.Kuppuswamy-A Text book of child Behaviour and Development, 2nd Edition, P - 156.

(৯) Smith, M.E-An investigation of the development of the sentence and extent of vocabulary in young children, University of IOWA, Child Welfare, P-35.

-: ৫ নং পৃঃ দ্রঃ -

Dhaka University Institutional Repository

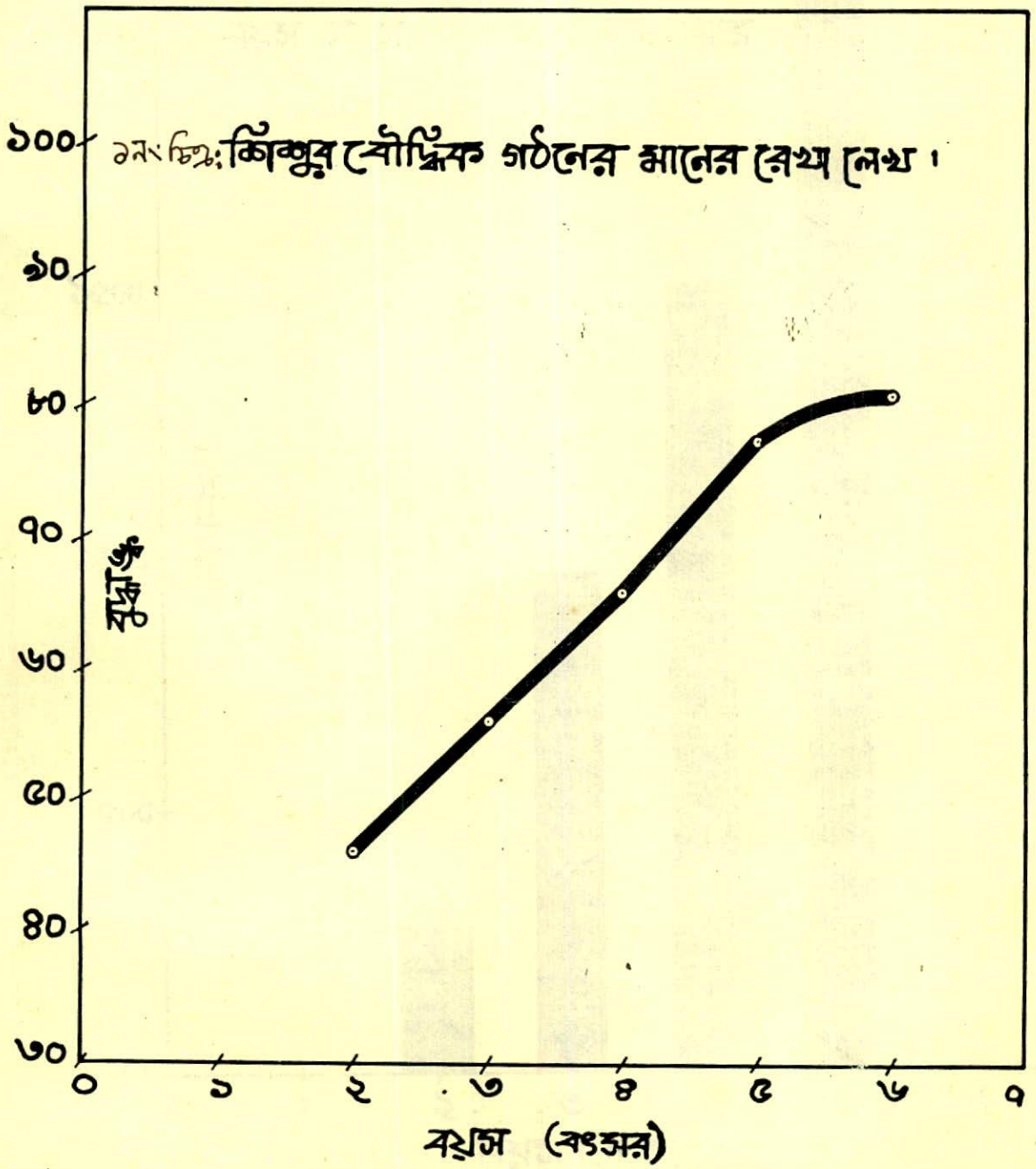

Dhaka University Institutional Repository

২নং চিত্রঃ
বয়স অনুসারে শিশুর শব্দ সম্ভার

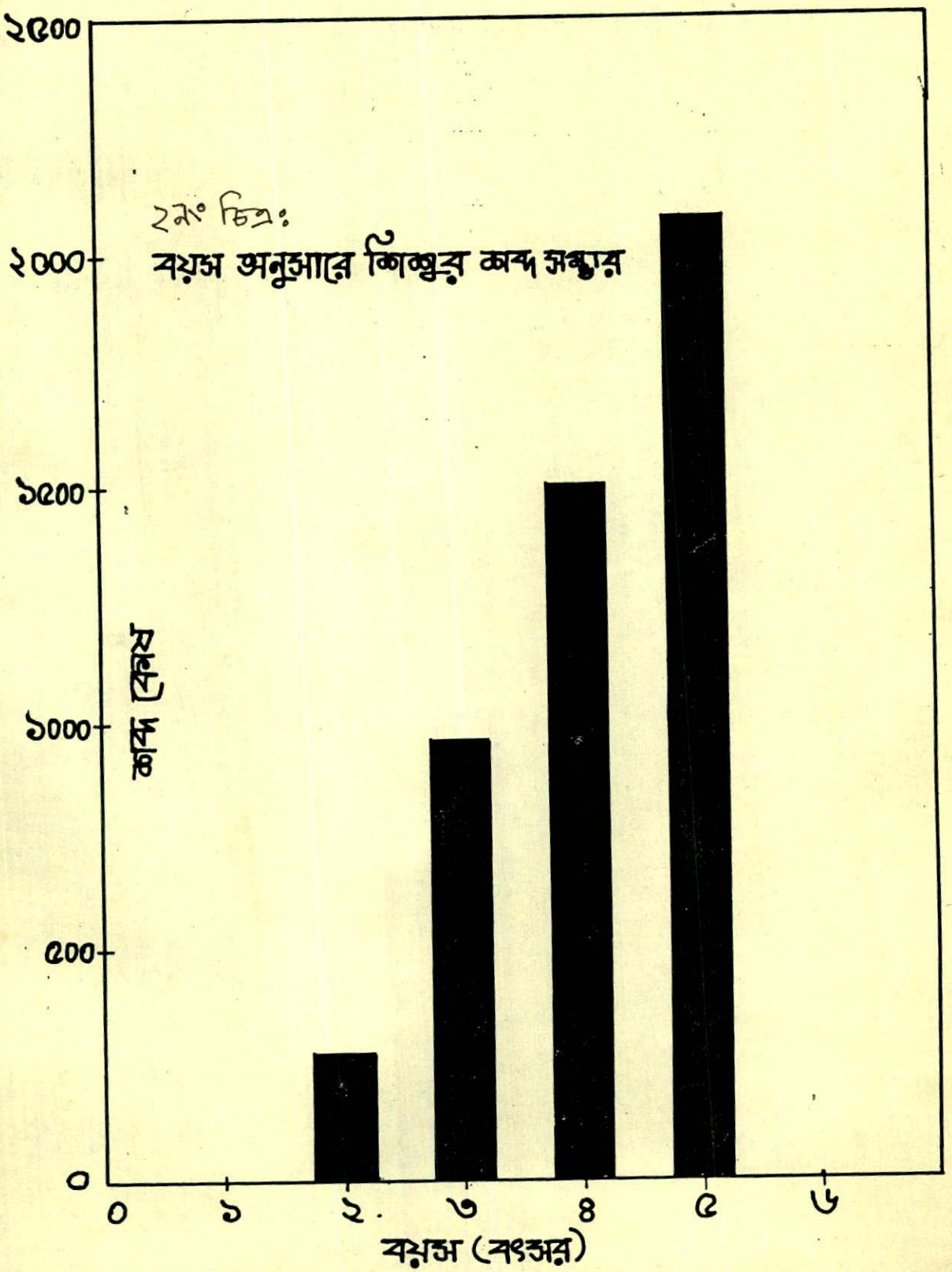

Dhaka University Institutional Repository

He will probably have, at his command, a greater selection of nouns that any other parts of speech; but verbs, adjectives, conjunctions and pronouns are also frequently used. Adverbs, however, are not so common. In the development of language, chronological age seems to be more important than mental age." (১০)

বয়সের সংগে শিশুর শব্দকোষ কিভাবে বাড়ে তা সুস্তলেখ দ্বারা দেখানো হলো (৭

পাঁচ বছরের শিশুর বোঝার ক্ষমতা চার বছরের শিশুর তুলনায় বেশী। 'The five year old is much more able than the four year old to understand verbal explanations.'

(৫ ক)

তাই সর্বদিক বিবেচনা করে পঞ্চ র্ধোর্ধ (৫ +) বয়সকেই প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক সুরের প্রথম সোপানরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুদের বৌদ্ধিক গঠন ও শব্দ কোষ বেড়ে চলেছে। মনোবিদ Mc. Cathy র মতে পরিবেশের উন্নতিই এর মূল কারণে। বিভিন্ন প্রকার প্রচার মাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রচলন ছাড়া ও প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান, মা-বাবার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিশুদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি ও শব্দ ব্যবহারের পরিমান বৃদ্ধি শিশুর ভাষাজ্ঞান ও বৌদ্ধিক গঠন উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছে।

---

(১০) Florence L. Goodenough - Developmental Psychology, 2nd Edition, New York, D. Appleton Century Company, 1945, P-280.

(৫ ক) Foster and Heepley-Education in the knoder gates, American Book Company, New York, P-2.

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপর ও শিশুর ভাষাজ্ঞান নিশ্চয় নির্ভর করে - । "Children from families high in the socio-economic scale ordinarily show a high degree of language development."(১১) নিম্ন বিত্তের মায়েরা কাজের চাপে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে শিশুদের সংগে কথা বলার বা তাদের সংগ দেওয়ার সুযোগ তাদের মোটেই হয় না। তাই তুলনামূলক ভাবে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের শব্দকোষের আকার এবং বাক্যের দীর্ঘতা উন্নত মানের। ভাষাবিদ Irach Jehangir Sorabji Taraporewala এর মতে "প্রাচীনযুগে নানা অনুন্নত ব্যবস্থার দরুন যে পরিবর্তনহতে কয়েক যুগ লেগে যেত আধুনিক যুগে নানা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দরুন কৃত্রিমগত প্রভাবে ভাষার পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হচ্ছে। " (১২)

১.৪ : শিশুর শিক্ষা,গৃহ এবং সামাজিক সম্পর্কের সংগে যেমন সম্পৃক্ত তেমনি বিদ্যালয়ের পরিবেশের সংগেও সম্পৃক্ত। বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হলে বিদ্যালয় সরকারী অথবা বেসরকারী, কতখানি আয়তনে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, কতটুকু এলাকার শিশুরা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতি দশ হাজার জন সংখ্যায় কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাতে কতজন ছাত্র ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে, শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীর আনুপাতিক হার, শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা, তাদের মধ্যে শতকরা কতজন শিক্ষিত এ সব তথ্যাবলী সম্পর্কে অবগত থাকা সহায়ক বিধায় নিম্নে বিভিন্ন ছকে উপরোক্ত তথ্যাবলী পরিবেশন করা হলো : বাংলাদেশে ৪৪,২২৬ টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে ৩৬,৭২২ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৮৬ সালের প্রাপ্ত তথ্য থেকে) (১৩ক)

---

(১১) Florence L. Goodenough and John E. Anderson - Experimental Child study - New York, The century Company, 1931, P-237.

(১২) মালেকা বেগম - বাংলা ভাষার বিকাশে ব্যবহারিক জীবন প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, ঢাকা , ১৩৮৯ সাল, পৃষ্ঠা - ১৫ ।

(১৩ক) Bangladesh Educational Statistics, 1987-Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics(BANBEIS) Ministry of Education 1, Sonargaon Road, DHAKA-1205, P - 1.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১-১৯৮৬ ইং পর্যন্ত মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো (ছক নং - ১)

ছক নং - ১ ঃ

বৎসর (ইং)	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৯৮১	৪৩১৩৬	৩৬৬৬৫
১৯৮২	৪৩১৩৭	৩৬৬৬৬
১৯৮৩	৪৪০২৮	৩৬৬৬৮
১৯৮৪	৪৪০৪৭	৩৬৬৮৫
১৯৮৫	৪৪২০০	৩৬৬১৮
১৯৮৬	৪৪২২৪	৩৬৭২২

উপরোক্ত ছক থেকে লক্ষ করা যায় যে ১৯৮১-১৯৮৬ ইং এর মধ্যে বিদ্যালয়ের বৃদ্ধির হার খুবই নগন্য যদিও বা এই সময়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই সময়ে ছিল ২°৫% ।

বিভিন্ন বিভাগে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা, সুবিধাভোগী এলাকা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতাভুক্ত গড় এলাকা নিম্নে দেখানো হলো (১৩খ) ।

ছক নং - ২ ঃ

বিভাগের নাম	প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা	সুবিধাভোগী এলাকা (বর্গ কিঃ মিঃ)	প্রতিষ্ঠান সমূহের আওতাভুক্ত গড় এলাকা (কিঃ মিঃ)	মন্তব্য
ঢাকা বিভাগ	১০৯৩৩	৩০৭৭০	২°৮১	১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১২৩৮	৪৪৯৪৯	৩°৯৯	অনুযায়ী।
রাজশাহী বিভাগ	১০৪২৮	৩৪২৩৬	৩°২৮	
খুলনা বিভাগ	৮৭৩০	৩৩৬০০	৩°৮৫	
বাংলাদেশে (মোট)	৪১৩৫৯	১৪৪৫৫৫	৩°৪৭	

(১৩খ) ঐ Idem .... Ibid ... PP - 4, 5, 6.

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং - ৩ : বিভিন্ন বিভাগে প্রতি দশ হাজার জন সংখ্যায় কত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার পরিসংখ্যানবিন্যের ছকে দেখানো হলো : (১৩ গ) ।

বিভাগের নাম	প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা (১৯৮৪ ইং এর তথ্য অনুযায়ী)	জন সংখ্যা (০০০) (১৯৮১ ইং এর তথ্য অনুযায়ী)	প্রতি দশ হাজারে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	১০৯৩৩	২৬২৪	৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১২৬৮	২২৫৯৫	৫
রাজশাহী বিভাগ	১০৪২৮	২১১৩৩	৫
খুলনা বিভাগ	৮৭৪০	১৭১৫১	৫
বাংলাদেশ মোট	৪১৩৫৯	৪৭১২০	৫

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ৪ ঃ বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ১৯৮১ ইং হতে ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত শিক্ষাদানরত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী গনের পরিসংখ্যান এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শতকরা হার নিম্নের ছকে দেখানো হলো (১৩ঘ)।

বৎসর (ইং)	মোট সংখ্যা শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	মোট	সরকারী	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের শতকরা হার (%)
১৯৮১	মোট সংখ্যা	১৮৮০০৪	১৫৩০৫৪	৭৭.৩৩
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৪৮৬১	১২৫৭৩	
১৯৮২	মোট সংখ্যা	১৮৮২৪৩	১৫৭১৮২	৮৭.২৩
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৫০৬০	১২৫৭৫	
১৯৮৩	মোট সংখ্যা	১৮৯৮৮৪	১৫৭১৮২	৮৭.৩৯
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৫১৯২	১২৫৭৬	
১৯৮৪	মোট সংখ্যা	১৮৯৯০০	১৫৭১৯১	৯১.০০
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৫১৯৩	১২৫৭৬	
১৯৮৫	মোট সংখ্যা	১৯০০০০	১৫৭২৪৩	৯২.০০
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৫১৯৯	১২৫৭৯	
*১৯৮৬	মোট সংখ্যা	১৯০৫৫৭	১৫৭৫৭৫	৯২.০০
	শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা	১৫৫১২	১২৬০৬	

* অনুমিত

উপরোক্ত ছক দেখে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার তুলনা করলে বোঝা যায় ১৯৮১-৮৬ ইং এ ছয় বৎসরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার বেড়েছে ১৫ %।

(১৩ঘ) Idem... Ibid..... P- 1, 4.

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং – ৫ : ১৯৮১ ইং হতে ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (১৩ ঙ)।

বৎসর	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা
১৯৮১	৭৩৫৮৮২৯	২৯৮৫৯৩৭	৯৩৩৫৯২	৩৫৩৮৫৮
১৯৮২	৭৫০০০০০	৩০৭৫০০০	৯০০০০০	৩৪২০০০
১৯৮৩	৭৫৫০০০০	৩০৯৫৫০০	৯০০০০০	৩৪২০০০
১৯৮৪	৭৬২১৭২০	৩১২৪৯০৫	৯৫৪০৮৭	৩৬৩৫৫৩
১৯৮৫	৭৯০৯০৫৯	৩১৭৫৬২১	৯৮১২৩৩	৩৯২৪৯১
১৯৮৬	৮১২০২৮২	৩২৪০১২২	৯৯৫২৭২	৩৯৮১২০

ছক নং ৬ : প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের ১৯৮১ ইং হতে ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন বৎসরের পরিসংখ্যান(১৩ চ)।

বৎসর	বালক	বালিকা	মোট
১৯৮১	২১৬৬৮৭৮	১৬৩৬৪৭২	৩৮০৩৩৫০
১৯৮২	২১৪৫৮৭২	১৬৭৪৩৩০	৩৮২০২০২
১৯৮৩	২১৬৪০১৩	১৬৮৪০৭৫	৩৭৪৮০৮৮
১৯৮৪	২১৭৪৩৯৯	১৭০৭৭৬৬	৩৮৮২১৬৫
১৯৮৫	২২৪৫৭৫৪	১৭৪৮০৭৭	৩৯৯৩১৩১
১৯৮৬	২৩২৬০৫৪	১৭৬৭৯০১	৪০৯৩৯৫৫

(১৩ ঙ) Idem .... Ibid .... P 1.

(১৩ চ) Idem ..... Ibid .... P-2.

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ৫-৭ : ১৯৮৪ ইং এ বাংলাদেশের বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক ছাত্র - ছাত্রীর অনুপাত নিম্নের ছকে দেখানো হলো (১৩ ছ) ।

বিভাগের নাম	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্র - ছাত্রীর সংখ্যা	অনুপাত
ঢাকা বিভাগ	৪৪৯৯০	২৪১১৯৫৭	১ : ৫৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৩৪৮৬	২৩২০৮৫৫	১ : ৫৩
রাজশাহী বিভাগ	৪৩১৮৮	২২৩১৬৫৫	১ : ৫২
খুলনা বিভাগ	৩৬৩২৪	১৯৫৫৮২৫	১ : ৫৪
বাংলাদেশ	১৬৭৯৮৮	৮৯২০২৯২	১ : ৫৩

১৯৮৬ ইং এ প্রথম শিক্ষা গবেষণার উপাত্ত ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক ছাত্র - ছাত্রীর অনুপাত ১ : ৫৫ (১৩ ছ)

১°৫ : শিক্ষা - পরিকল্পনা :- আনন্দের ভিতর দিয়ে জ্ঞান লাভ না করলে সে জ্ঞান চিত্ত - চৈতন্যে কোন গভীর রেখা পাত ও স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। আমাদের দেশের সর্বত্র শিক্ষা লাভের জন্যে প্রয়াস চলছে কিন্তু তার সংগে কোন আনন্দ নেই বলে তা বহুলাংশে ব্যর্থ হতে বাধ্য(১৪) ।

শিক্ষার বহুলাংশ যাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় তার জন্যে শিক্ষককে হতে হবে সর্তক এবং "শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হলে তাকে করতে হবে ক্রিয়া কেন্দ্রিক, খেলাধুলা, বাস্তবরূপ সৃষ্টির কাজ। সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে"। (১৫) শিক্ষা পরিকল্পনা কালে আরেকটি অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে শিক্ষা - মনোবিজ্ঞান ।

(১৩ ছ) Idem . . . . Ibid . . . . PP-2, 3.

(১৪) আ, ন, ম, বজলুর রশীদ - স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষন প্রতিবেদন, পৃ - ১ ।

(১৫) ডঃ শ্রী নিবাস ভট্টাচার্য - আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষন প্রনালী, আলোক পুস্তকালয় ও পুস্তক বিক্রেতা পৃ - ১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১°৬ ঃ শিক্ষা পরিকল্পনা ও মনোবিজ্ঞানঃ- শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার সময় তা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে করা বাঞ্চনীয় কারন সুষ্ঠ শিক্ষা শিশুর মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

Pestalozzi প্রথম উপলব্ধি করেন যে শিশুর মনোভাব পর্যবেক্ষন করে শিক্ষা-পরিকল্পনা করা উচিৎ। কারন মন-সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের উপরেই শিক্ষার কলাকৌশলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। তাই "মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে নিকট সান্নিধ্য লক্ষ্য করে অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানছাড়া আর কিছুই নয়" (১৬ ক)।

"মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে ভাবে আমাদের শিক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারে, তার তিনটি দিক আছে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের বিবিধ সম্পর্কের মোকাবিলা করার প্রয়োজন হয় যথা (১) শিশু শিক্ষা সম্পর্ক (২) শিশু সমাজ সম্পর্ক (৩) শিশু শিক্ষা বিষয় সম্পর্ক। এই বিবিধ সম্পর্কের প্রকৃতির উপর শিশুর সাফল্য নির্ভর করে" (১৬খ)।

"শিশুর মানসিক ক্রিয়া-কলাপ, কি ভাবে সে শিখে বা কি ভাবে তার মনে অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করা যায় তা আমরা যত বেশী জানতে পারব ততই উন্নততর উপায়ে শিশুকে তার পাঠ্য বিষয়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থ হব" (১৬গ)।

১°৭ ভাষা ঃ- প্রথমে পরিচিত শব্দ সমষ্টিকে কেন্দ্র করেই শিশুর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। "They learn new words, particularly names more rapidly than at any other period. They are very interested in the objects of their environment . . . at this period seem to spend their waking life in as continuous and joyous adventure in learning."(১৭)

(১৬ক) ডক্টর মুসলীম হুদা - শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পৃ - ৫।
(১৬খ) Idem . . . Ibid পৃ - ৭।
(১৬গ) Idem . . . . Ibid পৃ - ১৪।
(১৭) A. Pinsent, The prviciples of teaching Methods, george G.HARRAP & Co., Ltd., London, P-37

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি শিশু যাতে পরিচিত শব্দ সমষ্টি অর্থাৎ ভাষা শুদ্ধভাবে শিখতে পারে সে দিকে আমাদের সযত্ন প্রচেষ্টা একান্তই দরকার কারন, "ভাষার যাদুতেই মানুষ সেই হাজার বছর আগে থেকে যা জেনেছে, যা শিখেছে তার সবই পৌঁছে দিয়েছে পরবর্তী কালের মানুষের কাছে – মানুষের সাধনা লব্ধ জ্ঞানের বিষয়গুলো বেঁচে থাকে ভাষার উপর ভর করে"(১৮)। ভাষার যে কি অমিত পারংগমতা আজকের মানব সভ্যতার চরমোৎকর্ষ তার পরিচায়ক ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। সমাজ সৃষ্টি, সভ্যতার উদ্ভব – বিকাশ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে মানুষের ভাষা আবিস্কার। ভাষা হচ্ছে মানুষের হাতিয়ার, তার ঐশ্বর্য"(১৯ক)।

তবে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে কোন ভাষা হওয়া উচিত এ প্রসংগে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বলেন, ভাষা সমস্যার সমাধান স্বয়ং কোরআনেই করিয়া দিতেছে, "ওমা আরছালনা মির্‌রাছুলেন ইল্লা বেলেছানে কাওমেহিলে য়ুবায়্যেনা লাহুম"। ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রচারক ও উপদেষ্টা নিজের জাতিকে মাতৃ ভাষার দ্বারাই ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন। নচেৎ তিনি অন্যের ভাষা অবলম্বন করিলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এই কারনে আল্লাহ তালা প্রত্যেক জাতির নিকট তাহাদের মাতৃভাষা ভাষী নবী দিগকে পাঠাইয়াছেন" (১৯খ)।

১°৮ ঃ শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ- শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান হলো মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে, মানসিক পুষ্টি সাধন হয়। প্রকাশের নৈপুন্যতা ও সৃজনশীলতা অর্জন করে। ভবিষ্যত বংশধরদের সুস্পষ্ট চিন্তার জন্যে মাতৃভাষায় উপযুক্ত শিক্ষাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"মাতৃভাষা জাতির নিজস্ব সম্পদ আবার শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড"। তাই Hachoo বলেন, " The mother tongue occupies a unique position in the school curriculum. (২০ক)

---

(১৮) ডঃ মনজুশ্রী চৌধুরী – দূর শিক্ষনে বি, এড, বংলা – বাইড, ১৯৮৬, মডুল – ১, পৃ-১।
ডঃ হালিম খাতুন
ডঃ বেগম জাহান আরা
(১৯ক) মুসুফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত – আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, পৃ-১।
১৯খ) Idem . . . Ibid
(২০ক) ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী – বাংলা শেখানোর ছিটে ফোটা, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১, শংকর ঘোষলেন, কলিকাতা – ৬, পৃ – ১৩

Dhaka University Institutional Repository

যে সব ছাত্র ছাত্রীগণ মাতৃভাষায় দুর্বল তার কোন শিক্ষাই সম্ভব হয় কারন মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয় ও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ কারনে J. R. Faith বলেছেন, "As a first principle, pin your faith to the mother tongue." (২১ক)

সকল দেশের শিক্ষাবিদ এবং মনস্তাত্ত্বিক গন ও একথা স্বীকার করেন যে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিৎ কারন মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশু তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে পারে।

১.৯ : মাতৃভাষার সংজ্ঞা :- ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ও অন্যান্যদের মতে মাতৃভাষা বলতে আমরা বুঝি " বিশ্বের কোন মানব সমাজে প্রচলিত ও ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের পদ ও শব্দ নিয়ে সেই সমাজের ভাষা গড়ে ওঠে, সেটাই তাদের মাতৃভাষা।

আমাদের বাংলাদেশে সকল ধর্ম-বর্ন-নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে রচিত যে বাংগালী জনসমাজ, এই সমাজে প্রচলিত মুখের কথায় ও লেখার ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সমপদ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা (১৮)। "মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রসংগে বলেন, আমরা বঙ্গদেশ বাসী। আমাদের কথা বার্তায়, ভয়-ভালবাসায়, চিন্তা ভাবনায় ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা" (১৯)।

(২০ক) ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী - বাংলা শেখানোর ছিটে ফোঁটা - বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ ১, শঙ্কর ঘোষলেন - কলিকাতা-৬ পৃঃ - ১১

(১৮) ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী - দূর শিক্ষনে বি, এড, (বাংলা) পৃ- ১৫
ডঃ হালিমা খাতুন প্রঃ বাইড, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা।
ডঃ জাহান আরা

(১৯) মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত - আমাদের মাতৃভাষা - চেতনা ও ভাষা আন্দোলন
প্রকাশনায় : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বংগ বন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১'১০ : বাঙলা ভাষার দুটি রূপ :- " বর্তমানব শিশু আর্ত্র প্রতিভার স্বাদ পায় আর তার বাড়তির সংগে সংগে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে খেলার সাথি কি, আদর আবদারের লোক মা, বাবা, ভাইবোন এবং ঘর ও পরের অন্যান্যদের কাছ থেকে কান ও চোখ খুলে রেখে অনুকরন করে নানা ভুল ভ্রান্তি, একটি বিচ্যুতি গ্রহন, বর্জন ও পরিশোধনের ভেতর দিয়ে ভাষার ব্যবহার শিখে এবং ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সংগে তার অজ্ঞাতসারে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। একটি মানুষের জীবনে ও ভাষার ইতিহাস এমনি গ্রহন বর্জনের দুজ্ঞেয় ইতিহাস"(২১)।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষা পরিবর্তনের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, " সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরন মোচন করতে করতে কখনএক সময় দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহু সংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষা দ্বীপ, পুরনো জামার মত ভাষাটাকে ফেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার ফরমাস দিতে হয় না। মনের গড়নের সংগেই চলেছে তার গড়ন, বাড়নের সংগে তার বাড়" (১২)।

"ভাষার সহিত জীবন গভীর ভাবে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত। ভাষা ব্যক্তি ও গন-মানুষের আশা এবং আকাংখা ও বিচিত্র প্রকাশ ব্যাকুলতার সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলে ; ফলে ভাষার গতি ও আবেদন এবং প্রকাশের বহুমুখী বৈচিত্র ক্রমাগত প্রসারিত হইতে থাকে। তাই ভাষার অবিরাম প্রবাহ মানুষকে অবলম্বন করিয়াই অর্থ, আবেদন ও বৈচিত্রময় হইয়া থাকে" (১৪) ।

---

(২১) মুহাম্মদ আবদুল হাই - ভাষা ও সাহিত্য, ইস্ট বেংগল পাবলিসার্স, ঢাকা ১৩৮৯ পৃ - ৭৯

(১২) মালেক বেগম - বাংলা ভাষার বিকাশে ব্যবহারিক জীবন, প্রকাশনায় - বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৯ সাল, পৃ - ১০

(১৪) আ, ন, ম, বজলুর রশীদ - স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষন, প্রকাশনায় : বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ - ৭

Dhaka University Institutional Repository

"জীবনের বিচিত্র ভাব ও রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তাই জীবনের মতো সাহিত্য এবং তাহার বাহন ভাষা ও বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ লিখিত এবং চলিত ভাষার এই দুই প্রকাশ – রূপের বহু ভিন্নতা আমরা লেখায় ও বচনে প্রত্যক্ষ করি" (১৩)। বাংলা সাহিত্য রচনার ভাষা মূলতঃ ছিল সাধুভাষা"। "সাহিত্যের ভাষা সাধু হলে ও যখন কারো বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সাধুর বদলে চলিত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাই স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বলে বিবেচিত হয়" (১৪)।

সাধু ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহার রক্ষণশীলতা। অর্থাৎ ভাষার এই মার্জিত রীতি একটি কঠিন নিয়মে আবদ্ধ বলিয়া ইহার রূপ সহজে পরিবর্তিত হয় না। সাধু ভাষার রক্ষণশীলতার জন্য দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রজ্ঞাপ্রধান গুরুগম্ভীর বিষয়গুলি এই ক্লাসিক পর্যায়ে রক্ষিত ও উন্নীত হয়। কারন এই সকল বিষয়ের প্রকাশ ও উপস্থাপনে স্বভাবতই কঠিন ও ভাব গম্ভীর শব্দের ব্যবহার হয়। ফলে সাধুরীতির ছাঁদ ও আংগিক আপনা হইতেই আসিয়া যায়।

"চলিত বা কথ্যভাষা মুখের ভাষা বলিয়া অত্যন্ত চটুল, রংগিন ও স্বচ্ছন্দ। তাই সাধু ভাষার সাবলীল গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির জন্যে ইহার জড়তা ও আড়ষ্টতা দূর করিতে কথ্যভাষার চাল একান্ত অপরিহার্য" (১৫)।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় বাংলা ভাষার দুটি রূপ শিক্ষাই অপরিহার্য কিন্তু যেহেতু সাধুভাষার রীতিনীতি কঠিন সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের মাতৃভাষার এই রূপটি শিক্ষাদান করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে এবং তেমন ফলপ্রসু হবে না।

---

(১৪) ডঃ মন্জু শ্রী চৌধুরী – দূর শিক্ষণে বি, এড, (গাইড) পৃ- ১৭
ডঃ হালিমা খাতুন
ডঃ বেগম জাহানারা

(১৫) আ, ন, ম, বজলুর রশীদ – স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ। পৃ - ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের মন থাকে চঞ্চল তাই যা সহজ যা স্বাবলীল তাই তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যা তাদের কাছে মনে হবে আপন অতি কাছের তাকেই সে গ্রহণ করবে অতি সহজে ও তাড়াতাড়ি। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান কথ্য ভাষাতেই হওয়া কাম্য এবং হয়তো সে কারণেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বোর্ডের প্রাথমিক পর্যায়ের বই কথ্য ভাষায় লিখিত।

সকল পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংগে কথ্য বাংলাতে শিক্ষাদান করে থাকেন এবং তা সহজ বোধ্য। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষার কথ্য রূপটি গ্রহন করাই বাঞ্ছনীয়।

১.১১ : বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা :- একটি জাতির ভাগ্যকে উন্নত করতে চাইলে সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায় হচ্ছে শিক্ষা। Indian National council of Education al Research and training (1970) এর রিপোর্টে তাই উল্লেখিত হয়েছে।

"Education as Instrument of change : If this change on a grand scale is to be achieved without violent revolution there is one instrument only, that can be used : EDUCATION .. it is not, however, a magic wand to wave wishes in the existence. It is a difficult instrument whose effective use requires strength of will, dedicated work and sacrifice. But it is a sure and tried instument, which has several other countries well in their struggle for development" (২২)।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও একটি - বাংলাদেশের উন্নয়নকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বর্তমান নাগরিকদের। এ উন্নয়নের প্রথম পর্যায় হচ্ছে ভবিষ্যত নাগরিকদের দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে গড়ে তোলা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে গড়ে/তুলতে হলে আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই নিবদ্ধ করতে হবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রতি।

---

(২২) National Council of Educational Research and Training (1970) - Report of the Education Commission (1964-66).

Dhaka University Institutional Repository

"ভাষাবিদগনের বিশ্বাস, মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জনে এবং জাতীয় সাহিত্যের সংগে যথোচিত পরিচিতির মাধ্যমেই সুষ্ঠ সুনির্ভর দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের ভাব নৈকট্যের জন্য ও মাতৃভাষার দক্ষতা থাকা এবং মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা অপরিহার্য। মাতৃভাষা বাংলাদেশের মানুষের মনুষত্ব লাভের পাথেয় "(২৩)।

সেই পাথেয়কে গ্রহন করতে হলে শৈশবেই গ্রহন করতে হবে। কারণ মানবের শৈশবই হচ্ছে বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। এই বীজ বপন সুষ্ঠ না হলে তা সরস গাছ হয়ে বাড়বে না।

"নবজাত শিশু বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার পরিবার পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী এবং অন্যান্য সংগী সাথীর কাছ থেকে সহজাত অনুকরনের মাধ্যমেই মাতৃভাষায় তার ভাব প্রকাশ করতে শেখে কিন্তু বিত্যাদিনের চাহিদা এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে তার সেই ভাষা সম্পদ সীমাবদ্ধতার গন্ডীতে আবদ্ধ। শিক্ষার্থীর মৌলিক বিত্যাদিনের চাহিদা এবং ব্যবহারিক চিন্তা শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য মাতৃভাষার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্জনশিশুর জীবনে অপরিহার্য "(১৮)।

আমাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে - মাতৃভাষার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্জনযাতে সুষ্ঠুভাবে শুরু হয় - শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুকে যাতে মাতৃভাষার শক্তি, গতি ও সৌনদর্য এবং বৈপুন্যের সংগে পরিচিত করান যায় সে সচেতনার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, রয়েছে গবেষনার অবকাশ।

১.১২ বর্তমান গবেষনার উদ্দেশ্য :- শিক্ষাদান সর্ম্পকে Frank A.Butler মন্তব্য করেন,

"To understand teaching is no easy task, but it must be understood before one becomes a master in the field of instruction, and, before understanding comes, there must be some straight and fundamental reasoning about the essentials of good teaching. Further more, teaching must be founded upon what should be learned and how it is learned. The understanding of the process of learning leads on to discovery of teaching procedures and all teaching activities without that basis become mere routine maneuvers in a chartless sea."(২৪)

---

(২৩) ডঃ মন্জুর শ্রী চৌধুরী - বাংলা শিক্ষা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, সন ১৩৮১, পৃ-৫।

(১৮) ডঃ মন্জুর শ্রী চৌধুরী
ডঃ হালিমা খাতুন - দুর শিক্ষনে বি,এড (বাই) পৃ- ২৯
ডঃ বেগম জাহানারা

(২৪) Frank A. Butler: The improvement of teaching in Secondary schools. The University of Chicago Press, Chicago, Ilinos, 4th Ed.1053,P-10.

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে শিক্ষাবিদগন ইতিপূর্বেই অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতির পথ প্রদর্শন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও একজন শিক্ষককে শিক্ষাদান কালে নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং হওয়াই স্বাভাবিক। " কারন, প্রতি দশ বছরে বা তার চেয়ে ও কম সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের চেহারা ছবিতে কত না আশ্চর্য, অভিনব, নতুনতর পরিবর্তনহচ্ছে। মার্গারেট মিডের মতে, ' Teachers who never heard a radio until they were grown up have to cope with the children who have never known a world without a television".এবং এ কারনেই এ শিক্ষকদের থাকতে হবে দুনিয়ার চিন্তা ধারার সংগে অনবরতই সম্পৃক্ত। তাঁর ভাষায় "to keep abreast of a changing world."(২৫)।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশেই মাতৃভাষা যে ভাবে পাঠশালায় শিক্ষাদান করা হতো সে পদ্ধতির পরিবর্তনঘটেছে। গবেষনার ফলে, চিন্তাধারার পরিবর্তনে, আজকের শিক্ষকের চিন্তা শিশুকে জোর জবরদস্তীতে শিক্ষাদান নয় বরঞ্চ," to help him develop the power to meet new situations by showing him how to use the information he possesses and how to gain other information he may need."(২৬)

"শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক বীজ ও মালীর সম্পর্ক। বীজের পূর্নও সতেজ সম্ভাবনায় আত্ম প্রকাশ নির্ভর করে মালীর সুদক্ষ পরিচর্যার ওপর"। (১৪)

---

(২৫) ডঃ মঞ্জু শ্রী চৌধুরী - সুশিক্ষক, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করন, ১৩৯৩, পৃ - ২৮৭।

(২৬) W.H. Ryburn - The teaching of English -Oxford University Press, Eighth Edition, 1961, P-4.

(১৪) আ, ন, ম, বজলুর রশীদ - স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ, প্রকাশ নায় : বাংলা একাডেমী, ঢাকা - পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থী ছাত্রের মানসিক গঠনের ভিন্নতা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও দেশের আর্থ - সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষককে ও উন্নত শিক্ষাদান কল্পে নিয়তই নিজের মনকে প্রশিক্ষণে রাখতে হয়। সমস্যার প্রেক্ষিতে, সুফলের আশায় গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে কোন নূতন পদ্ধতি, যদি তা সহায়ক হয় তবে তা গ্রহন করা উচিত। এ প্রসংগে W.M. Ryburn বলেন, " There is a tendency to think that, when one has been through a training College's, and has become a trained teacher, nothing more requires to be done .... if we are really keen, we ourselves will be anxious to find out for ourselves new and interesting ways of dealing with our subject. (২৬)

যে কোন বিষয়ের উপর গবেষনাকার্য চালনার সীমারেখা নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদগনের বহু পরীক্ষিত পদ্ধতি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি আর ও কিছুটা সহজতর করা যায় কিনা কিংবা শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আরও কিছুটা নূতনত্ব আনা যায় কিনা সে প্রচেষ্টাই এই গবেষনার মূখ্য উদ্দেশ্য।

---

(২৬) W.M. Ryburn - The teaching of english - Oxford University press, Eighth Edition, 1961, P-7.

383061

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ : পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা :

২.১ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বোর্ডের সুপারিশ :

উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে প্রথম শ্রেণীতে পাঠদানের পূর্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বোর্ডের প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষা - বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতির সুপারিশ সমূহের ভূমিকায় মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"শিশুর মাতৃভাষা তার সমগ্র অস্তিত্বের সংগে সম্পৃক্ত। শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে তার নিজের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে। সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সংগে এ বিকাশ চলতে থাকে অবিচ্ছিন্ন ধারায়।

শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তাকে শুদ্ধ উচ্চারণে ভাষা বলতে, সহজভাবে পড়তে এবং সুন্দরভাবে লিখতে সাহায্য করা, যাতে তার পরিচিত পরিবেশকে সে আরো সহজ ও স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারে।

শৈশব থেকেই মাতৃভাষা ভালভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে শিখলে শিশু যে কোন বিষয় নিজে সহজে বুঝতে পারবে এবং অপরকে ও বুঝাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। মাতৃভাষা ভালভাবে শেখার ফলে ভবিষ্যতে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করা ও তার পক্ষে সহজ হবে।

বাংলাভাষা পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারলে আমাদের শিশুরা তাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারবে এবং নিজের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

গবেষক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বোর্ডের প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ সমূহ উপাত্ত সংগ্রহ কালে স্মরণ রাখে এবং কাজে লাগায়।

-: ২৪ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

২.২ : গবেষনা পদ্ধতি :

গবেষনা উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরীর 'বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি', আ, ন, ম, বজলুর রশীদের 'স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ', মোহাম্মদ আযাহার আলীর 'পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন', ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী ও শ্রী সুন্দর গোপাল ঘোষের 'বাংলা শেখানোর ছিটে ফোঁটা' প্রভৃতি বইয়ে উল্লেখিত পাঠদান পদ্ধতিগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং গবেষনার পদ্ধতি সঠিক করার কাজে সাহায্য গ্রহন করে।

চট্টগ্রামের চারটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান পাঠদানের জন্য বেছে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতার কারনে পদ্ধতির ফলাফলের তারতম্য লক্ষ্য করাই এর উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠান গুলির নাম ও ঠিকানা, ধরন, প্রতিষ্ঠা সাল, মোট ছাত্র সংখ্যা, মোট শ্রেণী সংখ্যা, মোট শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা ছক নং (৮) এ দেখানো হল।

উক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগন গবেষককে প্রাথমিক শ্রেণীর যে কোন একটি শ্রেণীতে পাঠদানের অনুমতি দান করেন। গবেষক চারটি প্রতিষ্ঠানে একই শ্রেণীতে পাঠদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং তা প্রথম শ্রেণী কারন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রথম শ্রেণী থেকে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষা পরিহার করে। কেন করে তাই গবেষকের অনুসন্ধিৎসা। এবং ইংরেজী ভাষার শিক্ষাবিদ W.M. Ryburn এর ও মত 'The lower classes especially are a most stimulating and responsive laboratory where many an experiment may be tried and much practical research work done.' (২৬)।

শিক্ষাবিদগন প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক গবেষনা করেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও প্রতিটি শিক্ষকের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন, সহজীকরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়, নুতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। গবেষক ও তাই চেষ্টা চালিয়েছে কোন প্রক্রিয়ায় শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে শিক্ষা পদ্ধতি সহজ করা যায়।

(২৬) W.M. Ryburn — The teaching of English — Oxford University Press, Eighth Edition, 1961, P-8

ছক নং -৮: যে সব বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানের ধরন।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠা সাল	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট ছাত্র/ সংখ্যা	মোট শ্রেণী সংখ্যা	মন্তব্য
১।	শিশুবাগ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম	কিন্ডার গার্টেন, ব্যক্তি মালিকানা (সরকার অনুমোদিত)	১৯৬৮	১৪ জন	৫৫০	১২	
২।	কুসুম কুমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রাথমিক বিদ্যালয়।	১৯৩৪	১২ জন	৫৫০	১১	
৩।	সরকারী ন্যাশনাল গ্রাইমারী স্কুল, লাভলেইন, চট্টগ্রাম।	" (দুই শিফট)	১৯২০	৮ জন	৬০০	১০ টা	
৪।	কৃষ্ণ চূড়া স্কুল, সাইফুদ্দিন খালেদ রোড, চট্টগ্রাম।	বাংলাদেশ কেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন্স/শাখা দ্বারা পরিচালিত।	১৯৭৭	৯ জন	২০০	৭	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

~~বিশেষ প্রশ্নমালাগুলির বিশ্লেষণে শতকরা হিসাব ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা করা হয়। ছক নং (১১)~~

~~দ্রষ্টব্য।~~

ছক নং - (৯)

'আমার বই - প্রথম ভাগ' হতে পাঠদানের জন্য যে অংশগুলি বেছে নেওয়া হয়।

পাঠ টীকা নং	পৃষ্ঠা নং	পাঠদানের বিষয়	মন্তব্য
পাঠ টীকা - ১	৫	'এখানে কি কি ফুল আছে'	ছবি দেখে উত্তর দান
" -২	৬	'এখানে কি কি ফল আছে'	"
" -৩	৭	' মাছ গুলোর নাম বল'	"
" -৪	৮	' ছবি দেখে নাম বল কোনটি পাখি কোনটি পশু	"
" -৫	১০ ও ১১	'ছড়া'	
" -৬	১১ ও ১২	'ছড়া'	
" -৭	১৫	'আম্মা আর আব্বা, আনু আর আবু'	
" -৮	২২	'ঢাকা বড় শহর --- ।	
" -৯	২৩	' বর্ষা ঋতু ----- ।	
" - ১০	২৯	'নতুন ধান, পাকা তাল, পিঠা, কই,' ইত্যাদি ।	
" - ১১	৩৯	' মা ভাত দাও ' ।	
" -১২	৪৫	'কাক ও কলসি' ।	ছবির সাহায্যে গল্প গঠন ।
" -১৩	৪৭	' ভোর হল - কাজী নজরুল ইসলাম (কবিতা)	
" -১৪ ও ১৫	৪৮	'আমাদের গ্রাম (গদ্য')।	
" -১৬	৪৯	' মামার বাড়ি (কবিতা) জসীম উদ্দীন	
" - ১৭	৫৬	'আমাদের দেশ' আ, ন, ম, বজলুর রশীদ(কবিতা)	
" -১৮	৫৮	'ছুটি' (কবিতা)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
" -১৯	৬২	'জাতীয় পতাকা' (গদ্য)	
" -২০	৬৩	'বাংলা ভাষার গান' (কবিতা)	

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৬ সনের ৫এ প্রসংগে উল্লেখ্য ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সনে ও একই বই পাঠ্য রয়েছে) প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত ও নির্ধারিত মাতৃভাষা বাংলার পাঠ্য বই, 'আমার বই প্রথম ভাগ', গবেষক তার গবেষনার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করে এবং বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভাবে কয়েকবার অধ্যয়ন করে । শ্রেণীর বাংলা ভাষা বিষয়ক শিক্ষকের সংগে আলোচনা করে সমপুর্ন বই থেকে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন অংশ পাঠদানের জন্য প্রথমেই বেছে নেয় । পাঠদানের অংশগুলি ছক নং - (১) এ দেখানো হয়েছে ।

পরবর্তীতে পাঠ্যাংশগুলি পর্যায়ক্রমে - পাঠটিকা প্রস্তুত করে এবং উপযুক্ত প্রদীপন সহযোগে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা হয় । [illegible] ।

এতদসংগে শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকগনের মতামত গ্রহনার্থে এক বিশেষ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয় । অতঃ তত্তাবধায়কের অনুমোদনের পর সাইক্লোস্টাইল করে প্রশ্নমালাটি সাতটি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের মাঝে বিতরন করা হয় । অভিভাবকগনের মধ্যে বিতরনের জন্য প্রধান শিক্ষকগনের নিকট কিছু সংখ্যক প্রশ্নমালা রেখে আসা হয় । [illegible]) ।

-ঃ ২৮ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

২°৩ ঃ বর্তমান গবেষণার সীমা বদ্ধতা ঃ-

গবেষণা বিষয়ের যে প্রস্তাবনা মনোনয়নের জন্য দেওয়া হয়েছিল তার পরিধি কিছুটা বিস্তারিত ছিল কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ ইং ও ১৯৮৬-৮৭ ইং শিক্ষাবর্ষের এম, এড থিসিস ভিত্তিক প্রার্থীদের সময় সীমিত করনের কারনে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক গনের পরামর্শে গবেষণা বিষয়ের সীমা কিছুটা সংক্ষেপ করা হলো এবং গবেষনা পদ্ধতি ও কিছুটা পরিবর্তিত করা হলো।

এই গবেষনা মুলতঃ বাংলাদেশের শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকবে। প্রাথমিক স্তর বলতে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বোঝায়। কিন্তু গবেষণাপত্র তৈরী কালীন সময়ে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় সমুহে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠদান পিছিয়ে পরাতে, বিদ্যালয় সমুহের প্রধান শিক্ষকগন গবেষণা পদ্ধতির নিরীক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শ্রেণীতেই চালাতে অনুমতি দান করেন।

"এই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষনা বিষয়ের নিরীক্ষার ফলাফল তুলনা করার সুবিধার্থে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গবেষক নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীতেই নিরীক্ষা চালায় তা হলো "প্রথম শ্রেণী"।

গবেষক চট্টগ্রাম শহরের চারটি বিভিন্ন প্রশাসনিক আওতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাত্ত সংগ্রহের কারনে পাঠদানের জন্য বেছে নেয়, যাতে ফলাফলের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা সুবিধা জনক হয়। কিন্তু চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পদ্ধতির নিরীক্ষা চালানোর কতকগুলো সীমাবদ্ধতা একই প্রকার ছিল যথা ঃ- শ্রেণীকক্ষ সমুহের অসামঞ্জস্যতা, চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির কক্ষ সমুহ লম্বা হলঘরকে হার্ড বোর্ডের ব্যবধকের সাহায্যে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠান দু'টোর অবস্থাও তদ্রুপ। এর ফলে পার্শ্ববর্তী শ্রেণীসমূহের আলাপ আলোচনা ও ছাত্র ছাত্রীদের হৈ চৈ পাঠদানকালে মাঝে মাঝে উপযুক্ত মনোযোগ আকর্ষনে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

-ঃ ২৯ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-ছাত্রীদের শুদ্ধ উচ্চারন চর্চা করানো কালে কিংবা কবিতা আবৃত্তি কালে পার্শ্ববর্তী শ্রেণী সমুহেও নিশ্চয় উপযুক্ত পাঠদান পরিবেশ বিঘ্নিত হতো কারন পার্শ্ববর্তী শ্রেণী সমুহের ছাত্রছাত্রীরা উৎসুক হয়ে উকি ঝুঁকি মারার প্রচেষ্টা চালাতো ।

ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শ্রেণী কক্ষের অপরিসরতা এবং উপযুক্ত আসবাব পত্রের অভাব শ্রেণীকক্ষের আদর্শ পরিবেশ রক্ষার অন্তরায় ছিল ।

উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবহার বিঘ্ন : পাঠদান আনন্দদায়ক করার জন্য নানাবিদ প্রদীপন ব্যবহার করা হয় । নানাবিধ ছবি, ছক, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার কালে যেহেতু পার্শ্ববর্তী শ্রেণী সমুহের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান নেই সেহেতু পার্শ্ববর্তী শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো এবং তাদের উৎসুক্য নিবারন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হতো । তা সত্বে ও রঙীন ছবি, ছক এবং নানাবিধ মডেল পাঠদান কালে প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা হয় । রঙীন চকের সাহায্যে বোর্ডে বাক্য গঠন করে ছবি এঁকে পাঠদান কালে দেখানো হয় ।

Audio-Cassette এর সাহায্যে উচ্চারন শুদ্ধি ও সুন্দর আবৃত্তি শেখানো সহজ ।
Video cassette এর শিক্ষামুলক Cassette যদিও সহজ প্রাপ্য নয় তবুও কয়েকটি উপযুক্ত ক্যাসেট ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশ্চয় সহায়ক হতো কারন Video-Cassette এর বিষয় বয়স্কদের মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করে, শিশুদের মনে রেখাপাত নিশ্চয় আরো গভীর হতো । কিন্তু শ্রেণীকক্ষের অসুবিধার কারনে Audio-Cassette এর ব্যবহার কিছু করা সম্ভবপর হলেও Video-Cassette এর ব্যবহার একেবারেই সম্ভবপর হয়নি । দেশের সোনযোগপূর্ন পরিস্থিতির কারনে নিয়মিত পাঠদান সম্ভব হয়নি এবং মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হারও কম থাকতো । এ সব কারনে অনেক সময় আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি ।

উপরোক্ত সীমা বদ্ধাবলী এবং আরো অনেক বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও চারটি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক গনের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অকুন্ঠ সহযোগিতায় গবেষক উপাত্ত সংগ্রহে সক্ষম হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩°০ উপাত্ত সংগ্রহ, ফলাফল ও বিশ্লেষণ ঃ

৩°১ উপাত্ত সংগ্রহ ঃ

শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষিকার আন্তরিকতা, দূরদর্শিতা এবং অবস্থা বিশেষে নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বনের উপর। শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল কথা - আনন্দ, আনন্দের মাঝে যদি শিক্ষণ না হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট তা চিত্তাকর্ষক বা গ্রহণ যোগ্য হয় না।

শিক্ষাদানকে আনন্দ দায়ক করতে হলে শিক্ষকের সাধ্যানুযায়ী শ্রেণীর পরিবেশ মনোরম রাখতে হবে এবং পাঠ বিষয়ে সহায়ক চিত্তাকর্ষক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

" আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষাদানে শ্রোতব্য-দৃশ্য উপকরণ(Audio - Visual Aids) ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রাথমিক শ্রেণীর বিষয় শিক্ষাদানে প্রদীপনের ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার আনন্দ ও আগ্রহের ভিত্তি রচনায় প্রদীপন এ পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে " (২৫)।

মাতৃভাষা ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র জীবন ভিত্তিক সকল বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদান কালে যা কিছু সহজ, সুন্দর, দৃশ্যমান, সে সব বিষয় নিয়ে বাক্য গঠনের মাধ্যমে মাতৃভাষার শিক্ষা শুরু হওয়া সঙ্গত।

---

(২৫) ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী - সুশিক্ষক (দ্বিতীয় সংস্করণ) বাংলা একাডেমী, ১৩৯০ - পৃঃ২১০

-ঃ ৩১ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

তাই গবেষক 'আমার বই' (প্রথম ভাগ) এর পাঠদান কালে, প্রথম দিকের ফুল, ফল পশুপাখী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং নানারকম তাজা ফুল, ফল, মডেল, রঙীন ছবি ও চার্টের ব্যবহার করে।

ছক নং - ৯ : অনুযায়ী আমার বই (প্রথম ভাগ) এর ৫ নং পৃষ্ঠা হতে ৮ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলাদেশের ফুল, ফল, মাছ, পশু পাখি ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষক পাঠ টীকার মাধ্যমে বিদ্যালয় গুলিতে পাঠদান করে। পাঠদান কালে লক্ষ্য করা হয় যে বই এর সাদা কালো ছবি দেখে প্রায় শিক্ষার্থীই ফুল, ফল, মাছ ও পশুপাখি কোনটার কি রং বলতে পারেনা। কিন্তু তাজা ফুল, ফল, মডেল ও রঙীন ছবি দেখানোর পর প্রায় শিক্ষার্থীই সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়।

সাদা কালোর চেয়ে রঙীন ছবি শিশুদের মনে কতটুকু দাগ কাটে নিরীক্ষার কারণে, এক দিকে ফুল গুলোর নাম সাজিয়ে অপর দিকে ফুলের রংগুলো ওলোট পালট করে দিয়ে বাক্য গঠন করতে দেওয়া হয়। ব্যবহৃত ছকের নমুনা (ছক নং - ১০) সংযোজন করা হলো।

এ ভাবে বাংলাদেশের ফুল, ফল, মাছ ও পশু পাখি সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। বাংলাদেশের ফুল, ফল, মাছ ও পশু পাখি সম্পর্কে আলোচনা কালে লক্ষ্য করা হয় যে প্রায় শিক্ষার্থীই জাতীয় ফুলের নাম জানলেও, জাতীয় ফল, জাতীয় মাছ, জাতীয় পাখি ও পশুর নাম জানে না। উক্ত বিষয়ে পাঠদান কালে আলোচনা করলে, পাঠ সম্পর্কিত অতিরিক্ত জ্ঞান শিশুরা উৎসাহের সংগে গ্রহন করে।

পাঠ টীকা নং ৫ ও ৬ এ ছড়া সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। সকল শিক্ষার্থীরই ছড়াগুলো মুখস্থ কিন্তু উচ্চারন ও ছন্দ জ্ঞান সঠিক নয়। উচ্চারন ও ছন্দ জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে না দিলে পরবর্তীতে তা ঠিক করা কষ্ট সাপেক্ষ। এ কারনে গবেষক ৫ ও ৬ নং পাঠ দু'দিনের পরিবর্তে চারদিন দান করে শিক্ষার্থীদের উচ্চারন অশুদ্ধি ও ছন্দজ্ঞান ঠিক করতে প্রচেষ্টা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

চেক নং: ১৩

আমার নামঃ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
প্রতি ঘর থেকে একটি করে শব্দ নিয়ে তিনটি বাক্য লিখ

শাপলা জবা গাঁদা	ফুল	হলুদ লাল সাদা

6

১।

২।

৩।

Dhaka University Institutional Repository

"যে বয়সে শিশু বিদ্যালয়ে আসে, পরিবেশ ও প্রয়োজনে সে তখন বাক্যের ব্যবহার কিছুটা আয়ত্ত করেই আসে। বাক্যকে কেন্দ্র করেই ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবহারিক পদ্ধতি এজন্যই যুক্তিযুক্ত"(২৩)।

১৫ নং পৃষ্ঠার 'আমা আর আব্বা। আনু আর আবু'। বাক্য - গঠন বিষয়ে পাঠ-দান কালে শিক্ষার্থীগনের নিজস্ব পারিবারিক বিষয়ে বাক্য গঠন শিক্ষাদান করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত বোধ করে।

পৃষ্ঠা নং ২২এ 'ঢাকা বড় শহর' বিষয়টির উপর পাঠদান কালে অনুসন্ধান করে দেখা হয় - বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী বিশেষত : প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির শিক্ষার্থীগন বাংলাদেশের রাজধানী যে ঢাকা সে সম্পর্কে অজ্ঞ। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, এসব শিশুরা ঢাকা কিংবা চিড়িয়া খানা দেখেনি তারা ঢাকা কিংবা ঢাকায় অবস্থিত শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনায় আগ্রহী নয়। তাদের অমনোযোগীতার কারন অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে তারা ঢাকা কিংবা চিড়িয়াখানায় গেলে কি কি দেখতে পারে তা আলোচনা করলে শিশুগন মনোযোগী হয়। বোর্ডে রঙীন চক ব্যবহার করে ছবি আঁকলে, বাক্য রচনা করলে শিশুরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে। এমন কি বোর্ডে এসে বাক্য রচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

রঙীন ছক ব্যবহারের পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারনে ফলাফলের তারতম্য ঘটে। পাঠদান বিষয়ের সংগে যুক্ত রঙীন ছবি সামঞ্জস্য পূর্ণ রঙীন চকের সাহায্যে এঁকে দেখালে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত বোধ করে। আবার বাক্য - গঠন কালে বোর্ডে বিভিন্ন রং এর চক ব্যবহার করলে কিংবা চার্ট করলে শিক্ষার্থীগন আনন্দিত হয়। আর ও লক্ষ্য করা হয় যে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটিকে একই রং দিয়ে লিখে বাক্যের অন্যান্য শব্দ গুলিতে অন্য রং ব্যবহার করলেও ফলাফল ভালো হয়। ছক নং -১১ এ রঙীন চক এবং কলম দিয়ে লেখা দু একটি বাক্যের নমুনা দেখানো হলো।

কি ভাবে আমাদের কথা গুলি বাক্যরূপে লিখিত হয় (বাক্যগুলি অবশ্যই সহজ হতে হবে)। বাক্যগুলি শব্দাবলী দ্বারা গঠিত আবার শব্দাবলী গুলি বর্ণদ্বারা গঠিত হয় রঙীন ছক, রঙীন কলমের সাহায্যে তাদিবে বোঝানো সহজ। ছক নং - ১১

---

(২৩) ডঃ মঞ্জু শ্রী চৌধুরী - বাংলা শিক্ষন পদ্ধতি-বাংলা একাডেমী, ১৩৮৯ পৃঃ-২১

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ১১ :

ঢাকা বড় শহর।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।

ঢাকায় চিড়িয়াখানা আছে।

ঢাকায় শিশু পার্ক আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩১ পৃষ্ঠা ১১ নং পাঠ – ঢাকা পর্য্যন্ত পাঠদানের পরে শিক্ষার্থীদের বাক্য গঠন ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় এবং এ জন্য ছক নং ১২ ব্যবহার করা হয়।

৪৫ পৃষ্ঠার ১২ নং পাঠ – টীকায় কাক কলসি গল্পটি গঠন করতে সাহায্য করলে শিক্ষার্থীগণ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে। ([illegible] ছবি ও জাতীয় পতাকার ছবির পাশে [illegible] করা হয়)।

৪৮ পৃষ্ঠার 'আমাদের গ্রাম' বিষয়ে ২ দিন পাঠদান করা হয়। প্রথম দিন স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি ব্যবহার করে এবং ছবির উপর ভিত্তি করে গ্রাম সম্পর্কে এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরবর্তী দিন নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে তিনটি বাক্য রচনা করতে দিয়ে – রচনা ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। গ্রামের ছবিটির ছোট আকারের নমুনা সংযুক্ত করা হলো পৃঃ নং–

৪৭ ও ৪৯ পৃষ্ঠার কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'ভোর হল' এবং জসীম উদ্দিন বিরচিত 'মামার বাড়ি' কবিতা দু'টি পাঠদান কালে লক্ষ্য করা হয় যে 'মামার বাড়ি' কবিতাটি পাঠদান কালে শিশুরা অত্যন্ত উৎসাহ দেখায় – সমস্বরে সকলে পড়তে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন কবিতাটি তুলনা মূলক ভাবে শিশুদের বেশী পছন্দনীয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালালে দেখা যায় 'মামার বাড়ি' কবিতাটি শিশুদের কাছে বেশী আবেদনশীল।

৬২ পৃষ্ঠার 'জাতীয় পতাকা' বিষয়ে পাঠদান কালে জাতীয় পতাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। স্বহস্তে অঙ্কিত রঙীন ছবি ব্যবহার করা হয়। ছবির ফটোকপি সংযোজন করা হলো পৃষ্ঠা নং –/।

৬৩ পৃষ্ঠার 'বাংলা ভাষার গান' কবিতাটি বিষয়ে পাঠদান কালে – ভাষা আন্দোলন এবং পরাবর্তীতে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস গল্পাকারে সহজ ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়। পাঠদান আনন্দদায়ক করার জন্য বোর্ডে রঙীন চক দিয়ে শহীদ মিনারের ছবি আঁকা হয়।

এ ভাবে সম্পূর্ন বই এর উপর ভিত্তি করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রথম শ্রেণীর মাতৃভাষার পাঠ্যবই প্রথম ভাগ (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত)। সমগ্র বইটির উপর ভিত্তি করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, সেহেতু বইটি অতীসন্দর্ভ এর সহিত সংযোজন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আমার নাম ঃ

নীচের ছক দেখ এবং
প্রতি ঘর থেকে একটি করে শব্দ নিয়ে চারটি বাক্য লিখ

আমার	লাল কাল নতুন	ছাতা কলম বই	আন

১।

২।

৩।

৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠদান কালের সময় সীমা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য চট্টগ্রামের যে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়, সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাগনের নিকট হতে যে প্রত্যায়ন পত্র গ্রহন করা হয় সে প্রত্যায়ন পত্র গুলির ফটোকপি সংযুক্ত করা হলো ।

গবেষক পাঠদান পদ্ধতির যৌক্তিকতা কতখানী, তার মূল্যায়ন করার জন্য গবেষনা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে যে বিশেষ প্রশ্নমালা গুলি সাতটি বিদ্যালয় বিতরণ করা হয়, তা ১৫ দিন পর আহরণ করা হয় । একটি বিদ্যালয় প্রশ্নমালাগুলি হারিয়ে ফেলে । যে ছয়টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ প্রশ্নমালাটির উত্তর দান করেন , সে সব প্রতিষ্ঠান গুলো হলো :

(১) কুসুম কুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
(২) সরকারী ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল ।
(৩) কৃষ্ণ-চূড়া স্কুল ।
(৪) সেন্ট মেরীস স্কুল ।
(৫) শিশুবাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুল ।
(৬) ডঃ খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ।

ছয়টি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষকগণ হতে ৫৩ কপি প্রশ্নমালার উত্তর পাওয়া যায় । বিদ্যালয় সমূহের সংগে অভিভাবকগনের সরাসরি সংযোগ কমে যাওয়াতে (দেশের দুর্যোগপূর্ন পরিস্থিতির কারনে) তদোপরি উত্তর দাতা অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম স্নাতক) নির্দিষ্ট করে দেওয়াতে - কম সংখ্যক অভিভাবকের মতামত পাওয়া যায় ।

বিশেষ প্রশ্নমালাগুলি হতে প্রাপ্ত তথ্য শতাংশে দেখানো হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ : ফলাফল ও উপাত্ত বিশ্লেষণ :

(১) গবেষক প্রায় একই সংগে কুসুম কুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শিশুবাগ কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষাদান শুরু করে। দু'টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার আচরণ, মনোযোগ এবং উত্তর দানে বেশ তারতম্য দেখা যায় "শিশুকে বুঝতে হলে তার গৃহ - পরিবেশ, আর্থ সামমাজিক অবস্থা, নৈতিকতার পরিমাপ, পিতৃ-পেশা এবং মাতৃ-পেশা, পিতামাতার পরিচর্যা ইত্যাদি তথ্য জানলে শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিশিশুকে শিক্ষাদান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন অর্থবহ হতে পারে"। (২৮) গবেষক তাই প্রধান শিক্ষকগণ, শ্রেণী শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীদের সংগে আলোচনা করে, শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। শিক্ষার্থীদের গৃহের আর্থ সামাজিক পরিবেশ জানার পর ব্যক্তিশিক্ষার্থীর শিক্ষোপকরনের অভাব, পাঠে-অনীহা, হীনমণ্যতার কারন উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার মান বাড়াতে সাহায্য করা সহজ হয়।

(২) এ অনুসন্ধানের ফলে আরেকটি তথ্য প্রকাশ পায় যে ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা প্রায়ই কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে নিম্ন মধ্য বিত্তের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী। ছক নং- ১৩ এ চারটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক পর্যায় দেখানো হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৪১ দ্রষ্টব্য)।

(৩) বিদ্যালয়ের অবস্থানের উপর ও শিক্ষার্থীদের সামাজিক পর্যায় নির্ভর করে। যথা কুসুম কুমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি, চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় এতদসত্ত্বেও যেহেতু 'শিশুবাগ' কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়টি ঠিক বিপরীতেই অবস্থিত সেখানেই আশে পাশের উন্নত সামাজিক পর্যায়ের শিশুগন শিক্ষার্থী। অন্যদিকে ন্যাশনাল প্রাইমারী বিদ্যালয়ের আশে পাশে আর কোন প্রাথমিক কিংবা কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় না থাকাতে শিক্ষার্থীরা মিশ্র শ্রেণীর। ছক নং-১২ ১৩ (পৃষ্ঠা নং ৪১ দ্রষ্টব্য)

(৪) পাঠদান কালে শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছড়া আবৃত্তি করালে দেখা যায় তারা সকলেই মুখস্থ বলেত পারে কিন্তু আবৃত্তি করতে দিলে ছন্দ ঠিক রেখে আবৃত্তি করতে পারে না এবং উচ্চারণ অশুদ্ধি অত্যন্ত বেশী। স্বল্প প্রাণ- মহাপ্রাণ ধ্বনির মিশ্রন এবং আনুসাংগিক উচ্চরণে অশুদ্ধি বেশী ধরা পড়ে। কিছু অশুদ্ধি নমুনা ছক নং - ১৪ এ দেখানো হলো (৪২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

---

(২৮) ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী - শিশু মনোবিজ্ঞানের কথা, বাংলা একাডেমী, ১৩৯২, পৃঃ -৮১

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং - ১৩

বিদ্যালয় সমূহের ধরন ও প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামাজিক পর্যায় ও আচরন।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বিদ্যালয়ের ধরন	শিক্ষার্থীদের সামাজিক পর্যায়				মোট শিক্ষার্থী	আচরন ভালো	আচরন খারাপ	অনুপস্থিত
			নিম্ন বিত্ত	উচ্চ বিত্ত	বিত্তহীন	যাদের অবস্থা জানা যায়নি				
১।	শিশুবাগ, চট্টগ্রাম	কিন্ডার গার্টেন, ব্যক্তি মালিকানা	৪	৩০	১০	৬	৫০	৪৬	২	২
২।	কুসুম কুমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	প্রাথমিক পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রনাধীন, প্রাথমিক বিদ্যালয়।	২৪	১৯	২	৭	৪২	৩৪	২	৬
৩।	সরকারী ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল, চট্টগ্রাম	প্রাথমিক পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়।	২৬	১০	৩	৪	৪৩	৩৮	২	৩
৪।	কৃষ্ণ চূড়া	বাংলাদেশ কেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন্স, চট্টগ্রাম শাখা দ্বারা পরিচালিত	-	১২	৫	২	১৭	১৭	-	-

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের স্থায়ী ঠিকানা অনুসন্ধান করে লক্ষ করা হয় চট্টগ্রাম এবং সিলেট জেলার শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অশুদ্ধি বেশী। আবার অনেক শিক্ষার্থী যাদের বাড়ীতে কথ্য বাংলার চর্চা আছে তারা চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটের হলেও শুদ্ধ উচ্চারণ করতে সক্ষম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবই এর মূল কারণ। শিক্ষার্থীদের কতজন বাড়ীতে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এবং কতজন কথ্য বাংলায় কথা বলে তা জানা যায়নি কারণ শিশুরা এ সম্পর্কে আলোচনা করতে অনীহা প্রকাশ করে।

ছক নং - ১৪ : অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ বর্ণের এবং চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) উচ্চারণের ভুল।

ক্রমিক নং	পাঠ্যবই এ লিখিত শব্দাবলী	প্রাপ্ত উচ্চারণ (শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অশুদ্ধতা)
১।	ভাত	বাত
২।	ঘর	গর
৩।	খাই	কাই
৪।	ঘুম	গুম
৫।	মেঘলা	মেগলা
৬।	দুধ	দুদ
৭।	ভোঁদর	বোদর
৮।	ঝাঁঝর	জাঝর

শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের আঞ্চলিক ভাষায় আলোচনা ও উচ্চারণ অশুদ্ধির আরেকটি কারণ। তুলনামূলকভাবে কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় দু'টিতে উচ্চারণ অশুদ্ধি কম পাওয়া গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির মধ্যে কুসুম কুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অশুদ্ধি বেশী লক্ষ করা গেছে। এখানে প্রায় সকল শিক্ষার্থীগন বেশীর ভাগ সময় শ্রেণীতে আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলে থাকে।

-: ৪৩ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের সংগে ঘরে এবং বিশেষতঃ শ্রেণীতে আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ কথ্য বাংলায় আলোচনা করলে এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রচেষ্টা চালালে ভাল ফল লাভ করা সম্ভব। কারণ গবেষক যখন ছড়াগুলি শিক্ষার্থীদের দিয়ে পর পর কয়েকদিন আবৃত্তি করায় ভুল উচ্চারণ গুলি শুধরে দিয়ে বার বার উচ্চারণ করায় তাতে শিক্ষার্থীদের ছন্দ - জ্ঞান এবং শুদ্ধ উচ্চারণ জ্ঞানের উন্নতি হয়।

উচ্চারণ অশুদ্ধি জনিত কারনে স্বরব পাঠে শিক্ষার্থীদের অনীহা প্রকাশ পায়। বর্তমান বাজারে প্রাপ্ত ছড়ার ক্যাসেট গুলি বাজিয়ে শোনালে, বই এর গদ্যাংশ বারে বারে পড়তে দিলে শিক্ষার্থীদের জড়তা অনেক খানি কেটে যায়।

(৫) রং এর বৈচিত্র্য কারনা ভালো লাগে, শিশুদের তো বটেই। আমার বই এর প্রথম দিকে যে সব ফুল, ফলের ছবি ও অন্যান্য ছবি সাদা কালোতে আছে। সে গুলির রঙীন ছবি পাঠ উপকরন হিসাবে পাঠদান কালে ব্যবহার করলে শিশুরা আনন্দিত হয় এবং ফুলের সঠিক রং নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

পাঠ বিষয়ে দু'একটি সহজ চিত্র রঙীন চকের সাহায্যে এঁকে দেখালে শিক্ষার্থীগণ উৎসাহিত বোধ করে। অনেক শিশু বোর্ডে ছবি আঁকতে আগ্রহ ও প্রকাশ করে।

আনন্দের মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষনের জন্য প্রয়োজন বোধে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ বিষয় সম্পর্কিত ছবি বাড়ী থেকে এঁকে আনতে বললে শিশুরা অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে এবং পাঠ বিষয়ে ও যে মনোযোগী হয় তা উপলব্ধি করা যায়, কারণ পাঠের সঠিক উত্তরের হার বেড়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের আঁকা দু'একটি ভালো ছবি শ্রেণী কক্ষে ঝোলানোর ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীগণ উৎসাহিত বোধ করে এবং শ্রেণীকক্ষেরও শোভা বর্দ্ধন হয়।

(৬) প্রথম শ্রেণীর শিশুদের বাক্যালাপের স্ফুরণ সূত্রঃ স্ফূর্ত কিছু নির্দিষ্ট শব্দাবলী দিয়ে বাক্য গঠন ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়াস সাধ্য ব্যাপার।

-: ৪৪ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের প্রথমে মৌখিক বাক্য গঠন করার অভ্যাস গঠন করিয়ে পরে লিখতে দিলে ফলাফল ভালো হয়। ছক নং ১০ ও ১২ দ্বারা বাক্য গঠনের ফলাফল ছক নং ১৫/এ দেখানো হলো। অবশ্য মৌখিক বাক্য গঠন যত সহজে পারে, লিখতে দিলে তা সহজ সাধ্য হয় না। বানান অশুদ্ধি বেশী ধরা পরে।

বানান অশুদ্ধির কারণ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রায় শিশুই যে উচ্চারনে কথা বলে তাই বানান করে। " ভাষা পরিবর্তনশীল ভাষার রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে তার উচ্চারণ ভঙ্গী পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ভাষার লেখারূপের তুলনায় কথারূপ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই ভাষার বানান ও উচ্চারণে প্রায়ই ক্রমিগত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় একই শব্দের বিভিন্ন রকম উচ্চারণ হয়। ফলে কোন উচ্চারণটি সঠিক তা নতুন শিক্ষার্থীদের পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন ভাষা সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে লিখতে গেলে কিংবা লেখাতে গেলে তার সঠিক উচ্চারণ জানা বাঞ্ছনীয় (২৯)। তাই শব্দের কথা ও লেখ্য রূপের বৈষম্যের তুলনা করে বারংবার চর্চ্চা করালে বানান অশুদ্ধি দূর করা সম্ভব। এ জন্য অভিভাবক বিশেষতঃ শিক্ষকের যত্ন অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি অশুদ্ধ বানান অনেকবার লিখতে দিলে ও অশুদ্ধি দূর করা সম্ভব।

প্রাথমিক স্তরে মৌখিক পাঠের সংগে বানান এবং লেখার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলে শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষা ত্বরান্বিত হয়।

(৭) শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে পারঙ্গমতা এবং অপারগতার কারণ চিহ্নিত করার প্রয়োজনে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সব শিক্ষার্থীর, অভিভাবক গৃহে তাদের সন্তানদের পাঠ বিষয়ে সহায়তা করেন, তারা শ্রেণীতে এগিয়ে থাকে। যাদের গৃহে গৃহ -শিক্ষক সহায়তা করে থাকে, তাদের মান আরো নিম্ন এবং যাদের গৃহে কেউই সহায়তা করেনা কিংবা করার মত সামর্থ নেই তাদের মান নিম্নতম। চারটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতজন মা, কতজন বাবা এবং কতজন গৃহ-শিক্ষকের সহায়তা লাভ করে তা ছক নং (১৬) এ দেখানো হলো। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির কারণ হেতু তাদের কে সহায়তা করে জানা যায়নি। তবে লক্ষ্য করা গেছে যে

---

(১৬) ডক্টর মুসলিম হুদা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ৯ম পৃঃ ১২৭

লিখিত

ছক নং – ১৫ : ছাত্র-ছাত্রীদের ছক দেখে/বাক্য গঠনের ...

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বিদ্যালয় সমূহের নাম	বিদ্যালয়ের ধরন	মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা	উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	পাঠ-বিষয়	বাক্য গঠনে উন্নত মানের	শতকরা হার	বাক্য গঠনে মধ্যম মানের	নিকটতম শতকরা হার	বাক্য গঠনে মোটামুটি মানের	নিকটতম শতকরা হার	বাক্য গঠনে	শতকরা
১।	শিশু বাগ, চট্টগ্রাম।	কিন্ডার গার্টেন	৫০	৪১	ছক দেখে ফলের সঠিক রং নির্ণয় করে বাক্য-গঠন (১নং ছক)	৪	১০%	২০	৪৯%	১৩	৩১%	৪	১০%
	" "	(ব্যক্তি মালিকানা)	৫০	৪০	ছক দেখে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাক্য গঠন (২নং ছক)	৬	১৫%	২২	৫৫%	১০	২৫%	২	৫%
২।	ফুষঙ-চূড়া, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনি-ভার্সিটি উইমেন্স,	১৭	১৫	১ নং ছক	৫	৩৩%	৭	৪৭%	২	১৩%	১	৭%
	" "	চট্টগ্রাম শাখা দ্বারা পরিচালিত	১৭	১৪	২ নং ছক	৬	৪৩%	৭	৫০%	১	৭%	-	-
৩।	কুসুম কুমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়,	প্রাথমিক পরি-দপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন	৪২	২৪	১ নং ছক	১	৪%	১০	৪২%	৭	২৯%	৬	২৫%
	চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২	২২	২ নং ছক	২	৯%	১০	৪৫%	৬	২৭%	৪	১৮%
৪।	সরকারী ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল,	প্রাথমিক পরি-দপ্তর নিয়ন্ত্রনা-ধীন।	৪৩	৩১	১ নং ছক	১	৩%	১১	৩৫%	৭	২৩%	২২	৩১%
	চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক বিদ্যা-লয়।	৪৩	২৯	২ নং ছক	৬	২১%	৬	২১%	১০	৩৪%	৭	২৪%

-: ৪৬ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং - ১৬ :

শিক্ষার্থীগণ বাড়ীতে যাদের সাহায্যে পাঠ শিক্ষা লাভ করে

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর সামাজিক মান	শিক্ষার্থীদের গৃহে যারা পাঠ শিক্ষা লাভে সাহায্য করেন			যাদের অবস্থা জানা যায়নি।	মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা
			মা	বাবা	গৃহ-শিক্ষক		
১।	শিশু বাগ, চট্টগ্রাম	উচ্চ মধ্য বিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান	২৫	৫	১৪	৬	৫০
২।	সরকারী ন্যাশনাল প্রাইমারী, স্কুল।	মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত।	১৯	৮	১০	৬	৪৩
৩।	কুসুম কুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত	১০	১০	১২	৮	৪২
৪।	কৃষ্ণ - চূড়া	বিজ্ঞান ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত।	৮	২	৭	-	১৭

-: ৪৭ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমানের শিক্ষার্থীদের পাঠবিষয়ে আগ্রহী করা সম্ভব যদি বিদ্যালয়ে সযত্ন ও সস্নেহ পরিচর্যায় শিক্ষাদান করা হয়।

"বিভিন্ন পরিবারের আবেগময় আবহাওয়া তাদের ছেলে মেয়েদের দৃষ্টিভংগী। আবেগ, চিন্তাধারা এবং সাধারন আচরনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়"। তাই ব্যক্তি শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থ-সামাজিক পর্যায় এবং যদি কোন পরিবারিক সমস্যাবলী থাকে তা মনে রেখে শিক্ষার্থীর প্রতি সস্নেহ মনোভাব পোষণ করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষানুরাগ নিশ্চিত উন্নত হয়। কারণ দেখা যায়, পাঠদানের প্রথম দিকে যে সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোন উত্তর বের করা সম্ভব হয়নি, পরবর্তীতে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে তারা বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

(৮) প্রথম শ্রেণীতে শিশু যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে আসে তার মন তখন নূতন পরিবেশে থাকে সংশয়পূর্ণ। সংশয় দূর করে সহজ হতে সহায়তা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই সস্নেহ পরিচর্যার মাধ্যমে পাঠ শুরু করে পাঠকে শিক্ষার্থীদের পরিবার সর্ম্পকীয় বিষয়ের সংগে সংযোজন করলে শিক্ষার্থীগন আগ্রহী হয়। যথা 'আমার বই' এর ১৫ পৃষ্ঠায় আম্মা আর আব্বা, আম্মু আর আব্বু, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথমে অর্থহীন মনে হয়েছে। যখন পরিবার সর্ম্পকে আলোচনা করে তাদের আম্মা ও আব্বা কিংবা বাবা ও মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে মৌখিক বাক্য - গঠন করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী পাঠদান কালে মা, বাবা, ভাই বোন নিয়ে ইচ্ছামত বাক্য-গঠন করে লিখতে বললে অত্যন্ত সুন্দর উত্তরাবলী পাওয়া যায়। যদিও বাক্যগুলি কিছুটা বানান অশুদ্ধিতে দুষ্ট ছিল।

(৯) সামাজিক পরিবেশ সর্ম্পকিত পাঠ বিষয় যে আনন্দের উদ্রেক করে তা কাজী নজরুল ইসলামের 'তোর হলো' কবিতাটির সংগে জসীম উদ্দীনের 'মামার বাড়ী' কবিতাটির সংগে তুলনা করলে বোঝাযায়। নির্বাচিত চারটি প্রতিষ্ঠানের ৯৫% শিক্ষার্থীরাই 'মামার বাড়ী' কবিতাটি পছন্দ। 'কেন পছন্দ ?' এ প্রসংগে সকলে হতবাক। পরে যখন সহায়তা করা হয়, 'মামার বাড়ীর সংগে মার কি সর্ম্পক ?' 'ওখানে কে কে আছেন ?' 'ওখানে কি কি খায় ?' 'কি কি করে ?'। উত্তরে বোঝাযায় মামার বাড়ীর আনন্দের প্রতিফলন থাকাতে কবিতাটি তাদের মনঃপূত। যে দু'একজন শিশু 'তোর হলো' কবিতাটি পছন্দ করেছে অনুসন্ধানে জানা গেলো তারা কেউই মামার বাড়ি যায়নি। পরিবার তথা সমাজ শিশুর মনের গুচ্ছায়ায়

Dhaka University Institutional Repository

থাকে – আ, ন, ম, বজলুর রশীদের 'আমাদের দেশ', কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছুটি", আমাদের গ্রাম ইত্যাদি পাঠদান কালে শিক্ষার্থীদের উত্তর সফলতা ও উৎসাহ থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

(১০) পারিবারিক কারণে যে হীনমন্যতা থাকে তা শিশুর শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণ হতে পারে। ২২ নং পৃষ্ঠার 'ঢাকা বড় শহর' চিড়িয়াখানায় এলাম ' বাঃ কি সুন্দর হরিণ' পাঠ বিষয়ে যখন পাঠদান করা হচ্ছিল তখন কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট করা যাচ্ছিলনা। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার এবং চিড়িয়াখানার বর্ণনা দিতে যখন মুখর,তারা তখন কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করে না। অনুসন্ধান করে বোঝা গেলো তারা ঢাকা এবং চিড়িয়াখানা দেখেনি কিংবা কখনও ঢাকায়ও যায়নি। তাদের বয়স অল্প ভবিষ্যতে তারা ঢাকা এবং চিড়িয়াখানা দেখবে এবং সেখানে গেলে কি কি দেখতে পাবে , সে বিষয়ে আলোচনা করে উৎসাহিত করা হলে, যারা অমনোযোগী ছিল তারা মনোযোগী হয়। এ ভাবে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর অমনোযোগের কারণ অনুসন্ধান করে তাকে সস্নেহে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগ এবং বিদ্যালয়ের উপস্থিতির হার নিশ্চয়ই বেড়ে যায়।

(১১) বাক্য-গঠনের পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা বেশ সহজেই গল্প-গঠন ক্ষমতার অধিকারী হয়। শিশুরা গ্রাফ-প্রাথমিক পর্যায় থেকে গল্প শুনে অভ্যস্থ তাই ছবির সাহায্যে কাক ও কলসি গল্পটি গঠন করতে দিলে প্রায় শিক্ষার্থীই সক্ষম হয় অবশ্য কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে।

'আমাদের গ্রাম ' ,' জাতীয় পতাকা ' ইত্যাদি বিষয়গুলি চিত্র সাহায্যে আলোচনা করে বোঝানো হলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ প্রকাশ করে। উক্ত পাঠ বিষয়গুলি আলোচনা পরবর্তী দিনগুলিতে ছবিগুলি ফ্লু-টেপের সাহায্যে ব্লাক বোর্ডে লাগিয়ে দিয়ে চার পাঁচটি বাক্য রচনা করতে দিলে প্রায় ৭৫% শিক্ষার্থী সর্ম্পূন উত্তর দানে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ সমূহ হতে উপলব্ধি করা যায় যে শিক্ষকের ব্যবহার যদি সস্নেহ বন্ধুত্বপূর্ন হয় , পাঠদান অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সাধ্যানুযায়ী আনন্দদায়ক করা যায়। শিক্ষার মান বাড়ে তথা শিক্ষার্থীর আগ্রহ বাড়ে। এবং ফলে মাতৃভাষা শিক্ষা সহজতর হয়।

-: ৪১ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং - ১৭ :

বিশেষ প্রশ্নমালার উত্তর দাতা (প্রাথমিক শ্রেণীর) শিক্ষকগনের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বাংলা পড়ানোর অভিজ্ঞতা ।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	মোট শিক্ষক সংখ্যা / শতকরা হার (%)	শিক্ষাগত যোগ্যতা						শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা (বছর)			প্রাথমিক শ্রেণীতে বাংলা		
			এম,এ	বি,এ এম,এড,	বি,এ বি,এড,	বি,এ	এস,এস,সি, পি,টি	এস,এস,সি,	0-৫	৫-১০	১০+	0-৫	৫-১০	১০+
১।	ডাঃ খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জামালখান, চট্টগ্রাম।	৬	-	১	৩	২	-	-	১	১	৪	১	৩	২
		১০০	-	১৭%	৫০%	৩৩%	-	-	১৬½%	১৬½%	৬৭%	১৭%	৫০%	৩৩%
২।	ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল, লাভ লেইন, চট্টগ্রাম।	৬	-	-	-	-	৬	-	১	১	৪	১	১	৪
		১০০	-	-	-	-	১০০%	-	১৭%	১৭%	৬৬%	১৭%	১৭%	৬৬%
৩।	সেন্টমেরীস স্কুল, জামালখান চট্টগ্রাম।	১৯	২	-	১১	৬	-	-	৭	৭	৫	৯	৬	৪
		১০০	১১%	-	৫৮%	৩২%	-	-	৩৭%	৩৭%	২৬%	৪৭%	৩২%	২১%
৪।	কুসুম কুমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	১১	-	-	২	৬	-	-	১	-	১২	-	২	১১
		১০০	-	-	১৫%	৩২%	-	-	৮%	-	৯২%	-	১৫%	৮৫%
৫।	কৃষ্ণ-চূড়া স্কুল, সাইফুদ্দিন খালেদ রোড, চট্টগ্রাম।	৯	৫	-	১	২	-	-	৪	৩	১	৫	৩	-
		১০০	৬৩%	-	১৩%	২৫%	-	-	৫০%	৩৮%	১২%	৬৩%	৩৭%	-
৬। ✯	শিশু বাগ	~~২~~ প্রশ্ন—			—		—							

✯ প্রশ্নপত্র ফেরত হারিয়ে ফেলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

একটি শিশুর শিক্ষা জীবন গড়ে তোলা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত দায়িত্ব। সে কারণে গবেষণা বিষয়ের পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে শিক্ষকগণ এবং শিশুদের অভিভাবকগণের মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই তাদের মতামত গ্রহণের জন্য যে প্রশ্ন পত্রটি বিচার করে পূর্ণ করতে দেওয়া হয় তা থেকে উপাত্ত পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে নিম্নে পর্যায় ভুক্ত করা হলো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রশ্নপত্রের উত্তর দাতা অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান অনুঃ তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদন অনুমোদন এন্মে ন্যূনতম স্নাতক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কারণ অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঠিক মান না থাকলে, উপাত্তর মান সঠিক হতে পারে না।

উপাত্ত সংগ্রহ কালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিতার কারণে বিদ্যালয়ের সংগে অভিভাবকগণের সম্পর্ক বিশেষ না থাকায় এবং তদোপরি শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অভিভাবকের সংগে যোগাযোগ কম হওয়ায় – অভিভাবকগণের নিকট হতে মাত্র ৫(পাঁচ) কপি প্রশ্নপত্রের উত্তর পাওয়া যায়। যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমান অভিভাবকের মতামত সংগ্রহ করা যায়নি সেহেতু বস্তু নিষ্ঠ না হওয়া সম্ভব। অতএব অভিভাবকগণের মতামত/পাঁচটি বিদ্যালয়ের মোট ৫৩ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বিশেষ প্রশ্ন মালাগুলির উত্তর দান করেন। উত্তর দাতা শিক্ষক গণের শিক্ষাগত যোগ্যতা মোট উত্তর দাতা শিক্ষকের তুলনায় আনুপাতিক শত করা হার, কতজন শিক্ষকের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা পাঁচ বৎসর, কতজনের পাঁচ হতে দশ বৎসর এবং কত জনের দশ বৎসরের উর্দ্ধে তা সংখ্যায় এবং শত করা হারে ছক নং -১৭ এ দেখানো হয়েছে। উক্ত শিক্ষকগণের প্রাথমিক শ্রেণীতে মাতৃভাষা বাংলা পড়ানোর অভিজ্ঞতা কত বৎসর এবং শতকরা হার কত তাও ১৭ নং ছক এ দেখানো হয়েছে।

বিশেষ প্রশ্নমালাগুলি উত্তর দান কালে অনেক শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের পার্শ্বে 'হ্যাঁ,"না', বা 'নিরপেক্ষ' কোন ঘরেই ' ✓ ' চিহ্ন দেননি। তাদের উক্ত প্রশ্নাবলী উত্তর দানে বিরত বলে ধরা হলো।

প্রশ্নমালার প্রতিটি প্রশ্নের পার্শ্বে, কতজন 'হাঁ', কতজন 'না' এবং কতজন নিরপেক্ষ ঘরে উত্তর দান করেছেন। কতজন কোন ঘরেই উত্তর দেননি, সে সংখ্যা এবং শতকরা হার সংখ্যার নিম্নে ছক নং-১৮ এ দেখানো হলো।।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং- ১৮ : বিশেষ প্রশ্নমালার বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	প্রশ্নমালা	'হ্যাঁ' উত্তর দাতা সংখ্যা ও শতকরা হার	'না' উত্তর দাতা সংখ্যা ও শতকরা হার।	'নিরপেক্ষ' সংখ্যা ও শতকরা হার	কোন মতামত নেই। সংখ্যা ও শতকরা হার
১।	শিশুর পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি এবং পরিবারগত বিষয় নিয়ে পাঠ বিষয়ে সংযুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠ আরম্ভ করলে এবং দান করলে মনোযোগ আকর্ষনে সহায়ক হয় ?	৫৩ ১০০%	-	-	-
২।	উপকরণ ছাড়া শিক্ষাদান করলে মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হয় ?	- -	৫২ ৯৮%	১ ২%	-
৩।	উপকরণ সহযোগে শিক্ষাদান করলে মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হয় ?	৫২ ৯৮%	১ ২%	-	-
৪।	উপকরণ হিসাবে শিক্ষার্থীগণ রঙীণ ছবির ব্যবহার এবং রঙীণ চক ইত্যাদির ব্যবহার বেশী পছন্দ করে ?	৫২ ৯৮%	১ ২%	-	-
৫।	শিক্ষার্থীগণ উপকরণ হিসাবে সাদা-কালো ছবি অথবা সাদা চকের ব্যবহার বেশী পছন্দ করে ?	৯ ১৭%	৪০ ৭৫%	৪ ৮%	-
৬।	উপকরণ সহযোগে পড়ালে শিশুরা বেশী দিন মনে রাখতে পারে ?	৫৩ ১০০%	-	-	-
৭।	কেবলমাত্র বই দেখে পড়ালে শিশুরা বেশী দিন মনে রাখতে পারে ?	১ ২%	৫২ ৯৮%	-	-
৮।	বইয়ে যা আছে তা পড়ালেই শিশু সহজেই শব্দ সাজানো ও বাক্য-বিন্যাস শেখে ?	৫ ১০%	৪০ ৭৫%	২ ৪%	৬ ১১%
৯।	বইয়ে যা আছে তা পড়ালেই শিশুর শব্দ ভান্ডার বাড়ে ?	২ ৪%	৫০ ৯৪%	-	১ ২%

-: ৫২ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রশ্নমালা	'হাঁ' উত্তর দাতা সংখ্যা ও শতকরা হার	'না' উত্তর দাতা সংখ্যা ও শতকরা হার।	'নিরপেক্ষ' সংখ্যা ও শতকরা হার	কোন মতামত নেই। সংখ্যা ও শতকরা হার।
১০।	শিক্ষক নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে শব্দ ও বাক্য গঠনে সহায়তা করলে শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার ও কথার ভান্ডার বাড়ে ?	৫০ ১৪%	১ ২%	১ ২%	১ ২%
১১।	শিক্ষকের পাঠদান কালে সমকালীন অথবা পাঠের বিষয়ে সংযুক্ত কোন উদাহরণ উল্লেখ করা কি অনুচিত ?	৪ ৮%	৪৬ ৮৭%	২ ৪%	১ ২%
১২।	শিক্ষকের কি পাঠদান কালে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পাঠ টীকার পদ্ধতি সামান্য পরিবর্তন করা উচিত ?	৪৯ ৯২%	২ ৪%	২ ৪%	- -
১৩।	প্রয়োজনে শিক্ষকের কি উচিৎ শ্রেণীতে দু'টি বিভাগ করা যথা :-	২৩	১৬	৮	৭
	(ক) যারা ভাল উত্তর দান করতে পারে।	৪৩%	৩০%	১৫%	১২%
	(খ) যারা উত্তরদানে অক্ষম।				
১৪।	শিক্ষকের কি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অসুবিধা শুনে তার বিধান করার চেষ্টা করা উচিত ?	৪৮ ৯০%	১ ২%	২ ৪%	২ ৪%
১৫।	শিক্ষকের ব্যবহার কি মনোরম হওয়া উচিত ?	৫৩ ১০০%	- -	- -	- -
১৬।	শিক্ষার্থীদের সংগে শিক্ষকের ব্যবহার কি বন্ধুত্বপূর্ন হওয়া উচিত ?	৫৩ ১০০%	- -	- -	- -

-: ৫৩ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালার প্রশ্নের উত্তরাবলীর বিশ্লেষণ ঃ

(১) ১ নং প্রশ্ন, ৬ নং প্রশ্ন, ১৫ নং প্রশ্ন ও ১৬ নং প্রশ্ন, উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরাবলী লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষকের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মধুর হওয়া উচিত এ বিষয়ে সকলেই একমত। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর পারিপার্শ্বিক এবং পরিবার গত বিষয়ের সংগে পাঠ বিষয় সংযুক্ত করে আলোচনার মাধ্যমে পাঠ আরম্ভ করলে এবং দান করলে শিক্ষার্থী দের মনোযোগ আকর্ষনে সহায়ক হয় এবং উপকরন সহযোগে পড়ালে শিশুরা বেশীদিন মনে রাখতে পারে এ বিষয়ে ও সকলে একমত।

(২) ২ নং প্রশ্ন, ৩ নং প্রশ্ন, ৪ নং প্রশ্ন এবং ৭ নং প্রশ্নের প্রায় শিক্ষক অর্থাৎ ৯৮% শিক্ষকই একমত যে প্রদীপন সহযোগে পাঠদান করলে বিশেষতঃ রঙ্গীন ছবি, চার্ট, চকের ব্যবহার শিশুর মনোযোগ আকর্ষণে এবং বেশীদিন মনে রাখার পক্ষে সহায়ক।

(৩) ৯ নং ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর হতে লক্ষ্য করা যায় যে বইয়ে যা আছে কেবল মাত্র তা পড়ালেই শিশুর শব্দ - ভান্ডার বাড়ে না বরঞ্চ প্রয়োজনে নুতন পদ্ধতি প্রয়োগ করে শব্দ ও বাক্য-গঠনে সহায়তা করলে শিক্ষার্থীর বাক্য গঠন সুষ্ঠু হয় , শব্দ-ভান্ডার বাড়ে এ বিষয়ে প্রায় ৯৪% শিক্ষকই একমত।

(৪) ১২ নং ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৯২% শিক্ষক মত পোষণ করেন যে পাঠদান কালে প্রয়োজন পাঠ টীকা সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং শিক্ষক প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অসুবিধা দূরে বিধান করার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন দু'টির উত্তরে অল্প সংখ্যক 'না' বোধক উত্তর জ্ঞাপন করেছেন এবং কয়েকজন নিরপেক্ষ রয়েছেন। মতামতের ঘরে অনেকে বিভিন্ন মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

(৫) ৫ নং প্রশ্নের উত্তরে সাদা কালো ছবি অথবা সাদা চকের ব্যবহার বেশী পছন্দ করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৭৫% মত পোষণ করেন 'না', ১৭% 'হাঁ' এবং অল্প সংখ্যক নিরপেক্ষ থাকেন।

-ঃ ৫৪ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ১৩ নং প্রশ্নের উত্তরে সব চেয়ে বেশী ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনে শিক্ষকের কি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের (ক) যে সব শিক্ষার্থীরা পাঠ বিষয়ে ভাল উত্তর দান করতে পারে (খ) যারা পাঠ বিষয়ে অমনোযোগী এবং সঠিক উত্তর দানে অক্ষম, তাদের দু'টি দলে ভাগ করে শিক্ষাদান করা উচিত। এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৩% 'হাঁ' মত পোষণ করেন। ৩০% 'না' মত পোষণ করেন এবং বিরত
কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ এবং কিছু সংখ্যক উত্তরদানে বিরত থাকেন। অনেকেই বিভিন্ন মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তার মধ্যে কয়েকটি মতামত অত্যন্ত সুন্দর। মতামত গুলির মধ্যে দু'টি নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা (ক)"শ্রেণীতে দু'টি ভাগ না করে শিক্ষক যদি উত্তর দানে অক্ষমদের ভাল ছাত্রের সংস্পর্শে এনে নিজে একটু যত্নবান হন তাহলে হয়ত ভাল হবে"।

(খ) "এ ধরনের ভাগ করা উচিত নয়, এতে শিশুরা হীনমন্যতায় ভোগে"।

এ প্রশ্নের উত্তরের মতামত বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে শ্রেণীতে দু'টি দল গঠন করলে। সুফল লাভ কতখানি হবে তার জন্য যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

দু'টি দল গঠন করলে দুর্বল দলের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, সহায়তা দিলে হয়তো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিংবা দুর্বল দলের সদস্যদের এমন হীনমন্যতা জাগতে পারে। যা কিছুতেই হয়তো দূর করা সম্ভব হবে না এবং পরবর্তীতে তা ক্ষতিকারক রূপে প্রতীয়মান হবে।

অনেক শিক্ষক মত পোষণ করেছেন, যারা ভালো ছাত্র তাদের কিছু সংখ্যক এবং যারা দুর্বল তাদের কিছু সংখ্যক একত্রে দল গঠন করে দিলে সুফল লাভ হবে।

এ বিষয়ে গবেষক সন্দিহান কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা অন্যকে সহায়তা করার মত পরিপক্ক হয় না। যাহোক, এ বিষয়ে গবেষনার অবকাশ রয়েছে।

অন্যান্য প্রশ্নাবলী অর্থাৎ ৫ নং, ৮ নং ও ১১ নং ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরের কিছু অংশ যারা ভিন্নমত পোষন করেন। তাদের ভিন্নমত কতখানি গ্রহণ যোগ্য তা ভেবে দেখার ব্যাপার কারণ, উত্তর দাতা শিক্ষকগনের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নয়। প্রশিক্ষণ না থাকা শিক্ষকদের ভিন্নমত গ্রহণে দ্বিধা রয়েছে।

-: ৫৫ নং পৃষ্ঠা :-

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ করার পর গবেষক উপলব্ধি করেন যে বর্তমানের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকখানি জ্ঞান রাখেন। বাস্তবে যদি তাদের সে জ্ঞান তাঁরা কাজে লাগান এবং শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ পরিবর্তনে সাধ্যমত সচেষ্ট হন তা হলে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন হবে তথা শিক্ষার্থীরাও মাতৃভাষা শিক্ষণে উত্তরোত্তর আগ্রহান্বিত হবে।

-ঃ ৫৬ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :

৪°০ : উপসংহার ও প্রস্তাব ।

৪°১ : উপসংহার :

যে দেশের স্বাধীনতার ভিত্ ভাষা - আন্দোলনের উপর রচিত , যে দেশের মানুষ অকুতোভয়ে দান করেছে প্রাণ মাতৃভাষার জন্য - সে বাংলা দেশের নাগরিক আমরা । বাংলা আমাদের মাতৃভাষা - সে ভাষাকে সজীব রাখার অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যত জীবনে মাতৃভাষাকে জিইয়ে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজকের দিনের নাগরিকদের ।

আমাদের বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ - জাতি এগিয়ে যাবে, দেশ উন্নত হবে এ চিন্তা প্রতিটি নাগরিকের চিন্তা । শিক্ষাকে সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে করা হয়েছে অবৈতনিক, বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে বিনামূল্যে, শিক্ষকের মান বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চলছে, এর পরও যখন আমরা পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি প্রাথমিক স্তরের দুই তৃতীয়াংশ শিশু প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে, তখন কি আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি । প্রাথমিক পর্যায়ে শহর এবং গ্রামের কত শতাংশ বালক বালিকা কি কি কারণে শিক্ষা পরিত্যাগ করে তা নিম্নের ছকে দেখানো হলো : (১৩) ।

ক্রমিক নং	শিক্ষা-পরিহারের প্রধান কারণ সমূহ	শহর		গ্রাম	
		বালক শতকরা হার(%)	বালিকা শতকরা হার(%)	বালক শতকরা হার(%)	বালিকা শতকরা হার(%)
১।	আর্থিক অনটন :	৪৪	৫৫	৩৯	৩৮
২।	পিতা-মাতাকে সাহায্য করা :	১৯	১৪	২৫	১০
৩।	পাঠে অনীহা :	২৫	৫	২৫	১৮
৪।	পরীক্ষায় অকৃতকার্য :	৬	-	-	৮
৫।	অভিভাবকের উদাসীনতা :	-	৫	-	-
৬।	বিবাহ	-	১	-	১৫
৭।	অন্যান্য কারনাবলী :	৬	১২	৯	১১

(১৩) Bangladesh Educational statistics 1987. Bangladesh Bureau of Educational Information and statistics(BANBEIS) Ministry of Education, 1 Sonargaon Road, DHAKA-1205. P-II.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কারণ সমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সাহায্য করা ও ও বিবাহ এ দু'টো কারণ সাধারণত : প্রয়োজনীয় । শিশুর বয়স ৯/১০ বছর না হলে সাধারণতঃ কাজের উপযুক্ত হয় না । বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক । পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, তা সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণী হতে শিক্ষা পরিহারের হার বিশেষ কমেনি ।

শিশুর কাছে যা কিছু নিরাস, কঠিন মনে হয় সে তা পরিত্যাগ করতে চায় । প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষতঃ গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলির দৈন্যতা এবং শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির একঘেঁয়েমি শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলার অন্যতম কারণ । নিম্নবিত্তের পিতা-মাতারা যখন লক্ষ্য করেন যে শিশু এক বছর বিদ্যালয়ে গিয়ে তেমন কোন কিছুই শিক্ষা লাভ করেনি এবং শিশুও বিদ্যালয়ে যেতে উৎসুক নয় । তখন অভিভাবকগণ উদাসীন হয়ে পরেন । আর্থিক অনটন থাকলে একেবারেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন । এভাবে প্রথম শ্রেণীর পরবর্তীতেই অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা পরিহার করে এবং বলতে গেলে নিরক্ষরই থেকে যায় ।

শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন ।

শিশুর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম । একটি শ্রেণীকে নয়, একটি শিশুর ব্যক্তিসত্তার মন ও মানসিকতা বুঝে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন, সহজীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় তাঁকে । W.M. Ryburn

W.M. Ryburn ও মনে করেন, "The more we can put ourselves in our pupils and look at the subject from their point of view, the more shall we be able to help them and the greater will be their progress" (২৭)

---

(২৭) W.M. Ryburn – The teaching of English (Eighth Edition) Oxford University Press, 1961 P-4

-: ৫৮ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

আজকের বিশ্বে আমরা দেখতে পাই যে দেশ যত দ্রুত শিক্ষায় এগিয়ে গেছে, সে দেশের উন্নতি তত ত্বরান্বিত হয়েছে। এবং শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য, সর্বস্তরে সহজেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাতৃভাষার স্থান অদ্বিতীয় ঃ

প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষ বংশধরদের জন্য চিন্তা করে সুখী ভবিষ্যত। একটি জাতির উন্নতি না হলে, দেশ উন্নত হবে না, সুন্দর ভবিষ্যত ও ধরা দেবে না।

তাই প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের আজ দায়িত্ব বড় অবশ্যই করণীয়, জাতিকে উন্নত করা অর্থাৎ শিক্ষিত করা এবং প্রাথমিক পর্যায় থেকে তা করতে হবে।

দুই তৃতীয়াংশ শিশু যাতে শিক্ষাকে পরিহার না করে সে ভাবনা আমাদের। কি ভাবে মাতৃভাষাকে আনন্দের মাঝে শিশুর জীবনে গেঁথে সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দেওয়া যায় - কি ভাবে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে প্রতিটি শিশুকে সুনাগরিকে রূপান্তর করা যাবে তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা পদ্ধতির উপর গবেষণা এবং গবেষণা।

গবেষক প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শিক্ষার পদ্ধতি আরো উন্নত এবং সহজতর করা যায় কিনা সে সম্পর্কে অতি সামান্য গবেষণা চালিয়েছে। এ বিষয়ে আরো বহুল গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

৪°২ ঃ প্রস্তাব ঃ

বিশেষ প্রশ্নমালার ১৩ নং প্রশ্নের উত্তরে, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের দু'টি দল গঠন করা অর্থাৎ যারা পাঠ বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম তাদের একটি দল এবং যে সব শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে তাদের আরেকটি দল গঠন করা উচিত কিনা ? এ বিষয়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের মতের ভিন্নতা সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে।

-: ৫৯ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীতে যে সব শিশু পিছিয়ে থাকে, তাদের কিছু অংশ বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে একটু নিম্নমানের থাকে আবার কিছু অংশ বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে উন্নত হয়ে ও পাঠে অমনোযোগী থাকে।

শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা খুব পিছিয়ে রয়েছে তাদের আলাদা দলে রেখে সযত্ন পরিচর্যায় উন্নত হয় কিনা কিংবা হীনমন্যতায় ভোগে সে বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চারণ এবং শুদ্ধ বানান একটি সমস্যা। তাই উচ্চারণ এবং বানান শিক্ষা সহজীকরণ পদ্ধতি বিষয়ে ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

-ঃ ৬০ নং পৃঃদ্রঃ-

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	বই এর নাম	প্রকাশনা	পৃষ্ঠা
১।	মূলঃ রবার্ট এম হাটকিন্স্ অনুবাদঃ রাহাত খাঁন	শিক্ষা ও সমাজ	পৃঃ ১	১
২।	ডঃ শরীফা খাতুন	তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)	বাংলা একাডেমী ১৩৯৩	২৯৩
৩।	মোহাম্মদ আযহার আলী	পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন	বাংলা একাডেমী, ১৩৮৮	১
৪।	Edward L. Thorndike and Arther I. Gates.	Elementary Principles of Education.	The Macmillan Company, New yook 1931	4
৫।	Foster and Headley	Education in the Kinder garten(Third Edition).	American Book Company New york.	1
৬।	Richard E. Scammon	The growth of the Body in childhood, Measurement of Man. Minneapolis.	University of Minnesota Press, 1930	193
৭।	G.G. Thompson	The Meaning and measurement of Intellectual Development.		586
৮।	B. Kuppuswamy	A Text book of Child Behaviour and Development 2nd Edition.		156
৯।	Smith, M.E.	An investigation of the development of the sentence and extent of vocabulary in young children.	University of IOWA, Child Welfare.	35
১০।	Florence L.Goodenough	Developmental Psychology 2nd Edition	New york, D.Appleter Century 1945.	280 enough
১১।	Florence L.Goodenough and John E.Anderson.	Experimental Child Study.	New york, The Century Company, 1931	237
১২।	মালেকা বেগম	বাংলাভাষার বিকাশে ব্যবহারিক জীবন	বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৮৯ সাল	১৫, ১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	বই এর নাম	প্রকাশনা	পৃষ্ঠা
১৩।	Bangldad	Bangladesh Educational Statistics, 1987	Bangladesh Bureau of Educational Information and statistics, Ministry Education, Dhaka-1205	1,7
১৪।	আ, ন, ম, বজলুর রশীদ	স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ-প্রতিবেদন।	বাংলা, একাডেমী, ঢাকা	১
১৫।	ডঃ শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য্য।	আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রণালী।	অশোক পুস্তকালয়, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা	১২
১৬।	ডঃ মুসলিম সুধা	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান		৫,৭,১৪, ১২৭
১৭।	A. Pinsent	The Principles of Teaching melted.	Geolge G. HARRAP & Co. Ltd., London.	37 method
১৮।	ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ডঃ হালিমা খাতুন ডঃ বেগম জাহান আরা	দূর শিক্ষণে বি, এড, বাংলা	বাইড, ১৯৮৬ মডুল-১	১
১৯।	মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম সম্পাদিত	আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, রাজাবন্ধু ম্যাচিনিত, ঢাকা।	১,৭,৬০
২০।	ডঃ সুবোধরাম চক্রবর্তী ও শ্রী সুকুমার গোপাল ঘোষ।	বাংলা লেখানোর ছিটে - 'ফোটা'।	বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট ১, শংকর ঘোষলেন, কলিকাতা-৬	১০,১১
২১।	মুহম্মদ আবদুল হাই	ভাষা ও সাহিত্য	ইস্ট বেঙ্গল পাবলিসার্স, ঢাকা ১৩৮৯	৭১
২২।	ঐ	National Council of Educational Research and training.	Report of the Edecutinal Commission 1964-66.	
২৩।	ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী	বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি	বাংলা একাডেমী ১৩৮৯	৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	বই এর নাম	প্রকাশনা	পৃষ্ঠা
24 ২৩।	Frank A. Bitler	The Impoovement of teaching in secondary Schools, (Fouth Edition)	The University of Chicago Prooss, Chicago Illionois, 1953	10
২৫।	ডঃ মন্জুশ্রী চৌধুরী	সুশিক্ষক (দ্বিতীয় সংস্করন)	বাংলা একাডেমী, ১৩৯০	২৮৭
26।	W.M.Gyburn	The Teaching of English (Eighth Edition).	Oxford University press, 1961	4
২৭।	ডঃ মন্জুশ্রী চৌধুরী	শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কথা	বাংলা একাডেমী, ১৩৯২	৮১
২৮।	সম্পাদনায় ঃ অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওসমান গনি, অধ্যাপক আ, ন, ম, বজলুর রশীদ অধ্যাপিকা জাহান আরা ইমাম অধ্যাপিকা মেত্রী মনওয়ার	বাংলা উচ্চারণ অভিধান	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা, বৈশাখ ২৫, ১৩৭৫	২

-

Dhaka University Institutional Repository

কুসুম কুমারী সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়
স্থাপিতঃ ১৯৩৫ইং
তাং

মিসেস ফরিদা রহমান তার দুই বছর মেয়াদী (১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষ) এম, এড এর থিসিস, "প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণার উপাত্ত" সংগ্রহের কারণে এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ২৪।৬।৮৭ হইতে ২২।৮।৮৭ ইংরাজী পর্যন্ত পাঠ দান করেন।

তার পাঠ দান পদ্ধতি উন্নত তর ছিল।

মিসেস পুষ্পা চৌধুরী
প্রধান শিক্ষিকা
কুসুম কুমারী সরকারী প্রাথমিক
বালিকা বিদ্যালয়।

পুষ্প চৌধুরী
প্রধান শিক্ষিকা
কুসুম কুমারী সরকারী
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র।

মিসেস ফরিদা রহমান তাঁর এম এড থিসিসের উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে ...২৫/৬/৮৭ থেকে ...১৮/৮/৮৮ তারিখ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান করেন।

আশা করি সংগৃহীত উপাত্ত তাঁর থিসিসে সহায়ক হবে।

শিশু বাগ
স্থাপিত-১৯৬৮

[illegible]
([illegible])
১৮/১০/৮৮
[illegible],
শিশুবাগ, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

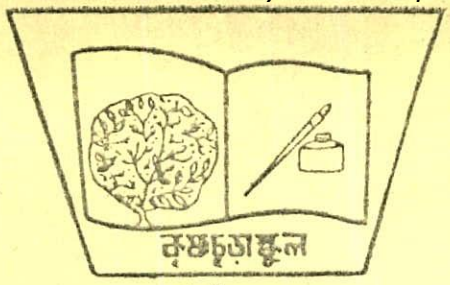

কৃষ্ণচূড়া স্কুল

bfuw

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন
চট্টগ্রাম শাখা দ্বারা পরিচালিত।

চট্টগ্রাম।

সূত্র ....   তারিখ ....

প্রত্যয়ন পত্র

মিসেস ফরিদা রহমান তাঁর এম এড থিসিসের উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে ৩০-৮-৮৭ থেকে ৯-৯-৮৭ তারিখ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান করেন।

আশা করি সংগৃহীত উপাত্ত তাঁর থিসিসে সহায়ক হবে।

জুবেদা আনোয়ার
প্রধান শিক্ষিকা
কৃষ্ণচূড়া স্কুল
চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র।

==========

মিসেস ফরিদা রহমান তাঁর এম.এড থিসিসের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ২৪/১০/৮৭ থেকে ৩১/১১/৮৭ তারিখ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান করেন।

আশা করি সংগৃহীত উপাত্ত তাঁর থিসিসে সহায়ক হবে।

প্রধান শিক্ষক,
ন্যাশনাল প্রাইমারী স্কুল
লাভ লেইন, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

আমার বই

প্রথম ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

আমার বই

প্রথম ভাগ

রচনা
আ. ন. ম. বজলুর রশীদ
সানাউল্লাহ নূরী
রাশিদা জামান

সম্পাদনা
মুহম্মদ ওসমান গনি
ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী
আতোয়ার রহমান
মমতাজ উদদীন আহমদ

সংশোধিত সংস্করণ সম্পাদনা
মমতাজ উদদীন আহমদ
ডঃ মুহম্মদ হাফিজুদ্দীন শেখ
কাজী নূরুল হক
রাশিদা জামান
শফিউল আলম
জসীম উদদীন আহমদ
রাজিয়া মান্নান

ছবি ও অঙগসজ্জা হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৭ সনের জন্য
প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ধারিত ও প্রকাশিত।
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
প্রথম মুদ্রণ ——— অক্টোবর, ১৯৭৭
সংশোধিত সংস্করণ — সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪
পুন মুদ্রণ ——— ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬
(এই পুস্তকের কাগজ ইউনিসেফ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)
সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

কলিম আর্ট প্রিন্টার্স-২৪৭, তেজগাঁও ঢাকা—৮

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও
ইউনিসেফের সহযোগিতায়
জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়নকেন্দ্র কর্তৃক
পরিমার্জিত ও সংশোধিত।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার, পরিমার্জন ও নবায়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই জন্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রাথমিক স্তরের জন্য যে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে তার অনুসরণে ১৯৭৮ সালে প্রথম থেকে তৃতীয় এবং ১৯৭৯ সালে চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক রচিত ও প্রবর্তিত হয়। তবে নানা কারণে পুস্তকগুলোর উপযোগিতা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের সঙ্গে এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

সময়ের ব্যবধানে দেশ-বিদেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও পরিবর্তিত প্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের ধারাবাহিক সঙ্গতি রক্ষা কল্পে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন ও ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও শ্রেণী শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুস্তকগুলোর মূল্যায়ন ও পরিমার্জনের কাজ হাতে নেয়। বিগত এক বছর (১৯৮২ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত) বিভিন্ন কমিটি কয়েক দফায় মিলিত হয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় এবং দেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অভিভাবক, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণের অভিমত থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই করে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলোর পুনর্লিখনের কাজ শুরু করে। এই সময়ে পাঠ্যসূচীর কার্যকারিতা যাচাই-এর জন্য দেশের বিভিন্ন শহর ও পল্লী এলাকায় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, অভিভাবক, পি, টি, আই-এর প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামতও নেয়া হয়। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ে যেন একই বানানরীতি ব্যবহৃত হয় সেজন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে নীতিমালা প্রস্তুত করে পরিমার্জিত পুস্তকের বানানের পুরনো রূপ বর্জন করে ঞ, ক্ত, দ্ধ ইত্যাদির পরিবর্তে সহজভাবে ক্র, কৃ, ন্ধ লেখা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউনিসেফ কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতায়, অধুনালুপ্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক ও বর্তমান কারিকুলাম সদস্য জনাব আবদুল জব্বার এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের তৎপরতা ও নিষ্ঠার ফলে প্রকল্পটির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

পুস্তকগুলো সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে সহজ ও সাবলীল ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা এবং তাদেরকে পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগতের উপযোগী করে তোলা।

আমাদের বিশ্বাস, পরিমার্জিত ও নতুনভাবে রচিত প্রাথমিক পর্যায়ের এই বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা পূরণে যেমন সক্ষম হবে, তেমনি এগুলো পাঠ করে তারা নির্মল আনন্দও লাভ করবে।

প্রফেসর মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড

Dhaka University Institutional Repository

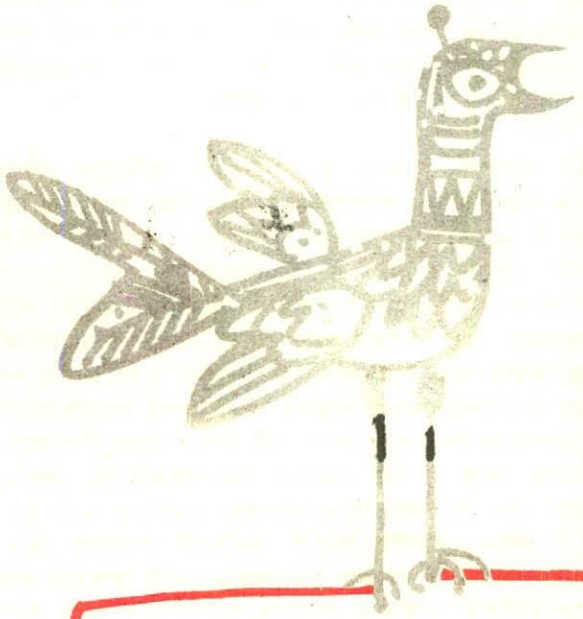

এ বই-এর ৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৩ পৃষ্ঠা
দেখা, শোনা ও বলা এবং
২৪ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা
পড়া ও লেখা শেখার জন্য
ব্যবহৃত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

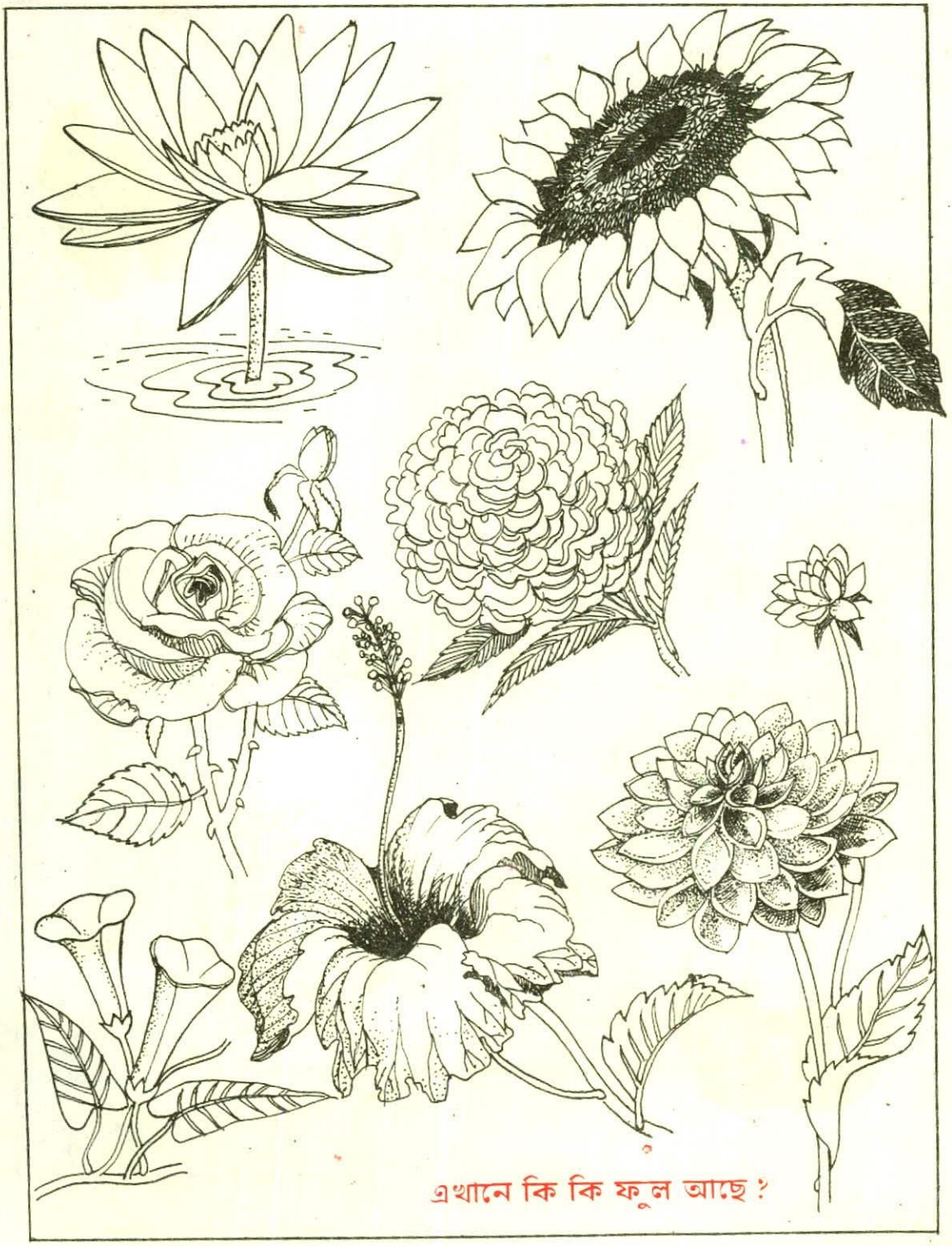

এখানে কি কি ফুল আছে ?

Dhaka University Institutional Repository

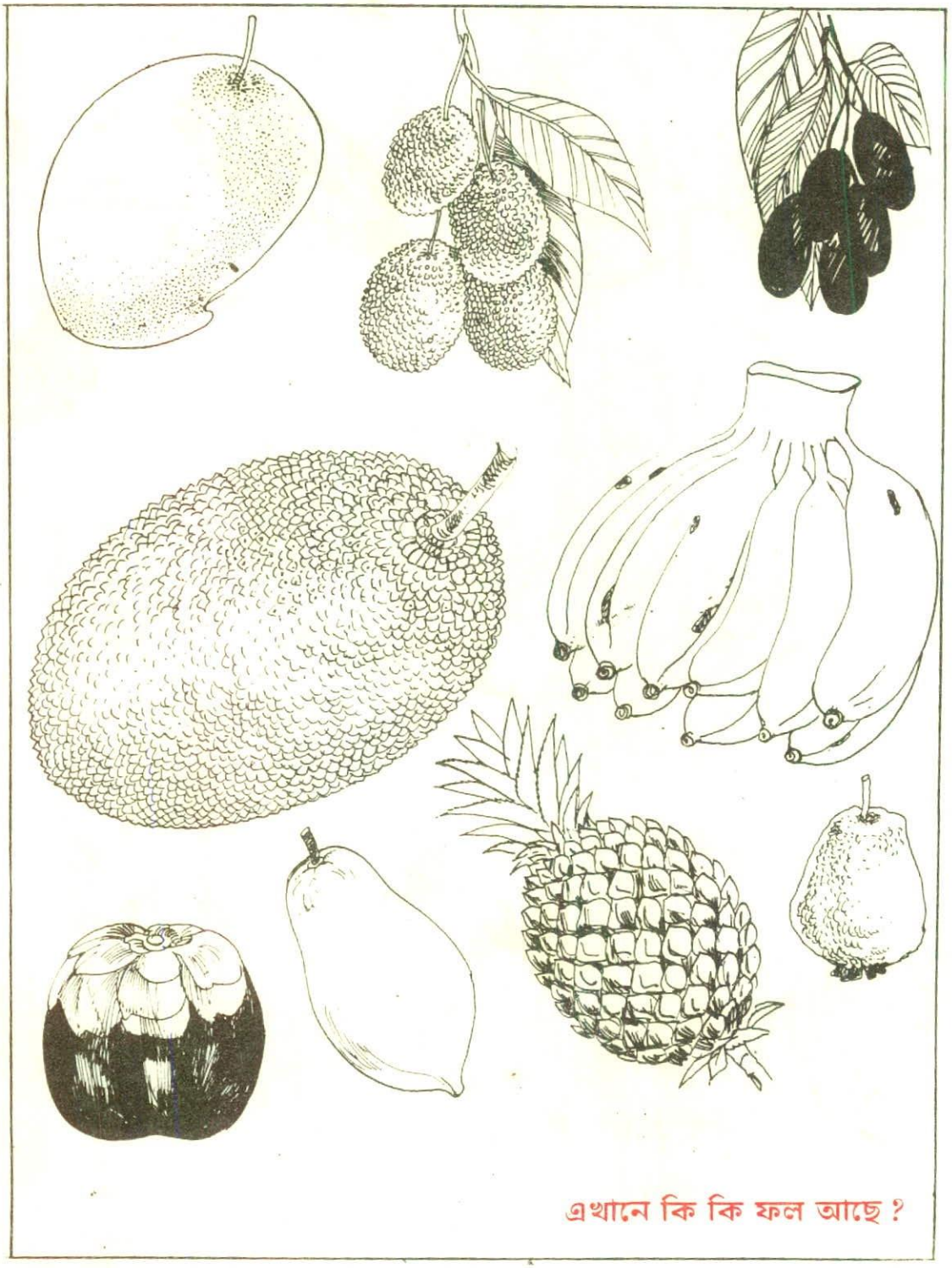

এখানে কি কি ফল আছে ?

Dhaka University Institutional Repository

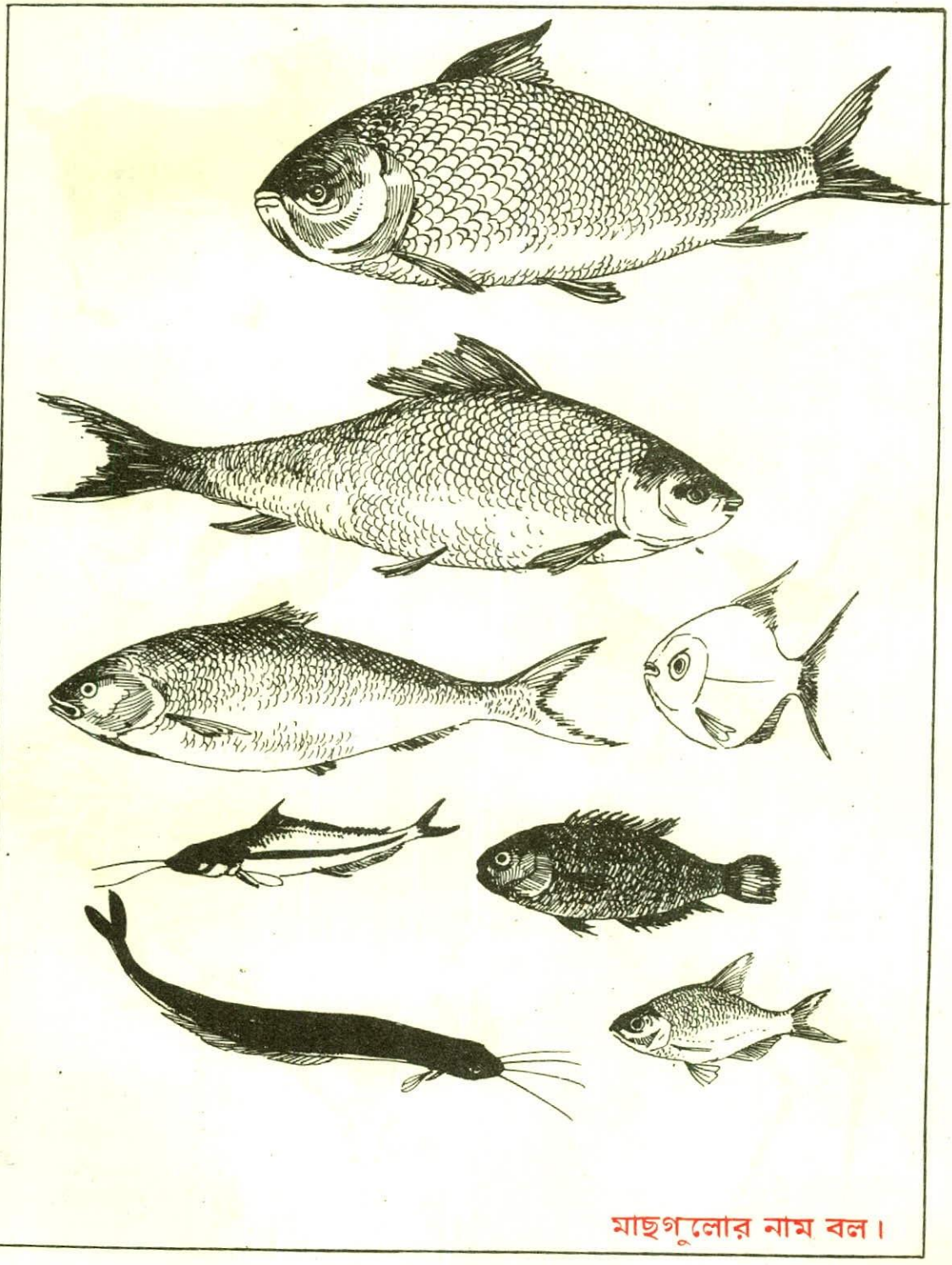

মাছগুলোর নাম বল।

Dhaka University Institutional Repository

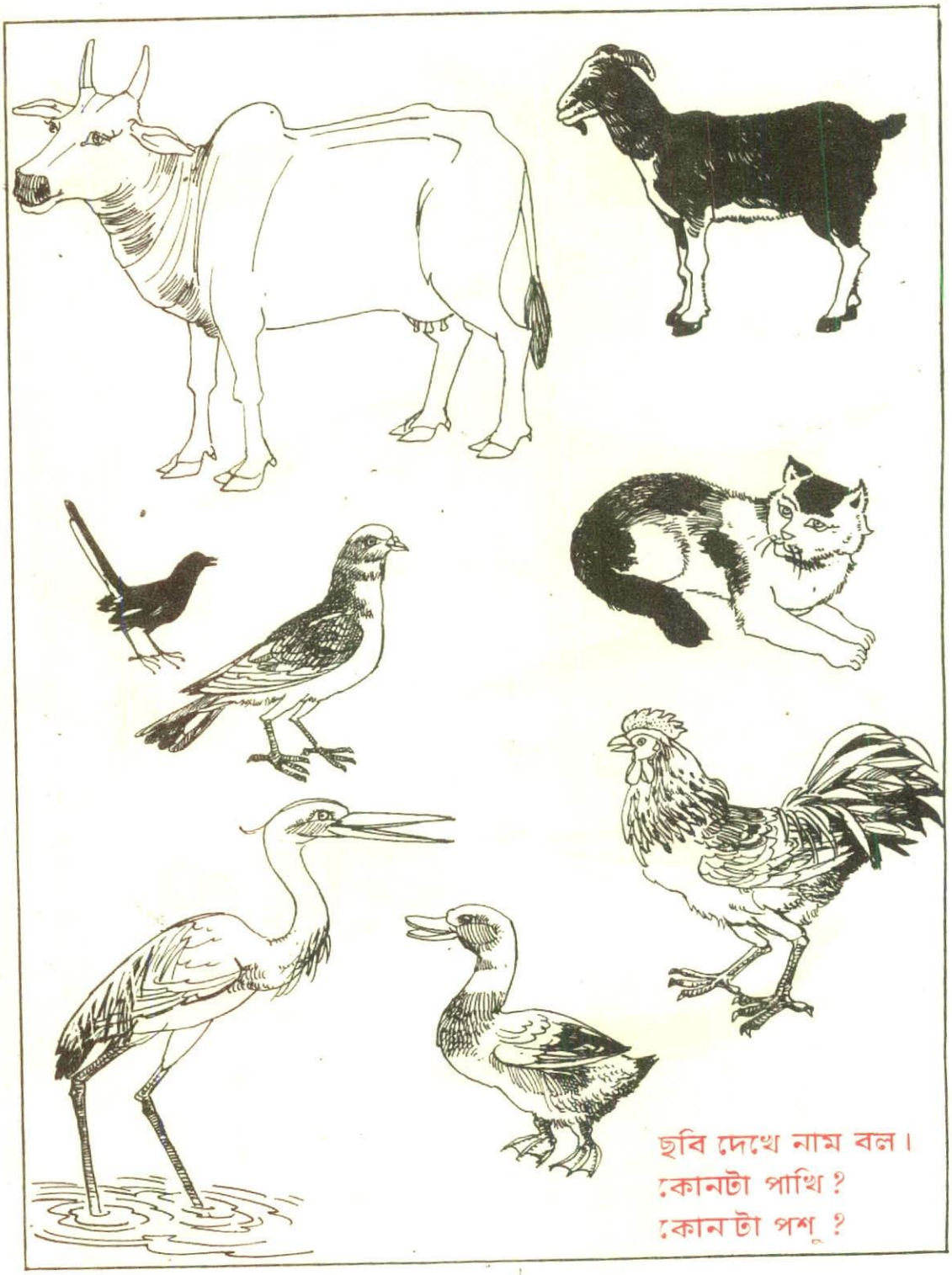

ছবি দেখে নাম বল।
কোনটা পাখি ?
কোনটা পশু ?

Dhaka University Institutional Repository

কোনটা গ্রাম ?
কোনটা শহর ?
কি কি আছে বল।

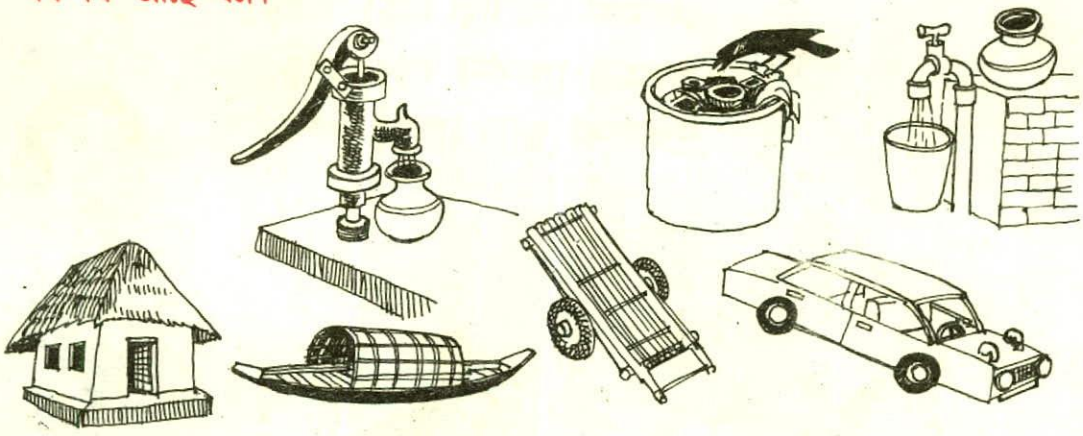

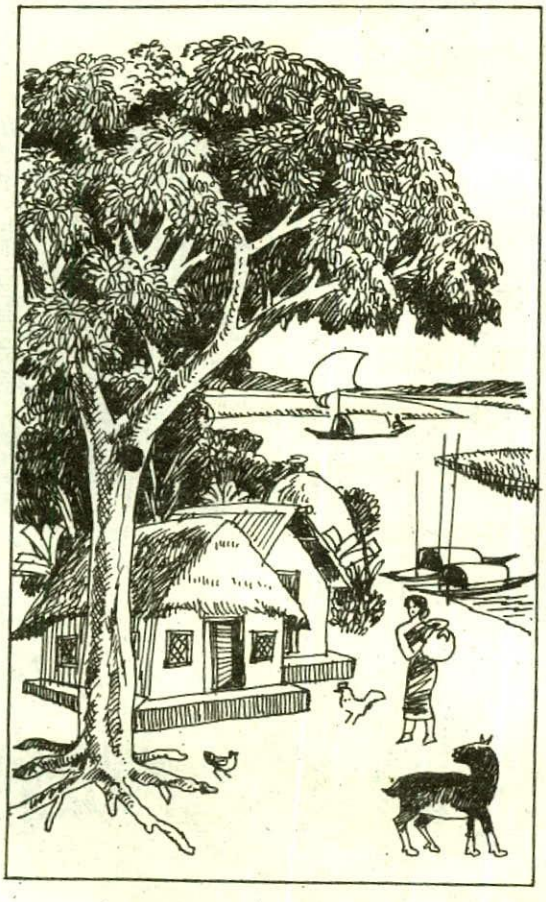

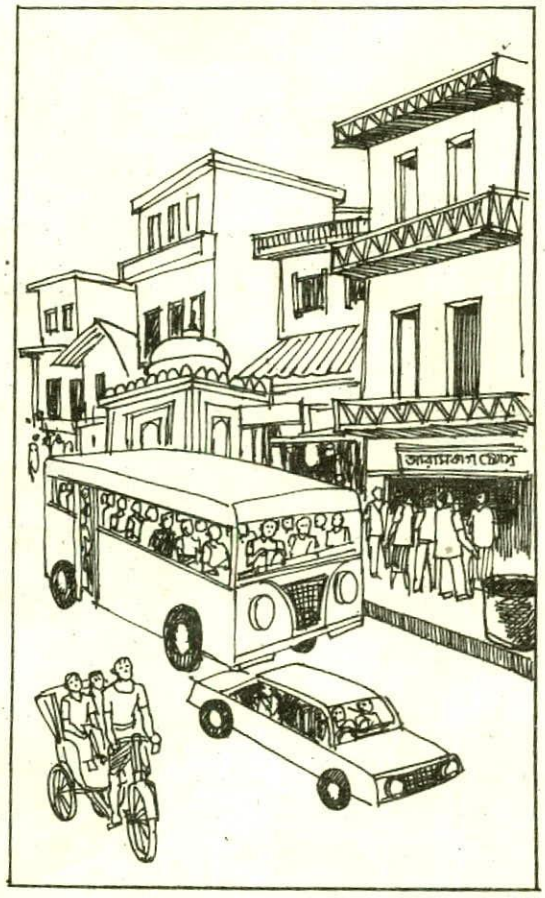

Dhaka University Institutional Repository

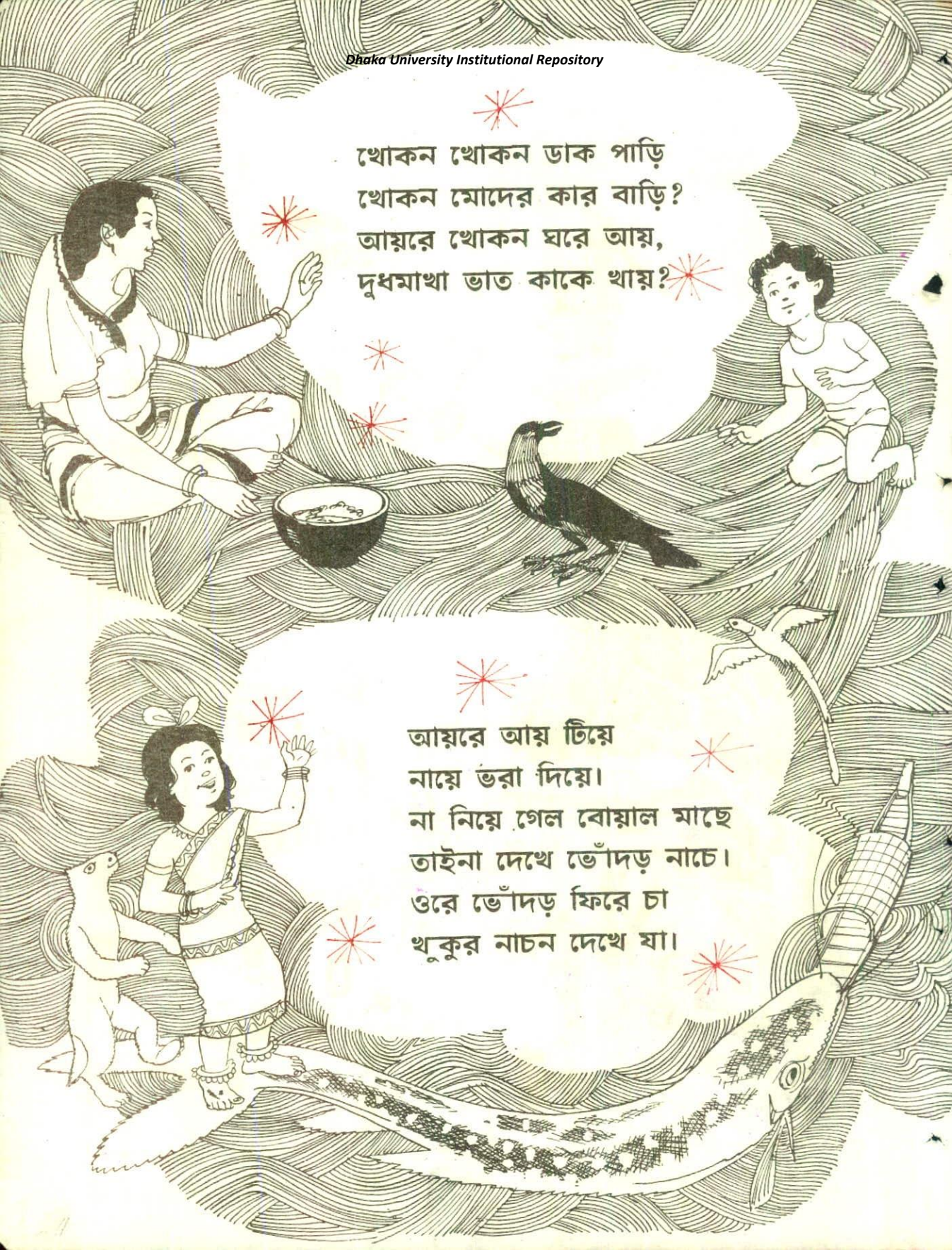

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন মোদের কার বাড়ি?
আয়রে খোকন ঘরে আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়?

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাইনা দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খুকুর নাচন দেখে যা।

Dhaka University Institutional Repository

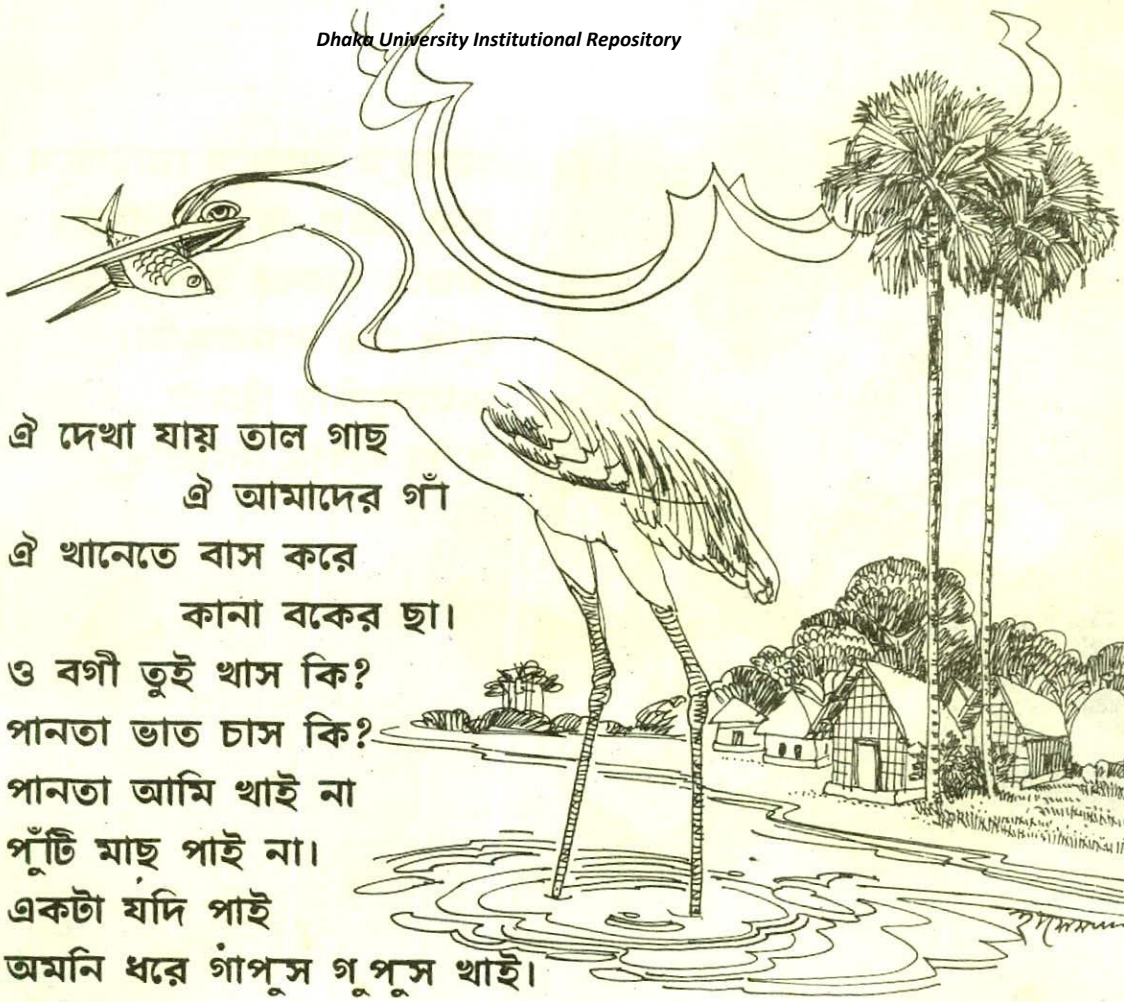

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বকের ছা।
ও বগী তুই খাস কি?
পানতা ভাত চাস কি?
পানতা আমি খাই না
পুঁটি মাছ পাই না।
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

মঈনুদ্দীন

গোল করোনা গোল করোনা
ছোটন ঘুমায় খাটে
এই ঘুমকে কিনতে হল
নওয়াব বাড়ির হাটে।

সোনা নয় রুপা নয়
দিলাম মোতির মালা
তাইতে ছোটন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।

বেগম সুফিয়া কামাল

Dhaka University Institutional Repository

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ঢাক, ঢোল, ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল কমলাফুলি।
কমলাফুলির টিয়েটা,
সুয্যি মামার বিয়েটা।

মেঘ গুড় গুড় মেঘলা দিনে
ময়ূর ডাকে কে কা
সবাই লুকায় ঘরের কোণে
ময়ূর নাচে একা।
রঙধনু রঙ ছড়িয়ে দিয়ে
রঙের লহর তুলে
মনের সুখে নাচে ময়ূর
নাচে পেখম খুলে।

ফররুখ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

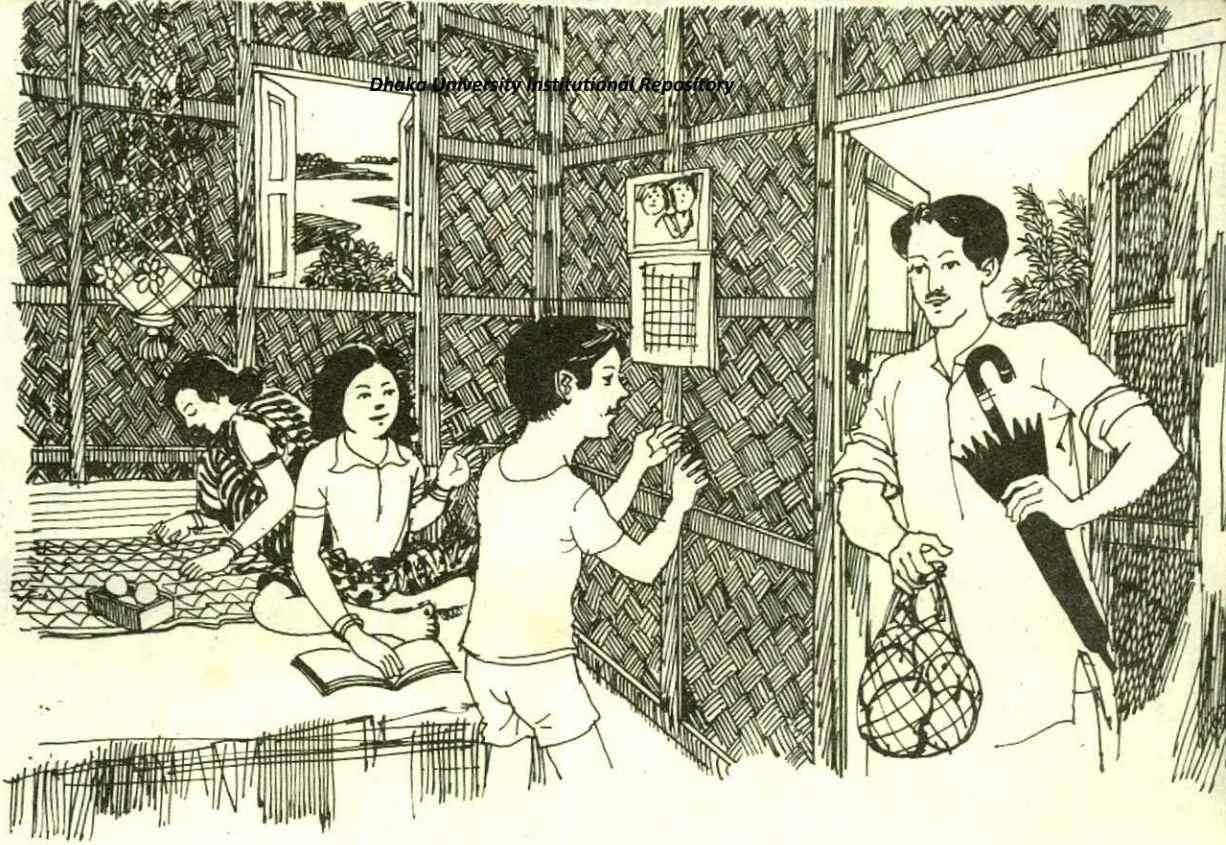

ছবিতে কাদের দেখছ? কে কি করছে?
আব্বার হাতে কি? আম্মা কি করছেন?

আমার আম।

আমার বই।

আম আর বই।

Dhaka University Institutional Repository

এখন ছেলে মেয়ে দুটি কোথায়? কুকুরটি কার?
ওরা কে কি করছে? ছবিতে আর কি কি দেখছ?

আমার বই।
বই পড়।

আমার বল।
বই আর বল।

Dhaka University Institutional Repository

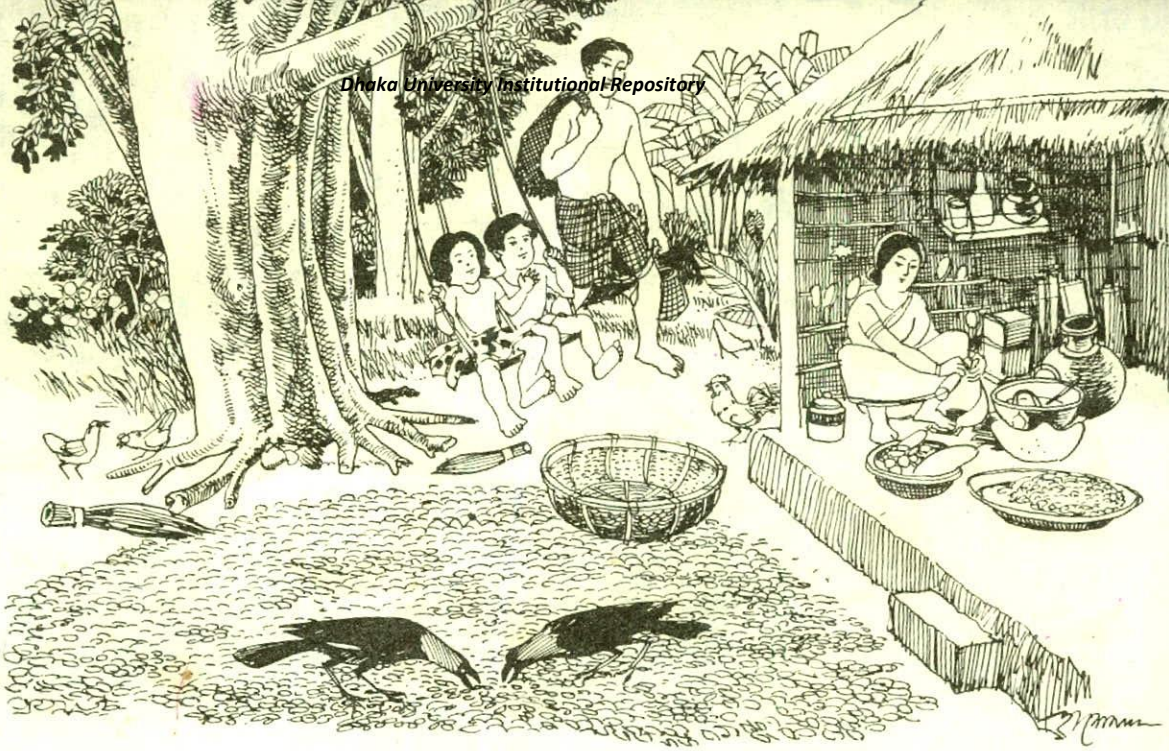

কে কোথায় আছে বল। আব্বার হাতে কি? তিনি কোথা থেকে এলেন?
কাক তাড়াবে কে? কেন? ছেলেমেয়েদের নাম কি?

আম্মা আর আব্বা।
আনু আর আবু।
আমার নাম আনু।
আমার নাম আবু।

উঠানে ধান।
কাক এল।

Dhaka University Institutional Repository

এখন সবাই কি করছে? খাওয়ার আগে কি কি করতে হয়? খাওয়ার পর কি কি করবে? কে কার পাশে বসেছে?

আনুর বিড়াল মিনি।

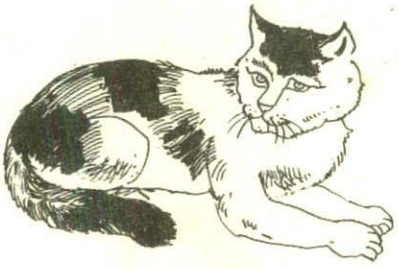

দুধ দই ছানা
আম আনে নানা।

আনু কলা খায়।
খই দই কই?

Dhaka University Institutional Repository

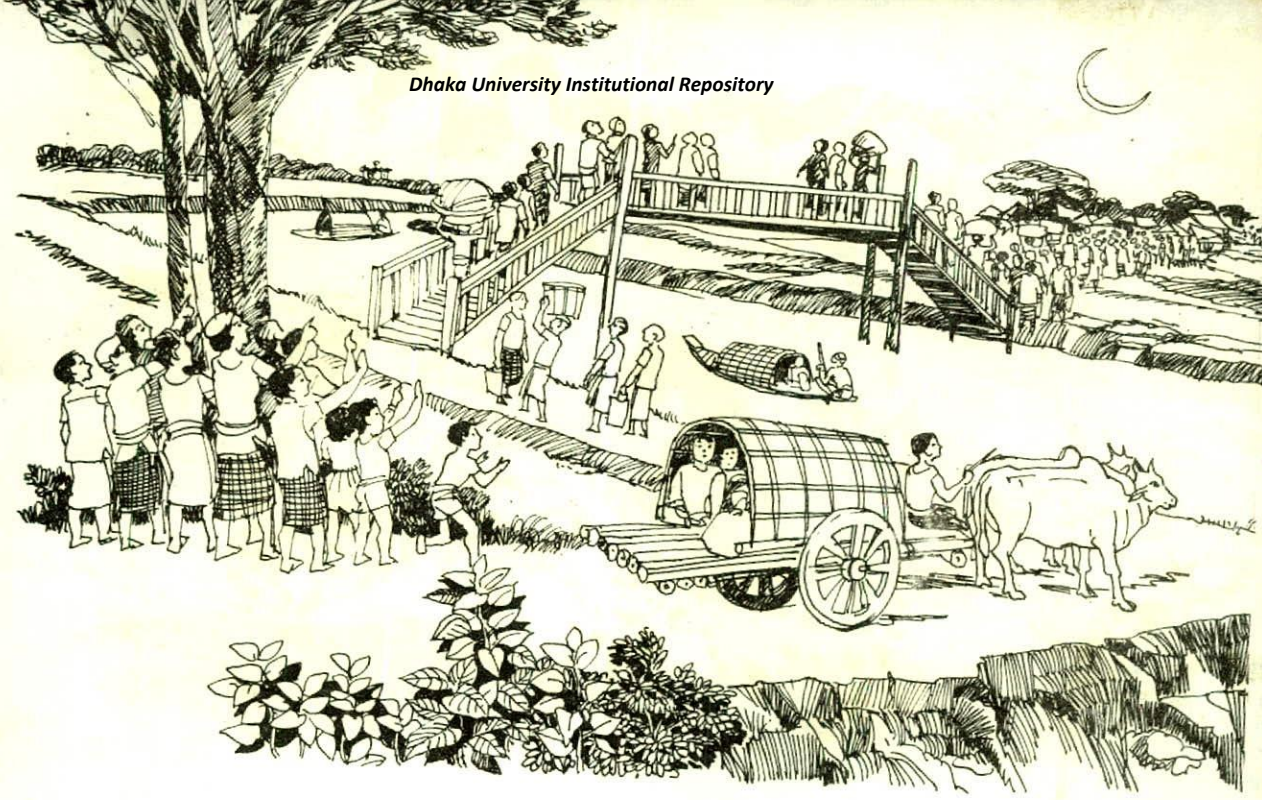

নদীর ওপারে ভিড় কেন? সবাই চাঁদ দেখছে কেন? ঈদের দিনে কি কি হয়? ছবিতে আর কি কি দেখছ?

ঐ চলে গরুর গাড়ি।
ঐ ঈদের চাঁদ। কাল ঈদ।
ঈদগাহে নামায পড়ব।
নামাযের আগে ওযু করব।

নদীর ওপর পুল। আজ হাটবার।
হাটে অনেক বেচাকেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আজ কি বার? জুম্মার নামায কি বারে হয়? হাট বসে কোন কোন দিন? তোমার জন্মদিন কবে? ছবিতে সবাই কিসের আয়োজন করছে? কি ভাবে? ছড়াটি মুখে মুখে বল।

হৈ হৈ রৈ রৈ
বর কনে এল ঐ।

পুতুল বিয়ে
চড়ুইভাতি,
আমরা তাই
খেলায় মাতি।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধ্যাবেলা কে কি কর? আবু আর আনু কি করছে? দাদীর কি হয়েছে? ছড়াটি সবাই এক সঙ্গে বল।

বেলা গেল।
হাঁস মুরগী ঘরে তোল।
দাদীকে ঔষধ দাও।

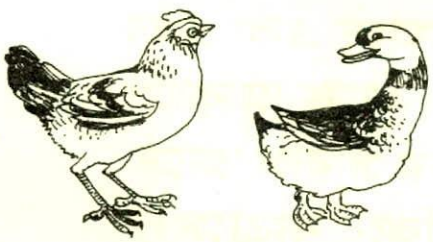

মামীর হাতের দুধভাত
খেতে বেজায় মিঠে।
ঘরে আছে ভাপা পুলি
পাটিসাপটা পিঠে।

Dhaka University Institutional Repository

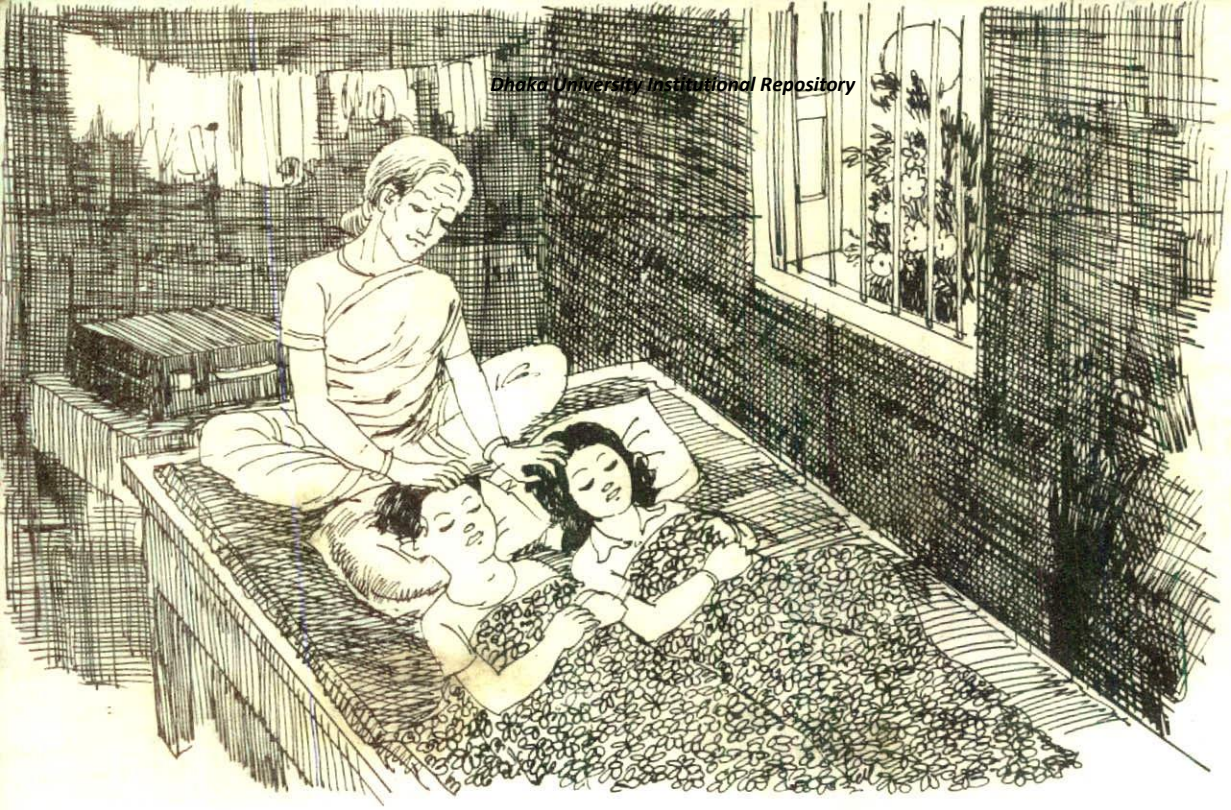

এখন কোন সময়? ছড়াটি সবাই এক সঙ্গে মুখে মুখে বল ও হাতে মাথা রেখে ঘুমের অভিনয় কর।

রাত হল নিঝঝুম
চোখ জুড়ে আয় ঘুম।
ফুটফুটে জোছনায়
জোনাকিরা উড়ে যায়।
চাঁদ মামা একা একা
জেগে থাকে আকাশে।
ফুলের সুবাস আসে
ঝিরঝিরে বাতাসে।

Jahangirnagar University Institutional Repository

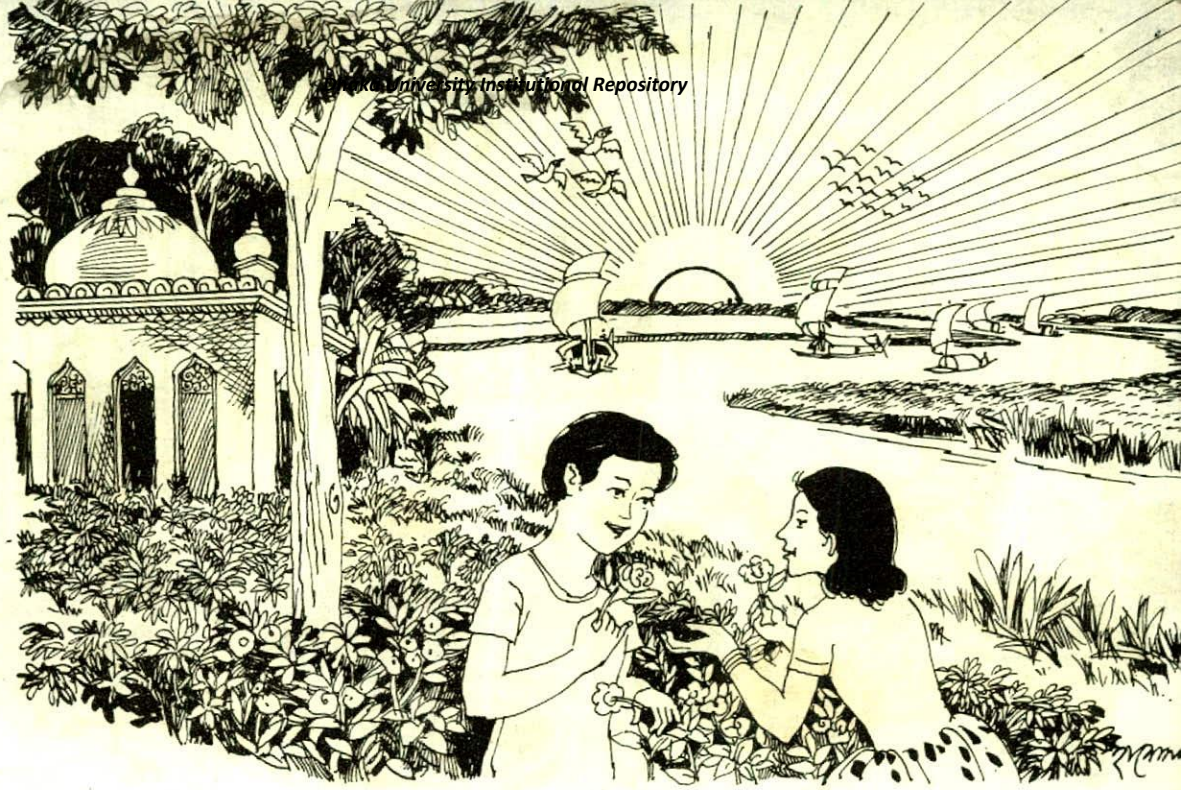

সকালে কে কি কর? কয়েকটি ফুলের নাম বল? ছড়াটি মুখে মুখে অভিনয় করে বল।

উষার আকাশ। রঙের খেলা।
আযান শোন। চমৎকার সকাল।
পাখিরা দূরে উড়ে যায়।

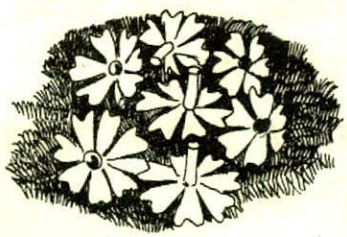

ভাইবোনে মালা গাঁথে
তুলে কত ফুল।
মিঠে বায়ে ঝরে পড়ে
শেফালি বকুল।

Dhaka University Institutional Repository

সকলে এখন কোথায়? ছবিতে কে কি দেখছ? ছড়াটি মুখে মুখে বল।

ঢাকা বড় শহর।
চিড়িয়াখানায় এলাম। বাঃ, কী সুন্দর হরিণ!
ঐ যে সুন্দরবনের বাঘ।
গায়ে তার কাল ডোরা দাগ।

সিংহ মামা, সিংহ মামা,
করছ তুমি কি?
এই দেখনা কেমন তোমার
ছবি এঁকেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এখন কি রকম দিন? গরমের দিনে কেমন লাগে? শীতের দিনে আমরা কি কি করি? গরমের দিনের কয়েকটি ফলের নাম বল।

বর্ষা ঋতু।
আকাশে মেঘ জমেছে।

ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।
চল, ঘরে যাই।

Dhaka University Institutional Repository

আম আর বই।
বই আর মই।

আ	ম	ব	ই
আ	র	ম	ই

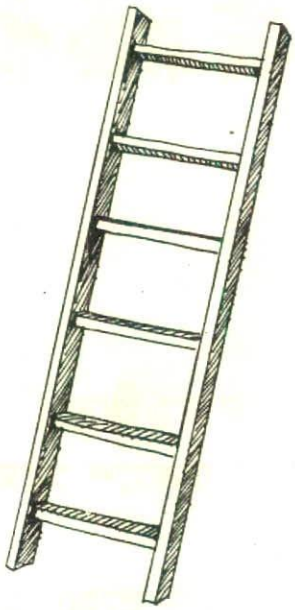

আ ম ব ই র

Dhaka University Institutional Repository

আমার বই।
মামার বই।

আ	মা	র

মা	মা

আমার আম।
মামার আম।

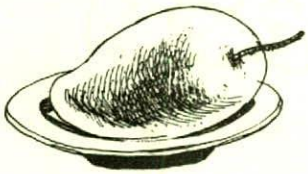

ম ব র আ = া

Dhaka University Institutional Repository

আমার বল।

আমার লাল বল।

লা	ল	ব	ল

বই পড়ি।

আমি বই পড়ি।

প	ড়ি

লাল মালা।

মালা আর বালা পরি।

মা	লা	প	রি

ল প ড় ই = ি

Dhaka University Institutional Repository

মই আনি।
আম পাড়ি।

আ	নি

পা	ড়ি

আম্মা আর আব্বা।

আ	ম্মা

আ	ব্বা

আমার আম্মা।
আমার আব্বা।

ম + ম = ম্ম, ব + ব = ব্ব, ন

Dhaka University Institutional Repository

এই আমাদের বাড়ি।
আব্বা বাড়ি নেই।

এ	ই

আ	মা	দে	র	নে	ই

কে এলেন?
দাদা এলেন।
এই কলম কার?
এই কলম দাদার।

কে	এ	লে	ন	কা	র

ক	ল	ম	দা	দা	র

ক দ এ = ে

Dhaka University Institutional Repository

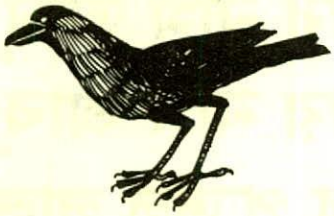

উঠানে ধান।
কাক এল।
আমি কাক তাড়াই।

উ	ঠা	ন		ধা	ন		তা	ড়া	ই

নতুন ধান।
পাকা তাল।
পিঠা কই?

তা	ল		ন	তু	ন		পি	ঠা

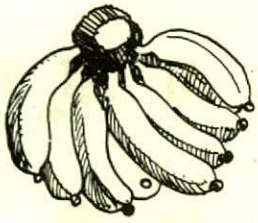

মধু কলা দই
দুধ মুড়ি কই?

ম	ধু		দু	ধ		মু	ড়ি	

ঠ ত ধ উ = ৪

Dhaka University Institutional Repository

আমার নাম আনু।
আমার নাম আবু।
আনুর পুতুল লাল।
আনু পুতুল খেলে।

আবু মাঠে যায়।
আবু বল খেলে।

এই আমাদের গরু।
আমরা দুধ খই খাই।

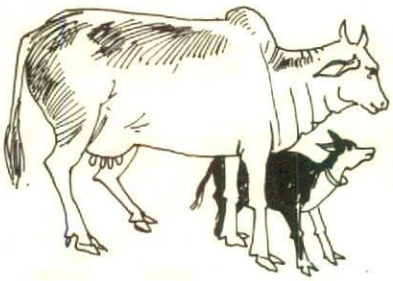

যা	য়
গ	রু
খে	লে
খ	ই

খ য় গ

Dhaka University Institutional Repository

মা ভাত দাও।

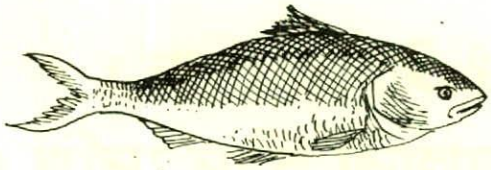

কি মাছ?

ইলিশ মাছ। মাছ খাওয়া ভাল।

শাক খাওয়া ভাল।

ভা	ত	মা	ছ	শা	ক

পুকুর পাড়ে তাল গাছ।

রুই কাতলা চিতল মাছ।

চি	ত	ল

দুপুর রোদ।

মাঠে যাব।

ছাতা দাও।

রো	দ

আয়রে তোরা দেখবি আয়
খুকু দোলে দোলনায়।
তাই দেখে কাকাতুয়া
বার বার দোল খায়।

তো	রা	দো	ল		

ভ চ ছ শ ও = ো

Dhaka University Institutional Repository

ঐ ঈদের চাঁদ।
আমরা চাঁদ দেখি।
আব্বা হাটে গেছেন।
আব্বা জামা আনবেন।

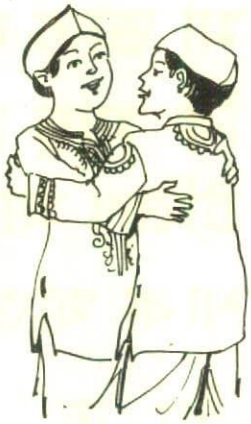

ঈ	দ	চাঁ	দ	হা	টে	জা	মা

টু	পি

টুপি পরি, জামা পরি
মিলে মিশে ঈদ করি।

গাঁয়ের পথে গরুর গাড়ি।
বউ চলেছে বাপের বাড়ি।
নদীর তীরে বটের ঝুরি।
মেঘ ছুঁয়েছে আমার ঘুড়ি।

ঝু	রি	ঘু	ড়ি	তী	র	ন	দী

ঘ জ ঝ ট হ ং ঈ=ী

Dhaka University Institutional Repository

আজ আমাদের চড়ুইভাতি।
চল, বাজারে যাই।
চাল, চিনি, লবণ, তেল আনতে হবে।
জামতলায় চড়ুইভাতি।
মাছ খাব। মাংস খাব।
খুব মজা হবে।

মাং	স	ল	ব	ণ

ঐ হৈ হৈ রৈ রৈ,
পাকা আম, কলা আর
চিনিপাতা দই।
বৈকালে মাঠে মাঠে
করি হৈ চৈ।

বৈ	কা	ল

হৈ	চৈ

ণ ং স ঐ = ৈ

Dhaka University Institutional Repository

বেলা গেল। হাঁস মুরগী ঘরে তোল।
হাত পা ধোও। পড়তে বস।

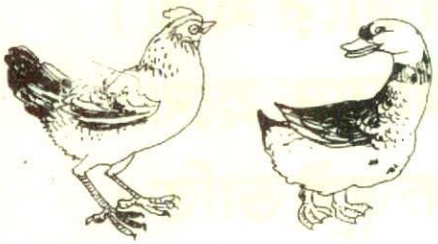

হাঁ	স	মু	র	গী	

রাত হলো।
আকাশে চাঁদ উঠেছে।
বাগানে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে।
বনে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে।

ফুটফুটে জোছনায়
ফুল ফুটে দোল খায়,
আলো ছায়া নেচে যায়
পাতায় পাতায়।

থো	কা	ডা	কে	ফু	ল	ঝিঁ	ঝিঁ

ড ফ থ

Dhaka University Institutional Repository

আমার দাদী ঔষধ খায়।
ঔষধ খেলে অসুখ যায়।

ঔ	ষ	ধ	অ	সু	খ

পৌষ মাসে
নানাবাড়ি যাব।
নদীতে নৌকা চলে।

নৌ	কা	পৌ	ষ

মৌমাছি মৌচাকে
মধু এনে ভরে রাখে।

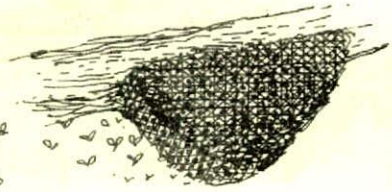

মৌ	চা	ক

মৌ	মা	ছি

ফুলে ফলে ভরা দেশ,
ধান পাটের নেই শেষ।

ষ অ ঔ = ৌ

Dhaka University Institutional Repository

আযান হলো। এবার ওঠ
ঊষার আকাশে অনেক রং।

ঊ	ষা	অ	নে	ক	র	ং

শরৎ কাল।
নদীর কূলে কাশের ফুল।

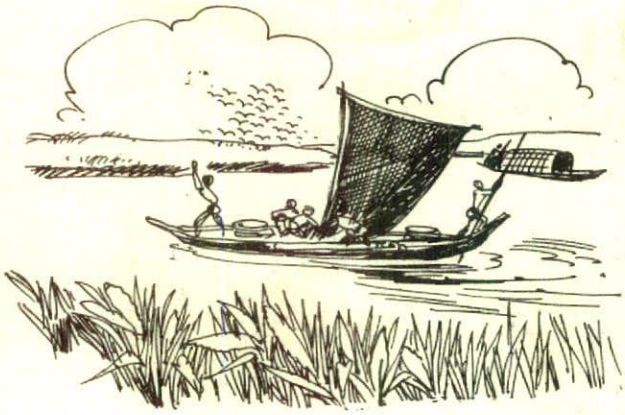

পাখির ঝাঁক নদীর চরে
জেলে ভাই মাছ ধরে।

শ	র	ৎ

কূ	লে

রাঙ্গা 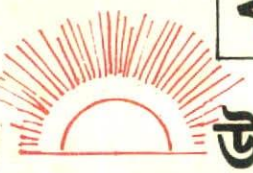 উঠেছে।

হঠাৎ এল।

ং ৎ ঊ = ৫

Dhaka University Institutional Repository

সিং	হ
মাং	স
ঢা	কা
বাঃ	
সু	ন্দ র

ঢাকায় চিড়িয়াখানা আছে।
চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ,
হরিণ আছে।
বাঃ কী সুন্দর হরিণ!
হরিণের শিং বাঁকা।

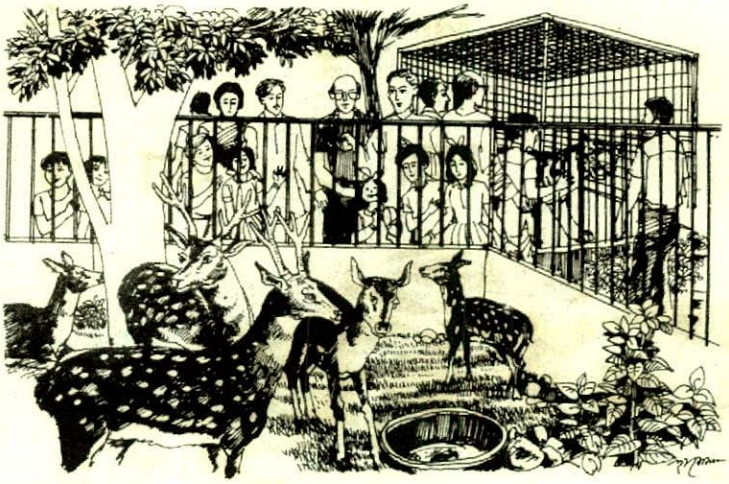

বাঘ সিংহ
মাংস খায়।
শিং নেড়ে
হরিণ যায়।

ঢাকায় ---------- আছে।

নাচে ঘাসে।

হরিণের শিং ------ ।

তেড়ে আসে।

(ন + দ) = ন্দ ঢ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ছয় ঋতু।
এখন আষাঢ় মাস। বর্ষা কাল।
আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়।
বৃষ্টি নেমেছে। ব্যাঙ ডাকছে।
সবুজ ধানে ক্ষেত ভরে গেছে।

ঋ	তু		ব	র্ষা		আ	ষা	ঢ়
ক্ষে	ত		ব্যা	ঙ		বি	দ্যু	ৎ

ফুলে ফুলে মৌমাছি
করে গুঞ্জন।
মধু সঞ্চয় করে
ঘুরে সারা বন।

গু	ঞ্জ	ন
স	ঞ্চ	য়

ক ষ ক্ষ

ঋ, ঢ়, ঞ + জ = ঞ্জ, ঞ + চ = ঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

আ = া	ই = ি	ঈ = ী
উ = ু	ঊ = ূ	ঋ = ৃ

এ = ে	ঐ = ৈ
ও = ো	ঔ = ৌ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়

ৎ ং ঃ ঁ ক + ষ = ক্ষ

ঞ + চ = ঞ্চ ঞ + জ = ঞ্জ

ন + দ = ন্দ ব + য = ব্য

র + ষ = র্ষ ষ + ট = ষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হাত ঘুরাও

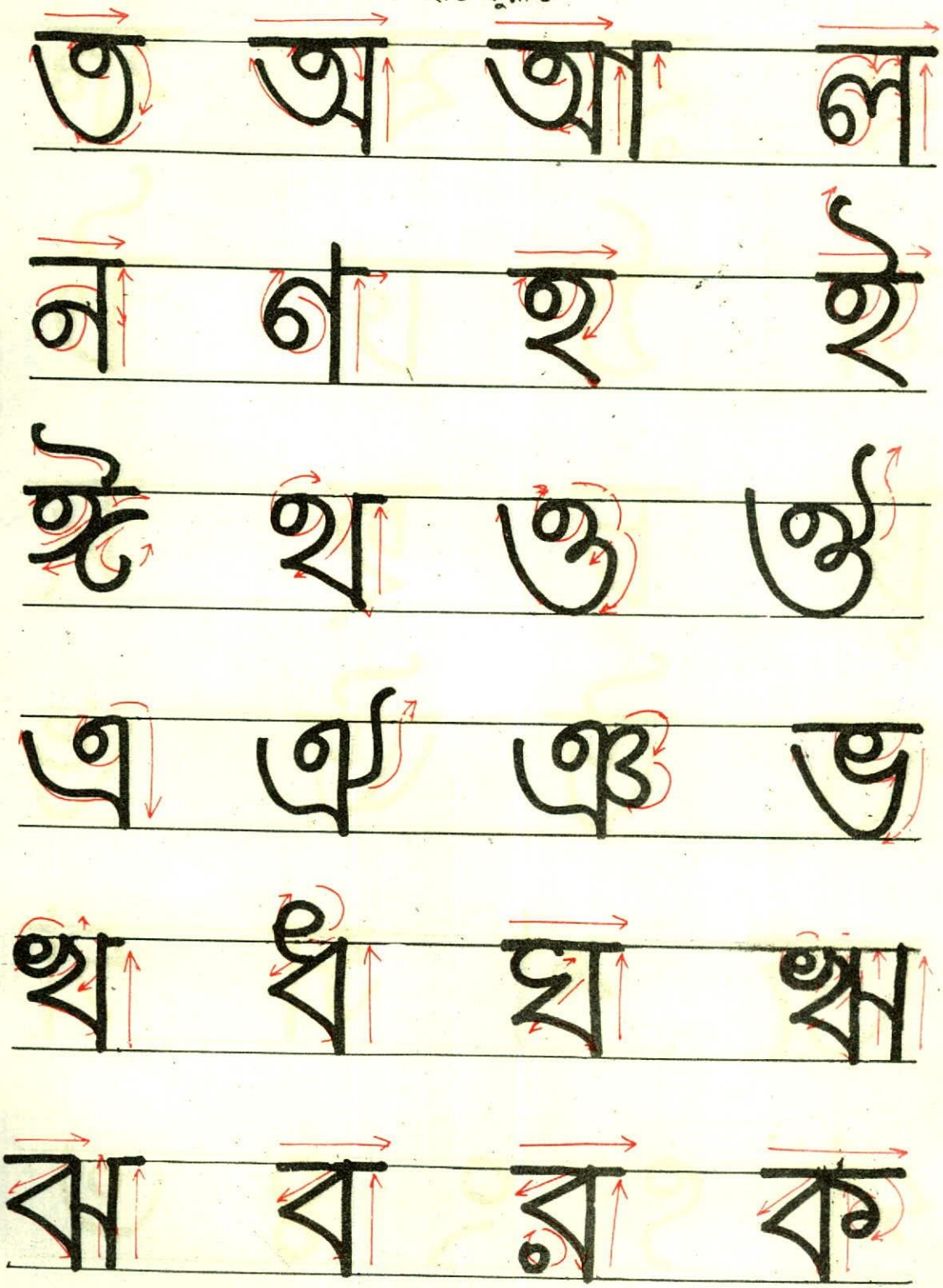

Dhaka University Institutional Repository

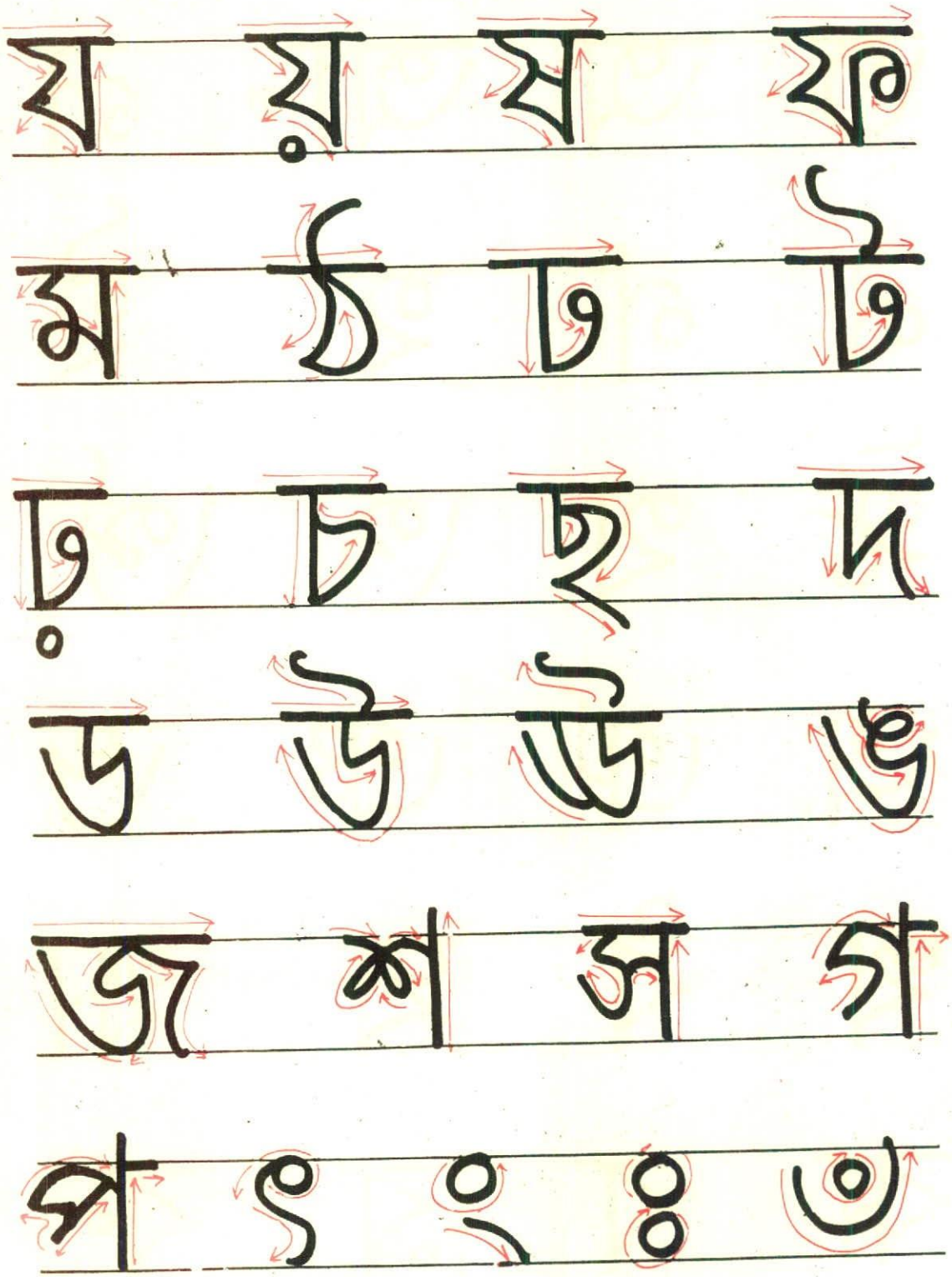

Dhaka University Institutional Repository

বনধু

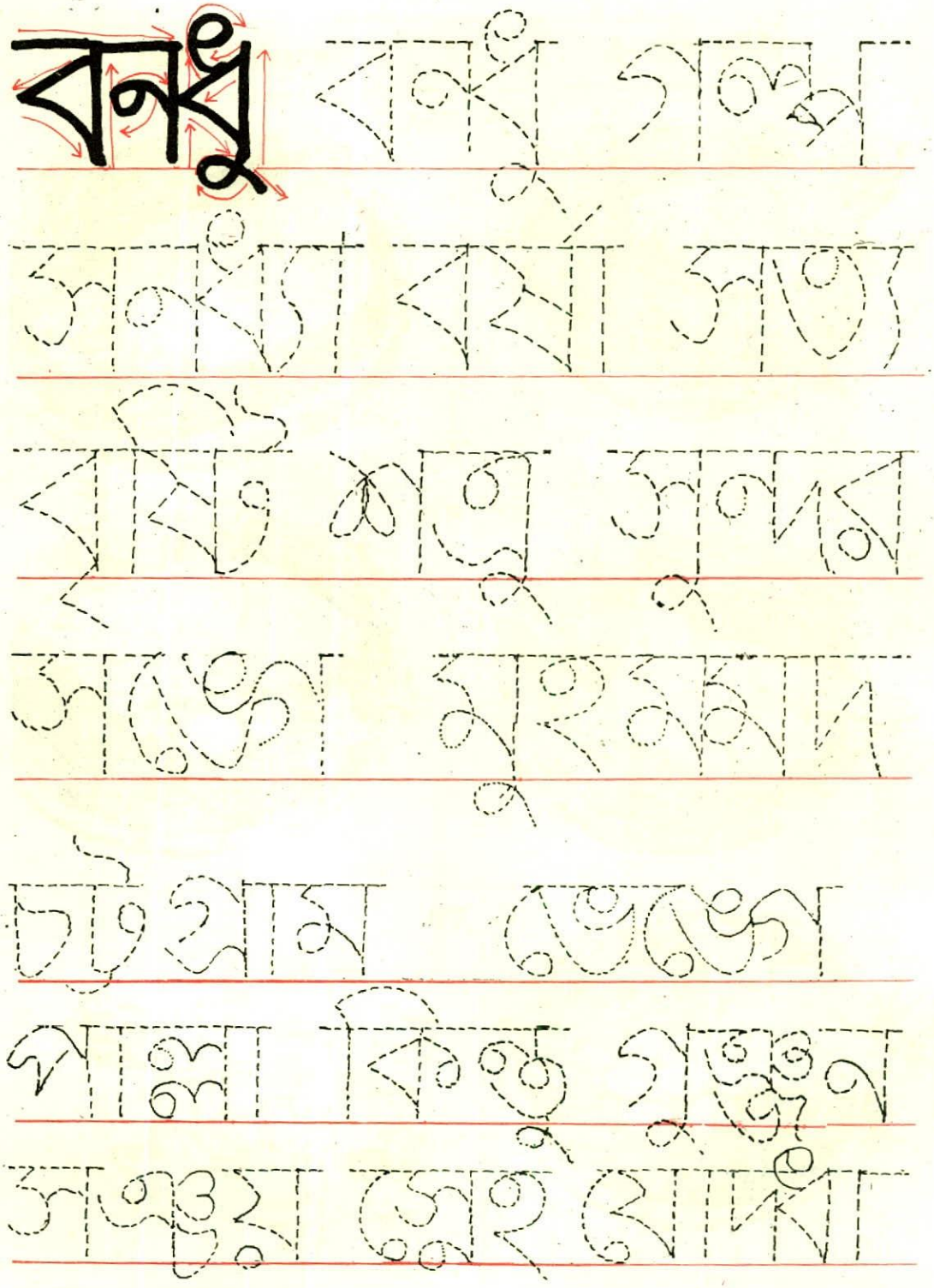

Dhaka University Institutional Repository

ছবির পড়া--১

মুরগী ও বাচ্চা

এক

চার

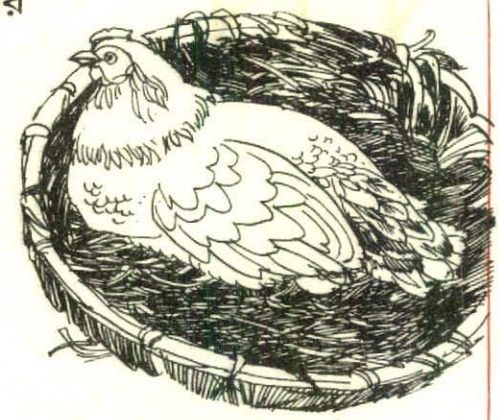

দুই

পাঁচ

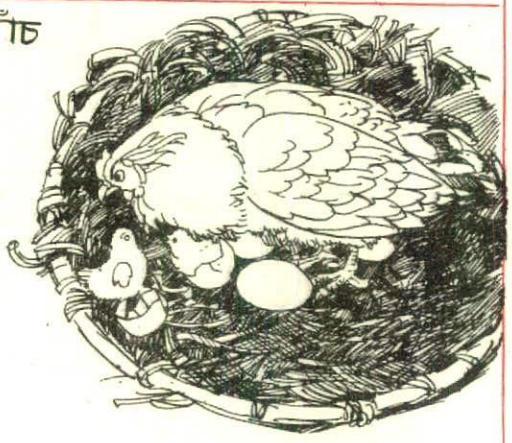

তিন

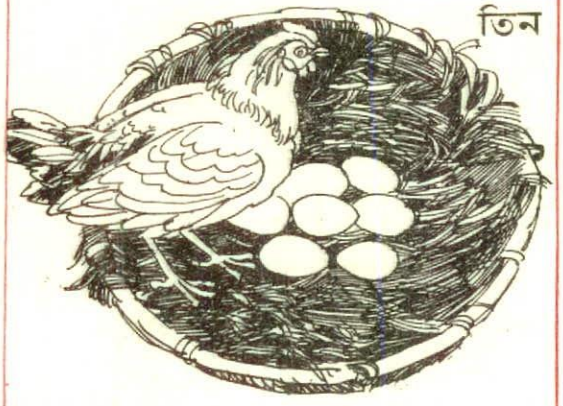

ছয়

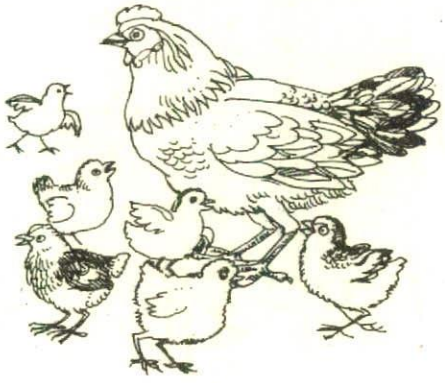

Dhaka University Institutional Repository

ছবির পড়া--২

কাক ও কলসি

এক

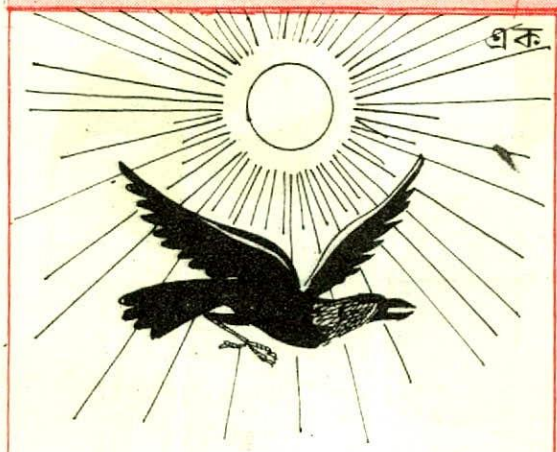

চার

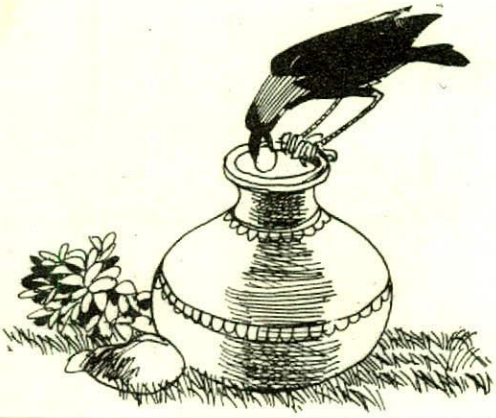

দুই

পাঁচ

তিন

ছয়

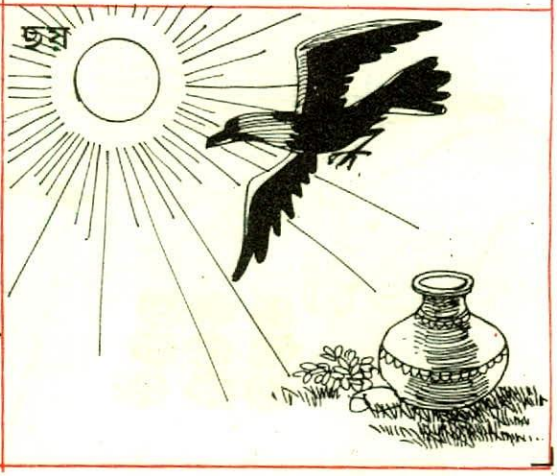

Dhaka University Institutional Repository

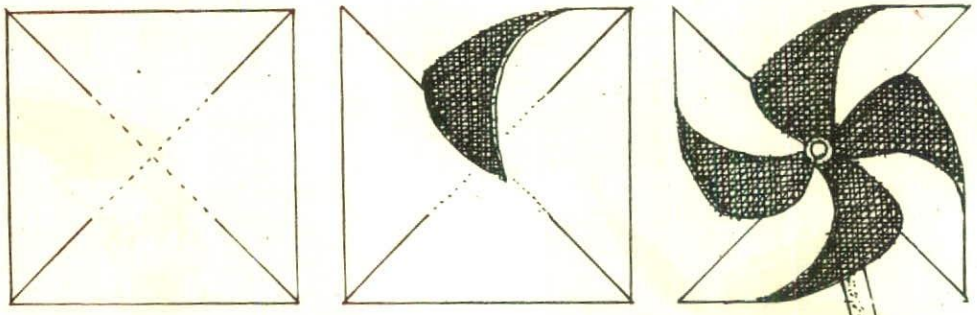

নিজে কর

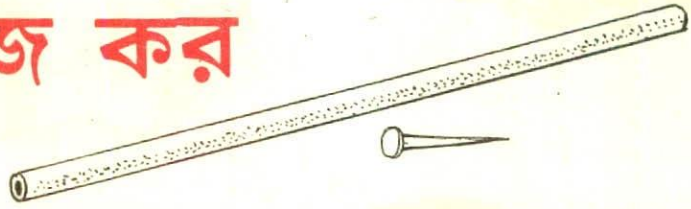

ওপরে—কাগজটি ভাঁজ করে দাগমত কাট। তারপর একটির পর একটি করে চারটি কোণা একসঙ্গে আঠা দিয়ে লাগাও। এবার ফুলটি আলপিন বা সরু কাঠি দিয়ে পাটখড়ি বা কাঠির সঙ্গে লাগিয়ে দাও। তারপর বাতাসে ধর। সুন্দর ঘুরবে।

নিচে—একটি ঢেঁড়স ছুরি দিয়ে মাঝখানে কাট। এবার কাটা মাথায় রং লাগিয়ে কাগজে ছাপ দাও। দেখবে, সুন্দর ফুল হয়ে গিয়েছে।

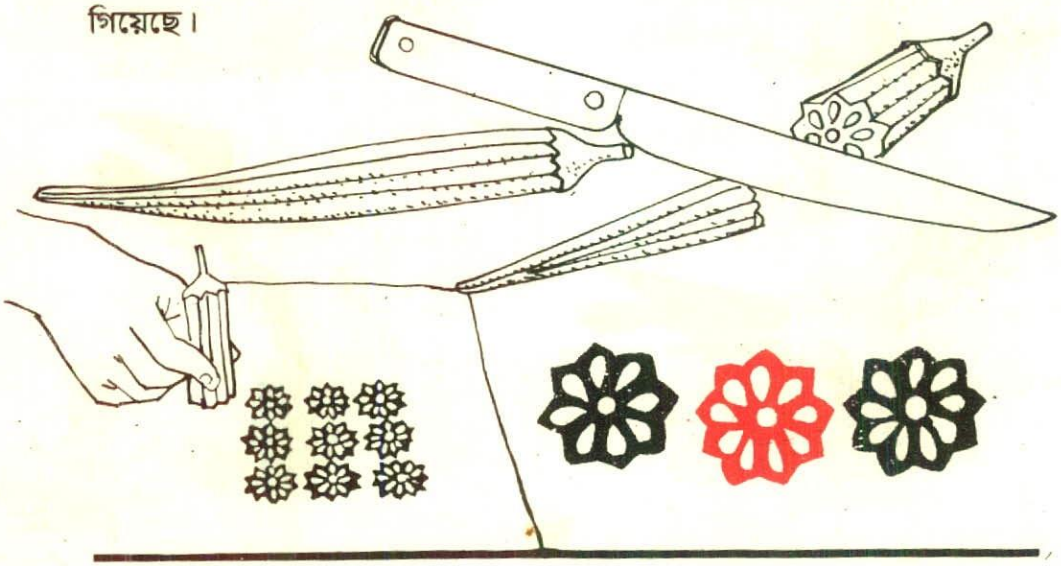

Dhaka University Institutional Repository

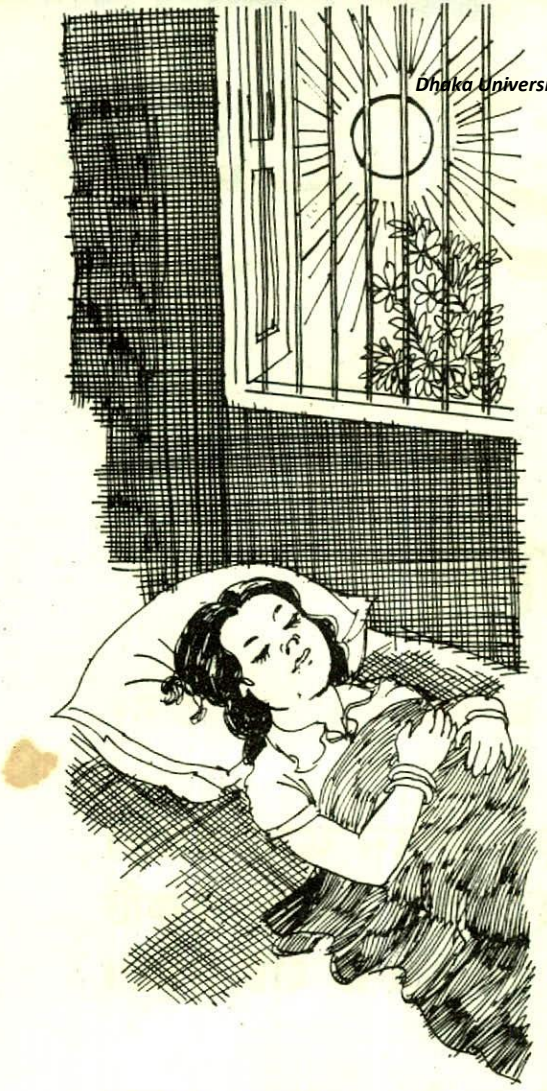

ভোর হল

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হল দোর খোল্
খুকুমণি ওঠ রে,
ঐ ডাকে জুঁই শাখে
ফুলখুকী ছোট রে।

খুলি হাল তুলি পাল
ঐ তরী চলল,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুলল।

আলসে নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদাভাই
টিপ দেয় কপালে।

Dhaka University Institutional Repository

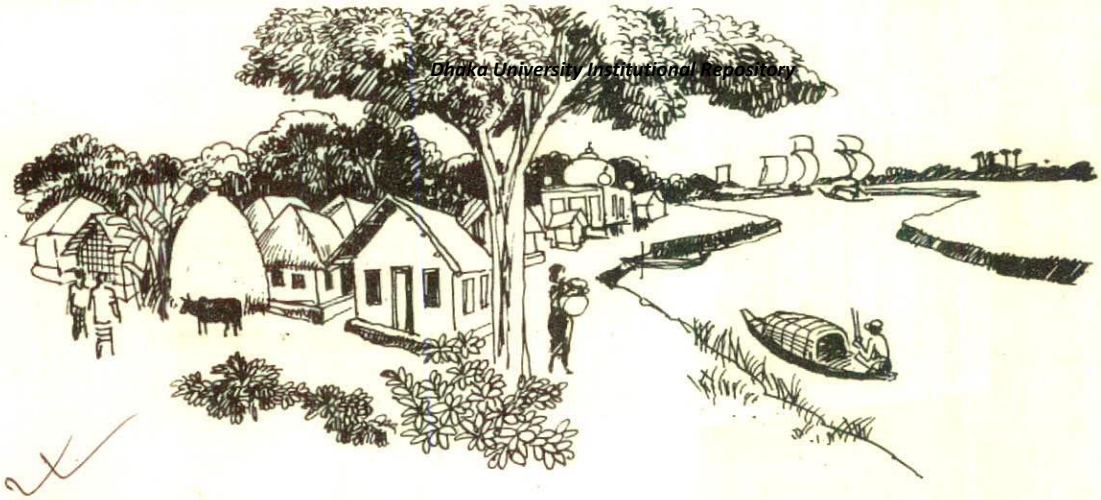

আমাদের গ্রাম

গ+র=গ্র গ্রাম স+ক=স্ক স্কুল শ+র=শ্র শ্রাবণ

আমাদের গ্রাম বেশ বড়। এখানে স্কুল আছে। মাঠ আছে। ডাকঘর আছে। আর আছে একটি মসজিদ। বুধ ও শনিবারে বটতলায় হাট বসে।

গ্রামের পাশে ইছামতী নদী। শ্রাবণ মাসে চারদিকে পানি থই থই করে। নৌকা চড়ে আমরা এপাড়া ওপাড়া যাই।

অঘ্রাণে ধান কাটা শুরু হয়। পৌষ মাসে নতুন চালের পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

আমাদের গ্রামকে আমরা খুব ভালবাসি।

Dhaka University Institutional Repository

মামার বাড়ি

জসীম উদ্‌দীন

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে
রঙিন করি মুখ।

৭ সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

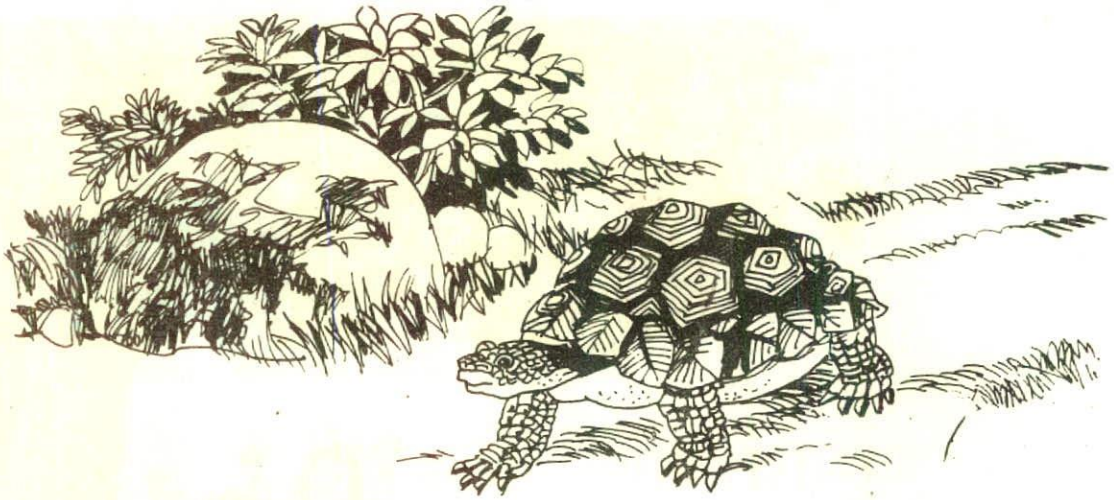

কচ্ছপ আর খরগোশ

চ+ছ=চ্ছ কচ্ছপ ল+ল=ল্ল পাল্লা ন+ত=ন্ত কিন্তু

এক খরগোশ আর এক কচ্ছপ। খরগোশ বড়াই করে বলে দৌড়ে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।

খরগোশ থাকত বনের ঝোপে। আর কচ্ছপ থাকত বনের ডোবায়। একদিন খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে শুরু হলো দৌড়ের পাল্লা। বনের সব পশু পাখি এল সে দৌড় দেখতে।

খরগোশ চোখের পলকে পার হলো অনেক পথ। আর কচ্ছপ? তার যে দেখাই নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সামনে একটা বট গাছ। তার তলায় এসে খরগোশ ভাবল একটু ঘুমিয়ে নিই। বাকি পথটুকুতো এক লাফেই পার হওয়া যাবে। এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে জেগে খরগোশ দেখল, দুপুর গড়িয়ে কখন বিকেল হয়ে গেছে। সে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পথের মাথায় এসে তারতো চোখ ছানাবড়া। দেখে, কচ্ছপ আগেই এসে ওখানে বসে আছে।

কচ্ছপ একটুও আলসেমি করেনি। তাই তার জিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

রঙের খেলা

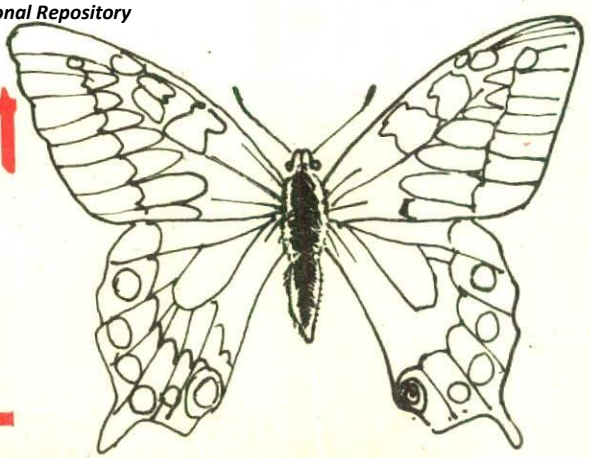

নীল, সাদা, হলুদ, খয়েরি,
লাল, বেগুনি, সবুজ।

নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়।
নিচে হলুদ সরষে ক্ষেত।

পাশে একটি সবুজ বন।
এক ঝাঁক খয়েরি শালিক জটলা করছে।

ঝিলে ফুটেছে লাল শাপলা।
বেগুনি রঙের কলমি ফুল হাওয়ায় দুলছে।
প্রজাপতি রং বেরঙের ডানা মেলে দিল।

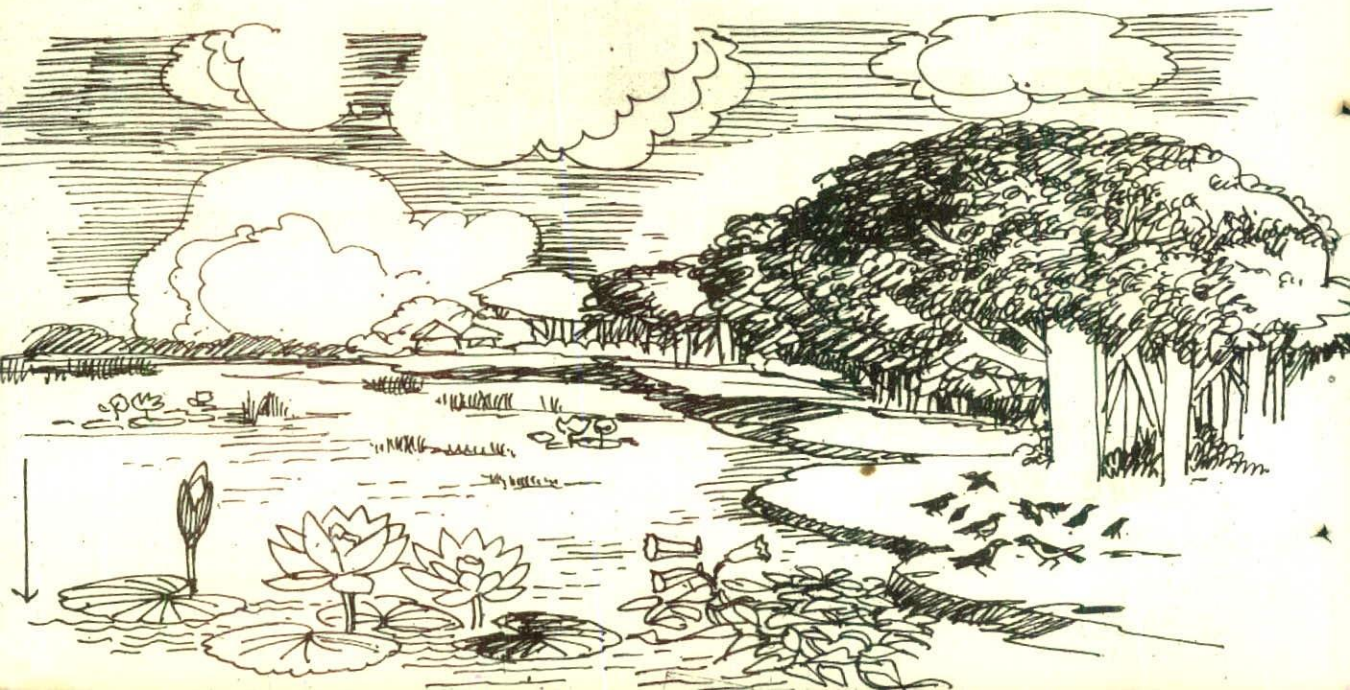

Dhaka University Institutional Repository

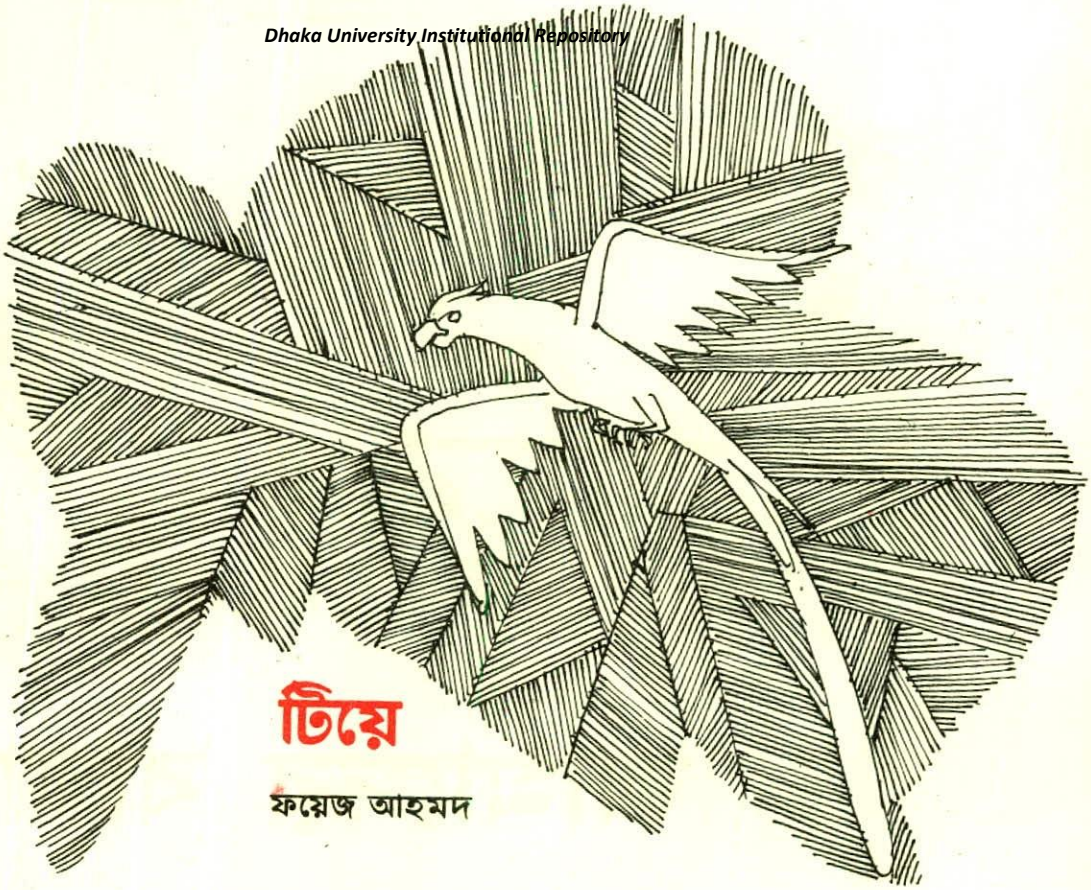

টিয়ে

ফয়েজ আহমদ

টিয়ে তোর বাড়ি কোথা টিয়ে রে?
রোজ দেখি আকাশে
সবুজের পাখা সে।
যাবি কি খুকুরে আজ নিয়ে রে?
খুকু চায় উড়তে,
তোর মত ঘুরতে
আকাশের নীল পথ দিয়ে রে।
টিয়ে তোর বাড়ি কোথা টিয়ে রে?

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের বাগান

র+য=র্য সূর্যমুখী ন+দ=ন্দ আনন্দ

আমার নাম আনু। ছোট ভাই আবুকে নিয়ে আমি একটি বাগান করেছি। বাগানটি আমাদের বাড়ির পাশেই।

আমরা বাগানে নানা রকমের ফুলের গাছ লাগাই। শাকসবজিও লাগাই।

Dhaka University Institutional Repository

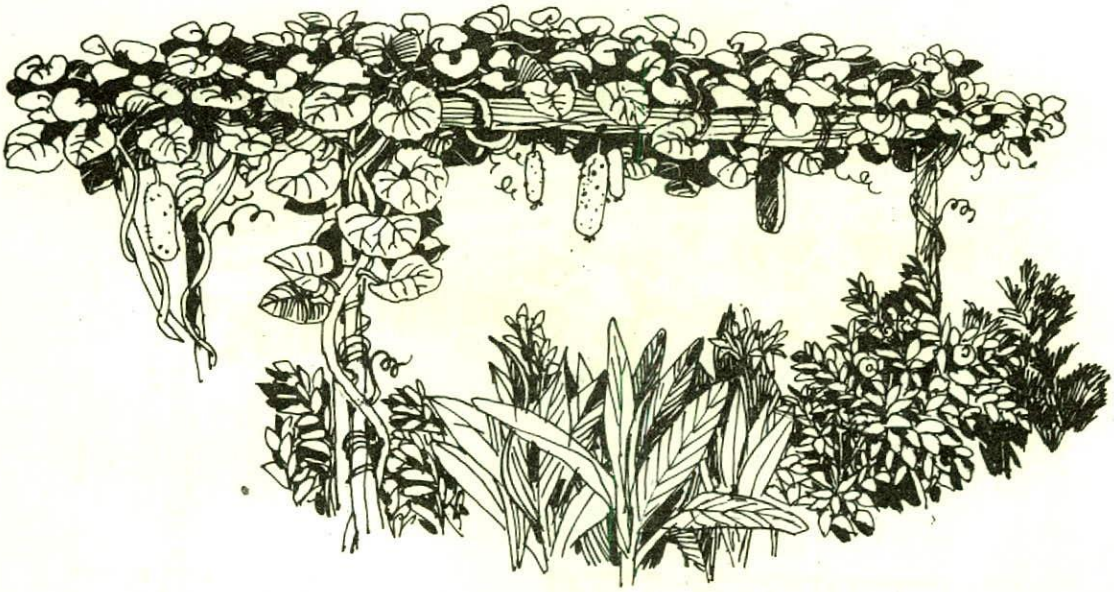

এখন গরমের দিন। তাই বেল ও দোপাটি ফুলের চারা লাগিয়েছি। কদিন পরেই ফুল ফুটবে। ফুলে ফুলে বাগান হাসবে।

বাগানে আমরা পুঁই ঝিঙে আর শশাও লাগিয়েছি।

শীত এলে পালং শাক, বেগুন, মুলা ও টমেটো লাগাব। চার পাশে থাকবে গাঁদা আর সূর্যমুখী।

বাগানে আমরা নিজের হাতে কাজ করি। নিজের হাতে কাজ করতে কত আনন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আমাদের দেশ তারে কত ভালবাসি,
সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি।
মাঠে মাঠে চরে গরু, নদী বয়ে যায়,
জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।

রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা,
চাষী ভাই করে চাষ, কাজে নেই হেলা।
সোনার ফসল ফলে, ক্ষেত ভরা ধান,
সকলের মুখে হাসি, গান আর গান।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের ভালবাসা

একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাথীদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর কাছে এল। হাতে একটি পাখির বাসা। বাসায় দুটি ছানা। নবীজী দেখলেন, কাছেই মা পাখিটা উড়ছে। তিনি লোকটিকে পাখির বাসাটি রেখে দূরে সরে যেতে বললেন। লোকটি চলে গেল। মা পাখিটা কাছে এসে বাচ্চাদের আদর করল। আর ডানা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখল।

মহানবী সকলকে বললেন, দেখ, মায়ের কত ভালবাসা। এত লোক দেখেও মা পাখিটা ভয় পায়নি।

এবার নবীজী লোকটিকে ডেকে বললেন, যাও, যেখান থেকে ছানা দুটিকে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে এস।

৮ সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

Dhaka University Institutional Repository

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর

দ+ধ=দ্ধ যুদ্ধ স+ব=স্ব স্বাধীনতা
ত+র=ত্র শত্রু ঙ+গ=ঙ্গ ভেঙেগ

নীল আকাশ।
আকাশে সাদা ঘুড়ি ওড়ে।

শিশু মতিউর রহমান আকাশ দেখে আর ঘুড়ি দেখে। তার দুই চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। সে আকাশে উড়বে, উড়োজাহাজ চালাবে। বড় হলে সে পাইলট হবে। খুব মজা হবে।

বড় হয়ে মতিউর নামজাদা পাইলট হলো। সে বিমান চালায়।

বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ। মতিউর শত্রুকে শেষ করবে। সে শত্রুর বিমান কেড়ে নিল। তার বিমান আকাশে উড়ছে।

হায়রে মতিউরের আশা সফল হল না। তার বিমান ভেঙেগেগেল। সে শহীদ হলো। দেশের জন্য মতিউর জীবন দিল। সে আমাদের গৌরব। মতিউর একজন বীরশ্রেষ্ঠ।

আসাদ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

চিঠি

ঢাকা
১।১।৮৫

নানা ভাই,

সালাম নেবেন। আমাদের এখন ছুটি। মাকে নিয়ে আপনার কাছে বেড়াতে যাব। আমাদের লাল মুরগী ডিম দিয়েছিল। আটটা ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। দেখতে খুব সুন্দর।

আমাদের পেয়ারা গাছে টুনটুনি বাসা বেঁধেছে। আমি আর আবু টুনটুনির গান শুনি। আবু একটু একটু পড়তে পারে।

আল্লাহর রহমতে আমরা ভাল আছি। আপনি আর নানী ভাল আছেন তো? নানীকে সালাম দেবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
আনু

ডাক টিকিট

প্রেরক—
আনোয়ারা
জিকাতলা
ঢাকা।

প্রাপক ঃ
জনাব মুহম্মদ হাসান
গ্রাম – সিরাজ নগর
ডাকঘর – আদিয়াবাদ
জেলা – নরসিংদী

Dhaka University Institutional Repository

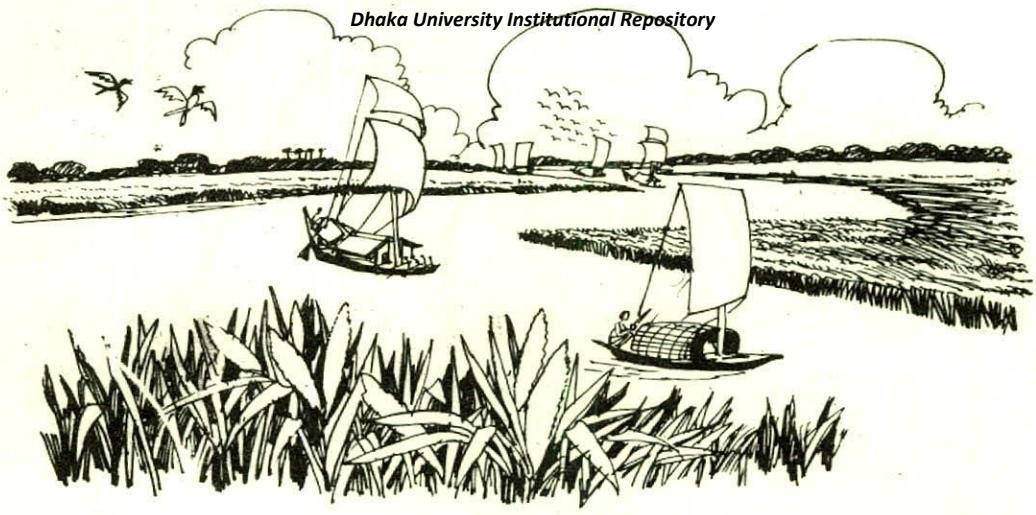

আমাদের বাংলাদেশ

দ+ম=দ্ম পদ্ম ট+ট=ট্ট চট্টগ্রাম

প+র=প্র প্রধান

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। সবুজে ঘেরা এই দেশ।

এ দেশের গাছে গাছে ফুল ফোটে, পাখি গান গায়। বনে আছে বাঘ, হাতি, হরিণ, শিয়াল, ময়না, টিয়া আরও কত পশু পাখি।

নদীর বকে পাল তুলে নৌকা চলে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এ দেশের বড় বড় নদী।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। চট্টগ্রাম প্রধান বন্দর। রাজশাহী ও খুলনা বড় শহর। এ দেশে জন্মেছি বলে আমরা গর্ব বোধ করি। এমন সুন্দর দেশ আর নেই।

Dhaka University Institutional Repository

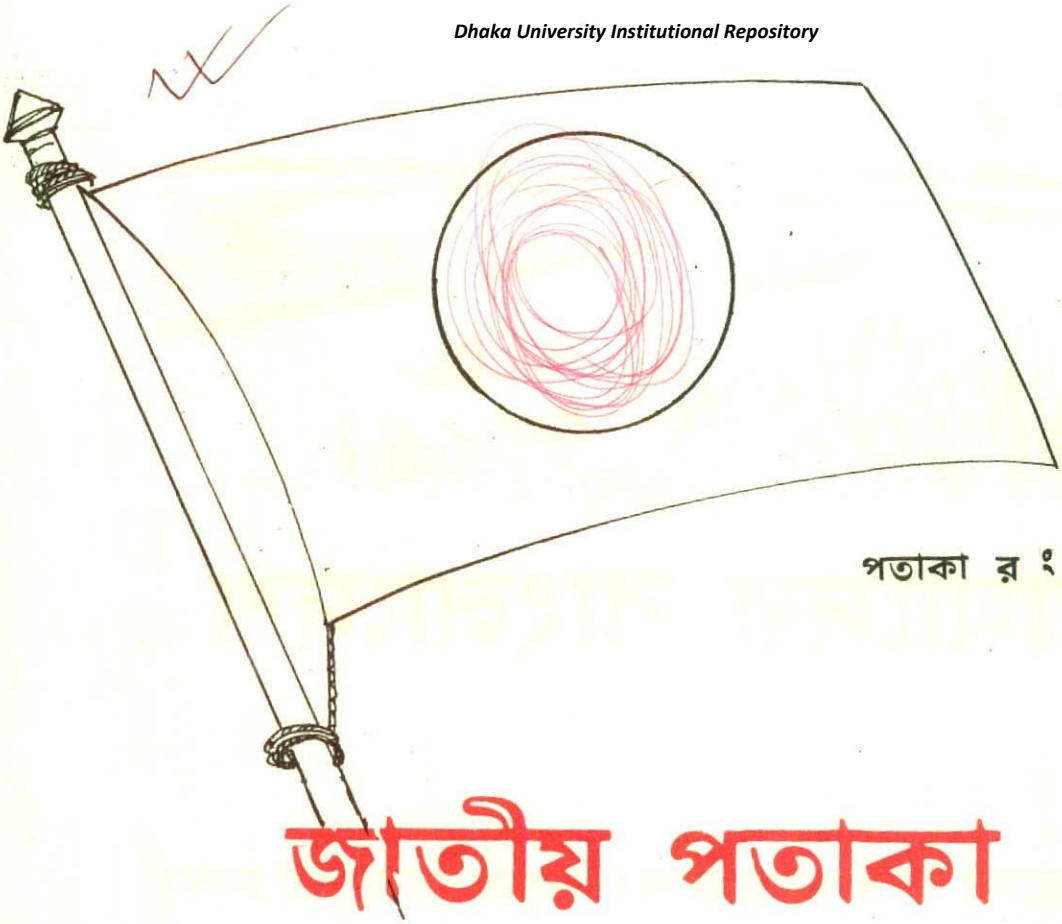

পতাকা র ং কর

জাতীয় পতাকা

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

আমাদের পতাকার রং সবুজ। মাঝখানে তার গাঢ় লাল রং। আমরা পতাকা ওড়াই আর গান গাই। এই পতাকার নিচে সবাই এক হয়ে দাঁড়াই। এই পতাকার মান আমরা রাখবই।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার গান

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলাভাষার গান শোনাল যারা
বাংলাদেশের ঘুম ভাঙাল তারা
ওরা শহীদ ওরা আমার ভাই
ওদের দানের তুলনা যে নাই।

আমরা ওদের পথে চলি
বাংলা ভাষায় কথা বলি
এই ভাষাতে সবার আশা
সফল করে যাই।

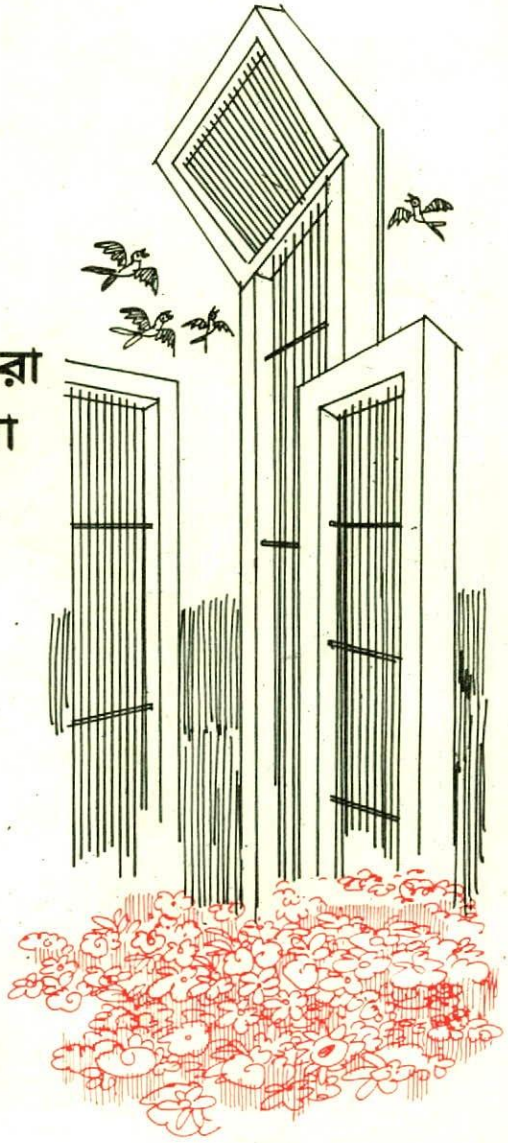

Dhaka University Institutional Repository

মোরগের ছবিটি হাত ঘুরিয়ে আঁক
এবং ইচ্ছেমত রং লাগাও।